একাদশ মুদ্রণ : কার্তিক, ১৩৯৮

প্রথম মুদ্রণ : শ্রাবণ, ১৩৭৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৭৯
তৃতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ, ১৩৮১
চতুর্থ মুদ্রণ : চৈত্র, ১৩৮৩
পঞ্চম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৮৬
ষষ্ঠ মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮
সপ্তম মুদ্রণ : চৈত্র, ১৩৯০
অষ্টম মুদ্রণ : ফাল্গুন, ১৩৯১
নবম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৯৬
দশম মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৯৭

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলকাতা-৭০০ ০০৬

পঁচিশ টাকা

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশ ছিলেন শুধু কবিদের কবি। এখন তিনি সমস্ত মানুষের। সমস্ত মানুষের কথাটা হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হলো। কোনো দেশেই কোন কবি আক্ষরিক অর্থে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেন না। কিংবা, যিনি পারেন, তিনি বিশুদ্ধ কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কবির সমাদর শুধু হৃদয় সংবাদীর কাছে।

কিন্তু বাংলা ভাষায় পঠন পাঠনে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে জীবনানন্দের নাম পৌঁছে গেছে। কবিতা পাঠে যাদের আগ্রহ নেই, তাঁরাও এখন জানেন, জীবনানন্দ দাশ বাংলা ভাষায় একজন প্রধান কবি। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পর তাঁর নাম স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। কিছুকাল আগেও আধুনিক কবিতাকে নিন্দা করার জন্য জীবনানন্দ দাশের লাইন উদ্ধৃত করা ছিল প্রচলিত প্রথা, এখন আস্তে আস্তে তিনি পেয়েছেন শ্রদ্ধার আসন।

যদিও পশ্চিম বাংলার জীবনে বা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিতার প্রভাব এখনও তেমন দেখা যায় না। একমাত্র কবিতায় ছাড়া—উনিশ শো পঞ্চাশ সালের পর থেকেই জীবনানন্দ খাঁটি অর্থে আবিষ্কৃত হয়েছেন, তৎকালীন ও পরবর্তী কবিরা রবীন্দ্রনাথের বদলে জীবনান্দেরই অধমর্ণ। গদ্য লেখকদের কাছে জীবনানন্দ এখনও প্রায় অনুপস্থিত, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এখনও তাঁর বিশেষ স্থান হয় নি। তাঁর জন্ম তারিখে উৎসব করার রীতি নেই, পৌরসভা রাস্তার নাম বদলাবার সময় তাঁর নাম মনে করতে পারেন না। এসব অবশ্য আফসোষ করার বিষয় নয়, কারণ কবির প্রকৃত সম্মান কবিতা পাঠকদের কাছে, জীবনানন্দ তা পেয়েছেন—বাদবাকি সবই অবান্তর।

অথচ, পাশের বাংলাদেশের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির লড়াইয়ের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ জড়িয়ে গেছেন। সেখানকার মুক্তিকামী মানুষ প্রেরণা পেয়েছেন এই কবির কাছ থেকে—জননেতারা প্রকাশ্য সভায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর কবিতার। বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বাংলার রূপ বর্ণনা তিনি যে ভাবে করেছেন, তা সাহিত্যের নানা ব্যাখ্যার মত, কে কোন রচনা থেকে কী রকম ভাবে প্রেরণা পায় তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে না। এডগার অ্যালান পো আমেরিকাতে তেমন মূল্য পাননি, কিন্তু তাঁর রচনার সূত্র ধরেই ফরাসী দেশে শুরু হয়েছিল নতুন সাহিত্য ধারা।

আমার কাছে জীবনানন্দ দাশের এখনও সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি কবিদের কবি। তাঁর কবিতায় সুর সংযোজন করে গান করা হবে, কিংবা নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্য রচিত হবে তাঁর কবিতা অবলম্বনে—এমন আশঙ্কা করি না। সে রকম দুর্দৈব ঘটার দরকার নেই। বিশুদ্ধ কবিতার রস আস্বাদ করার জন্য যাদের আগ্রহ, জীবনানন্দ দাশের রচনা সংগ্রহ তাঁদের শিয়রের কাছে রেখে দেবার মতন।

এ রকম কবি যে কোনো দেশেই বিরল, যিনি প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের রীতি

ভেঙে চুরে লণ্ডভণ্ড করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরণ প্রবর্তন করে যেতে পারেন। এবং যাঁর কবিতা বারবার পড়লেও পুরোনো হয় না।

এই বারবার পড়ার বিষয়টি অনুধাবন যোগ্য। কবিতায় প্রতিফলিত হবে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, সর্বসাধারণের সুবোধ্য হয়ে তা জীবনাশ্রয়ী বক্তব্যের বাহন হবে—এরকম একটা মত প্রচলিত আছে। এই মত মেনে নিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পাঠক হিসেবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, বক্তব্য ভারাক্রান্ত কবিতার দুর্বলতা এই, তা বারবার পড়তে ইচ্ছে করে না। অল্পক্ষণেই তার আকর্ষণ চলে যায়। বক্তৃতায় বা ইস্তাহারে যে বক্তব্য আমাদের উত্তপ্ত করে, কবিতার মধ্যে অচিরেই তা আমাদের ক্লান্ত করে দেয়। কোনো একটি রচনা শিল্প হিসেবে তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে বারবার আকর্ষণ করার মতন কোনো সাবলীল রহস্য জন্মায়। আমাদের সাধারণ মুখের কথায় নির্বাচন ও যোজনার কৃতিত্বে কবিরা রহস্যধ্বনি করে তোলেন 'মায়াবীর মত যাদুবলে'। এবং জীবনানন্দ দাশ একজন অতুলনীয় মায়াবী।

এই সংগ্রহে আছে জীবনানন্দের জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' এবং শেষকাব্য গ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা'। এবং তাঁর মধ্যজীবনের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত 'সাতটি তারার তিমির'। এক সঙ্গে পাওয়ার ফলে, দেখার সুবিধে হবে এই কবির ক্রমিক পরিণতির ইতিহাস। ঝরাপালক-এর কবিতাগুলি পড়লে বিশ্বাসই হতে চায় না, এই কবি কোনো একদিন বেলা অবেলা কালবেলার ভাষ্যকার হবেন। ঝরাপালকে আবেগময় কিশোর কবিজীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে অনেক ভাবগর্ভ কথা উচ্চারণ করেছেন যা আসলে চিরাচরিতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কবির নিজস্বতা নেই, শব্দের মায়া নেই, ভাবলুতায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন। জীবনানন্দের তুলনায় অনেক অপ্রধান কবিরও প্রথম কবিতার বই এত কাঁচা নয়। তবু ঝরা পালকের একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই কবিতাবলী দেখে বোঝা যায়, উল্কাপাতের মতন এই কবি বাংলা কবিতার জগতে আবির্ভূত হন নি। তিনি ট্রাডিশানের অন্তর্গত, এক সময় প্রথাসিদ্ধ কবিতার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। শব্দ নির্বাচনে নজরুলের এবং ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। এই প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে নিজস্ব ধারার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব আরও আরও বিস্ময়কর। নজরুল বা সত্যেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু জীবনানন্দ এই তিনজনের থেকে অনেক আলাদা হয়ে সরে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই জীবনানন্দের কবিতা এখনও নবীন কবিদের রচনার আকর।

সাতটি তারার তিমিরে তিনি সেই পরিপূর্ণ নতুন কবি। ঝরাপালকে তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, দুর্বল পংক্তি সত্ত্বেও সংস্কৃত ঘেঁষা গম্ভীর

শব্দের পাশে চলতি শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক। পরবর্তী কালের কবিতায় সেই সব শব্দ অনিবার্য ভাবে এসেছে। বাংলা কবিতার পাঠক প্রথম দেখলো এই ধরনের লাইন, "হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে" কিংবা "জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা ব্যবহার করে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাথে বসে" কিংবা "শ্বেতাঙ্গ দম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো সময় পোহায়ে যায়।"

'বেলা অবেলা কালবেলা'র শেষ কবিতার কয়েকটি লাইন এই রকম :

"দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহা নীলাকাশ…"

এই লাইনগুলির মধ্যে যে একটা অপার বিস্ময়বোধ আছে, আমার মনে হয় সেটাই জীবনানন্দের কবিতার শেষ কথা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিষয় সূচী

সাতটি তারার তিমির

রচনাকাল : ১৩৩৫-১৩৫০

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৫৫

সূচীপত্র

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি ;
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা ঃ
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূরে থেকে দূরে আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে !
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ ঃ
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস ঃ
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

ঘোড়া

আমরা যাইনি ম'রে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় ঃ
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে ;
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তোরাঁতে,
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

সমারূঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

নিরঙ্কুশ

মালয় সমুদ্র পারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের।
যদিও সমুদ্র আমি পৃথিবীতে দেখে গেছি ঢের :
নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালামপুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি—তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী
সমুদ্রের নীল মরুভূমি কাঁদে সারাদিন।

শাদা শাদা ছোটো ঘর নারকেলক্ষেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরো গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গদম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হ'লো এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে ;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পামগাছ—খোলা মদ—বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

সারাদিন দূরে থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে ঊনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়—উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস ;
নারকেল কুঞ্জবনে শাদা-শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা ক'রে রাখে ;
লাল কাঁকরের পথ—রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে :
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

রিস্টওয়াচ

কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হ'য়ে
আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হ'য়ে আছে দিকে-দিকে।
পাহাড়ের নিচে—তাহাদের কারু-কারু মণিবন্ধে ঘড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে-ধীরে ঘুরাতেছে ;
চাঁদের আলোর নিচে এই সব অদ্ভুত প্রহরী
কিছুক্ষণ কথা কবে ;—
হৃদয়যন্ত্রের যেন প্রীত আকাঙ্ক্ষার মতো ন'ড়ে,
সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে।
জলপাই পল্লবের তলে ঝরা বিন্দু-বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি
দু'-এক মুহূর্ত আরো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত—স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

গোধূলি সন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙা—
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—

চুপে-চুপে ডুবে যায়—জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দ্যাখে ; সোনার বলের মত সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা॥

হরীতকী শাখাদের নীচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস ঃ
নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো ঃ
পুরুষ তাদের ঃ কৃতকর্ম নবীন ;
খোঁপার ভিতরে চুলে ঃ নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোন শব্দ নাই ;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নীচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী ; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই ; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে
ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারী রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব ; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

যেই সব শেয়ালেরা

যেই সব শেয়ালেরা জন্ম-জন্ম শিকারের তরে,
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ ক'রে,—বার হয়—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে ;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেই সব হৃদয়যন্ত্র মানবের মতো আত্মায় ঃ
তাহ'লে তাদের মনে সেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিতো ;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

সপ্তক

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,—জানি না সে এইখানে
শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া ; তারপর একদিন চ'লে গেছে
কোন দূর মেঘে।

অন্ধকার শেষ হ'লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে :
সরোজিনী চ'লে গেল অতদূর ? সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের
মতো পাখা বিনা ?
হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ ? জ্যামিতির
ভূত বলে : আমি তো জানি না।
জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে :
লুপ্ত বেড়ালের মতো ; শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

একটি কবিতা

পৃথিবী প্রবীণ আরো হ'য়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে ;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
এ-প্রাসাদে কারা থাকে ? কেউ নেই—সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মতো জাদুবলে
সে—আগুন জ্ব'লে যায়—দহেনাকো কিছু।
সে আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে আগুন জ্ব'লে যায় দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভীড় হাঁস ওই—একা ;
এখানে পেল না কিছু ; করুণ পাখায়
তাই তারা চ'লে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'লো মুখ দেখা।

২

রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়—আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে ;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে ;
সব কেরোসিন-অগ্নি ম'রে গেছে, জলের ভিতরে আভা দ'হে যায়
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূরে ভূমিকার পর ;
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বুকের 'পরে ছুটে সারাদিন
হ'য়ে গেছে এখন পাথর ;
সে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জ'ন্মে পেয়েছিলো কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে—আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চ'লে গেছে নগরীকে শূন্য ক'রে দিয়ে—
সব কাথ বাথরুমে ফেলে ;
গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুতি বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিতো তবু
একটু মানুষ কাছে পেলে ;
যে-মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, সেই দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটের সৈনিকেরা যে-সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে,
অমায়িক কুট্টিম্বিনী জানে ;
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে
আঘাত করিবে কোনখানে ?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন ব'লে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

অভিভাবিকা

তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত
আর একটি প্রভাতের হয়তো বা অন্যতর বিস্তীর্ণতায়,
মনে হবে
অনেক প্রতীক্ষা মোরা ক'রে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ ক'রে
কোনো এক বিশীর্ণ কাকের অক্ষি-গোলকের সাথে
আঁখি-তারকার সব সমাহার এক দেখে ;
তব লঘু হাস্যে—সন্তানের জন্ম দিয়ে—
তারা আমাদের মতো হবে—সেই কথা জেনে—ভুলে গিয়ে—
লোল হাস্যে জলের তরঙ্গ মোরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের ভিতর,
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব ক'রে গেছি—ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।
অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল।
উন্মোচিত হ'য়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথ-পথান্তরে ;
তবু ওই নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয় ;

হাতে তার তুলাদণ্ড ;
শান্ত—স্থির ;
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নিলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।
যেন তার কাছে জীবনের অভ্যুদয়
মধ্য সমুদ্রের' পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া—ক্রীড়া ;
বেরিলমণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।
স্থির—শুদ্র—নৈসর্গিক কথা বলিবার অবসর।

কবিতা

আমাদের হাড়ে এক নিধূর্ম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে ;
তা না হ'য়ে সকলি হারায়ে যেতো ক্ষমাহীন রক্তের—নিরুদ্দেশে।
হে আকাশ, একদিন ছিলে তুমি প্রভাতের তটিনীর ;
তারপর হ'য়ে গেছ দূর মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের।
ভোরবেলা পাখিদের গানে তাই ভ্রান্তি নেই,
নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকের পতঙ্গের প্রাণে।
বানরী ছাগল নিশে যে—ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে—
আঁজলায় স্থির শান্ত সলিলের অন্ধকারে—
খুঁজে পায় জিজ্ঞাসার মানে।
চামচিকা বার হয় নিরালোকে ওপারের বায়ুসন্তরণে ;
প্রান্তরের অমরতা জেগে ওঠে একরাশ প্রাদেশিক ঘাসের উন্মেষে ;
জীর্ণতম সমাধির ভাঙা ইঁট অসম্ভব পরগাছা ঘেঁষে
সবুজ সোনালিচোখ ঝিঁঝি—দম্পতির ক্ষুধা কার আবিষ্কার।
একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়
যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার।
হে আকাশ, হে আকাশ,
একদিন ছিলে তুমি মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের মতো ;
তারপর হ'য়ে গেছ প্রভাতের নদীটির মতো প্রতিভার।

মনোসরণি

মনে হয় সমাবৃত হ'য়ে আছি কোন এক অন্ধকার ঘরে ;—
দেয়ালের কার্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানে :
এই সব মানুষের নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে ;

পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোষে।

হয়তো চেঙ্গিস আজো বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ-রক্তের অভিযানে।
বহু উপদেশ দিয়ে চ'লে গেলে কনফুশিয়াস—
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইঁট সব ক'রে ফেলে ফাঁস।

বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে—ন'ড়ে চলে ধীরে
সূর্যসাগরতীরে—মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হ'লো রক্তে—উপেক্ষায়;
বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আসে।
সূর্যের সোনালি রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা,
মরুভূর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভিতরে
আমাদের তামাসার প্রগল্‌ভতা হেঁট শিরে মেনে নিয়ে চুপে
তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,
যে সারস-দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে—হয়তো বা
ফেলেছিলো সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে,
যে-বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,
যে বনানী সুর পায়,

আর যারা মানবিক ভিত্তি গ'ড়ে—ভেঙে গেল বার-বার—
হয়তো বা প্রতিভার প্রকম্পনে—ভুল ক'রে—বধ ক'রে—প্রেমে;—
সূর্যের স্ফটিক আলো স্তিমিত হবার আগে সৃষ্টির পারে
সেই সব বীজ আলো জন্ম পায় মৃত্তিকা অঙ্গারে।
পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেই সব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন
সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।

নাবিক

কোথাও তরণী আজ চ'লে গেছে আকাশ-রেখায়—তবে—এই কথা ভেবে
নিদ্রায় অসক্ত হ'তে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রমে আরো—অই—দিকে—সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল—পাম সারি; তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে;
গোধূম-খেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয়:

তবু তার পরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মতো দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়—

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে ;   নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়—চেয়ে দ্যাখে—কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু ?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—দুপুরবেলায় ;
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পেছনে প'ড়ে অমায়িক সংকেতের মতো ;
তারাও সৈকত।   তবু তৃপ্তি নেই।   আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার

প্রয়োজন র'য়ে গেছে—যতদিন স্ফটিক-পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে ; এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন ; ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে—মানব হৃদয়।
উজ্জ্বল সময় ঘড়ি—নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

রাত্রি

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল,
অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে, সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে ;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।

কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে, সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।
নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হ'লো মন;
ধূসর বাতাস খেয়ে একগাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিলো মুখ আচমন।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে;
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।

তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরী মিলে গিয়ে
গোল হ'য়ে বসে গেল তিন মগ চায়ে;
একটি উজির, রাজা, বাকিটি কোটাল,
পরস্পরকে তারা নিলো বাৎলায়ে।

তবু এক ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলে মিশে গেল তারা চার জোড়া কানে।

হাইড্র্যাণ্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার ক'রে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাতে ব'সে ;
মাথা নেড়ে, দুঃখ ক'রে ব'লে গেল : 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ
এমন কি হ'তো জাঁহাবাজ ?
ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র বৌ সকলে নারাজ।'

ব'লে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাঁকচুন্নীকে
এ মেয়েটি হাঁস ছিলো একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার ক'রে দিলো তাকে আরেক গেলাস :
'আমাদের সোনা রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস ?'

এ সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ
লাফায়ে লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায় ;
নদীর জলের পারে ব'সে যেন, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটে
তাহারা গণনা ক'রে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায় ;
চুলের এঁটুলি মেরে গুনে গেল ন্যায় অন্যায় ;
কোথায় ব্যয়িত হয়—কারা করে ব্যয় ;
কী কী দেয়া-থোয়া হয়—কারা কাকে দেয় ;

কী ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে ;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজন ক'রে গেল ভীষণ সালিশী।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে ;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দ্যাখে—যতদিন মুখ দেখা চলে।

হাঁস

নয়টি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে ভোরে
দেখা যায় জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে ;
তিনবার তিন গুনে নয় হয় পৃথিবীর পথে ;
[illegible] তবু নয়জন মায়াবীর মতো জাদুবলে ।

সে-নদীর জল খুব গভীর—গভীর ;
সেইখানে শাদা মেঘ—লঘু মেঘ এসে
দিনমানে কারো নিচে ডুবে গিয়ে তবু
যেতে পারেনাকো কোনো সময়ের শেষে

চারিদিকে উঁচু-উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা ;
অনেক সময় ধ'রে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন হ'য়ে গেছে যে-সময়ে নীলাকাশ ব'লে
সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল

মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে ;
অথবা ঝাঁপির থেকে অমের খইয়ের রক্ত ঝরে ;
সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হ'য়ে যায় সব ;
নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে ।

উন্মেষ

কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে
দাঁড়ায়ে রয়েছে আজো সাবেককালের এক স্তম্ভিত প্রাসাদ ;
দেয়ালে একটি ছবি : বিচারসাপেক্ষ ভাবে নৃসিংহ উঠেছে ;
কোথাও মঙ্গল সংঘটন হ'য়ে যাবে অচিরাৎ ।

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ—অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ ক'রে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চ'ড়ে ।

স্বাক্ষরের অক্ষরের অমের স্তূপের নিচে ব'সে থেকে যুগ
কোথাও সংগতি তবু পায়নাকো তার ;
ভারে কাটে—তথাপিও ধারে কাটে ব'লে
সমস্ত সমস্যা কেটে দেয় তরবার ।

★

চোখের উপরে
রাত্রি ঝরে,
যে দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া ;
অন্ধকার সমুদ্রের তিমির মতন
উদীচীর দিকে ভেসে যাই ;
হনলুলু সাগরের জল,
ম্যানিলা—হাওয়াই,
টাহিটির দ্বীপ,
কাছে এসে দূরে চ'লে যায়—
দূরতর দেশে।
কী এক অশেষ কাজ করেছিলো তিমি ;
সিন্ধুর রাত্রির জল এসে
মৃদু মর্মরিত জলে মিশে গিয়ে তাকে
যেখানে বোর্নিও নেই—ম্লান আলাস্কাকে
ডাকে।
যতদূর যেতে হয়
ততদূর অবাচীর অন্ধকারে গিয়ে
তিমিরশিকারী এক নাবিককে আমি
ফেলেছি হারায়ে ;
তিমিরপিপাসী এক রমণীকে আমি
হারায়ে ফেলেছি ;
কোথায় রয়েছি
জীবন হ'য়ে কবে
ভূমিষ্ঠ হয়েছি।
এই তো জীবন :
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে ;
নিপট আঁধার ;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ।
সাঁব আজো প্রতিশ্রুতি, তাই
দোষ হ'য়ে সব
হ'য়ে গেছে গুণ।

যৌবনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের
রাত্রির যৌবন।

চক্ষুস্থির

ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ,—চিরকাল ;—আমার হৃদয়ে
পৃথিবীর দণ্ডীদের মতো পরিমিত ভাষা নেই।
রাত্রিবেলা বহুক্ষণ মোমের আলোর দিকে চেয়ে,
তারপর ভোরবেলা যদি আমি হাত পেতে দিই
সূর্যের আলোর দিকে,—তবুও আমার সেই একটি ভাবনা
অতীব সহজ ভাষা খুঁজে নিতে গিয়ে
হৃদয়ঙ্গম করে সব আড়ষ্ট, কঠিন দেবতারা
অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে
পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস ;
উত্তেজিত না হ'য়েই অনায়াসে ব'লে যায় তারা :
হেমন্তের ক্ষেতে কবে হলুদ ফসল ফলেছিলো,
অথবা কোথায় কালো হ্রদ ঘিরে ফুটে আছে সবুজ সিঙাড়া।
রক্তাতিপাতের দেশে ব'সেও তাদের সেই প্রাঞ্জলতায়
দেখে যাই সোনালি ফসল হ্রদ, সিঙাড়ার ছবি ;
আমার প্রেমিক সেই জলের কিনারা ঘাসে—দক্ষ প্রজাপতি ;
মানুষ ও ছাগমুণ্ড কেটে তাকে শুদ্ধ ক'রে দিয়ে যাবে অনাগত সবি,
একদিন হয়তো বা ;—আজ সব উত্তমর্ণ দেবতাকে আমার হৃদয়
যে সব পবিত্র মদ দিয়েছিলো—যে সব মদির
আলোর রঙের মতো ম্লান মদ দিয়ে গিয়েছিলো,—
যখনি চুমুক দিই হ'য়ে থাকি চর্মচক্ষুস্থির।

ক্ষেতে প্রান্তরে

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব
অবশেষে একদিন দেখেছে দু'-তিন ধনু দূরে
কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা খেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ন এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লণ্ডনের জন্ম, মৃত্যু হ'লে—

তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেল এমন ব'লে একটি কামিন এইখানে
দেখা দিতে এলো তার কামিনীর কাছে ;
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে প'ড়ে আছে।

২

আবার বিকেলবেলা নিভে যায় নদীর খাড়িতে ;
একটি কৃষক শুধু খেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ ক'রে গেছে ;
শতাব্দী তীক্ষ্ম হ'য়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে।
এ দিকের দিনমান -এ যুগের মতো শেষ হ'য়ে গেছে,
না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

৩

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে ;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিলো খেতে ;
সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।
আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে ;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ ক'রে নিরুৎকীর্ণ মাঠে
প'ড়ে আছে সৎ কি অসৎ।

৪

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হ'য়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোন ত্রাণ ;

বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল ঘরের স্তূপ প'ড়ে আছে দুই—তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয়;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুনে, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোন প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চ'লে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে;
জীবাণুর থেকে আর কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সম্প্রসারণে—
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?
চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টথ্‌ ও সোভিয়েত শ্রুতি প্রতিশ্রুতি
যুগান্তরের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরে প্রাণ
চিনে-চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হ'য়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।

বিভিন্ন কোরাস

১

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;
এ-রকম একদিন মনে হয়েছিলো;
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ;
আমাদের উঁচু-নিচু দেয়ালের ভিতরে খোড়লে
ততোধিক গুনাগার আপনার কাজ
ক'রে যায়; ঘরের ভিতর থেকে খ'সে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদন পরিপাক ক'রে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চ'লে যায়,
রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে
ফিরে আসে;—তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নাই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ

ঢের আগে একদিন ;—গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান
রুয়ে গেছি একদিন ;—অন্য সব জিনিস হারায়ে ;
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
আলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্‌গমন
হারায়েছে—উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি ;—কাজ ক'রে চ'লে গেছি অর্থভোগ ক'রে ;
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি ;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে ক'রে নিয়ে ঢের পাপ ক'রে পাপকথা উচ্চারণ ক'রে,
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা
হারাইনি ; তবুও কোথাও কোন প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে ;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে ;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই পথ নেই ব'লে।
যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি যথাস্থানে
র'য়ে যায়,—শতাব্দীর শেষ হ'লে এ রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে ;—বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে :
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেগোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে :
যতদূর চোখ যায়—অনুভব করি ;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে করে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা,

ভীত মুখশ্রীর সাথে এ-রকম অনন্য বিস্ময়
মিশে আছে; তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিসের মতো;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে;
হয়তো বস্তুর বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত;
হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশি ব'লে
শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের মুখের ভণিতা;
তবুও বক্তৃতা শেষ হ'য়ে যায় বেশি করতালি শুরু হ'লে।
এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত খেতের ফসল
ঝাড়ে-গোছে অপরূপ হ'য়ে উঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।
ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অধিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে—রাত্রে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মতন।
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার, সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়
আক্ষেপে প্রস্তুত হ'য়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্যমামার
নাবিকের লিবিডোকে উদ্বোধিত করে

৩

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত হ'য়ে উঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি;
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়া
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা

পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আঁধারের খাত বেয়ে ;
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে ;
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত পুরুষের হাল ;
কামানের ঊর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে —
মেঘের ফোটার মতো স্বচ্ছ, গড়ানে ;
পুবাতাস কেটে তারা পালকের পাখি তবু ;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে কাঁধের 'পরে, নীলিমার তলে ;
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে ?
রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয় ?
মহাসাগরের জল কখনো কি সংবিজ্ঞতার মতো হয়েছিলো স্থির —
নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিলো তনুবাত নীলিমার নিচে ?
না হ'লে উচ্ছল সিন্ধু মিছে ?
তবুও মিথ্যা নয় : সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত গুণে অন্ধ হ'য়ে, পরে আলোকিত হ'য়ে গেলে।

স্বভাব

যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিলো একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হ'লে,
তবুও একটি নদী দেখা যেতো শুধু তারপর ;
কেবল একটি নারী কুয়াশা ফুরোলে
নদীর রেখার পার লক্ষ্য ক'রে চলে ;
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
মানুষের শরীরের স্থিরতর মর্যাদার মতো
তার সেই মূর্তি এসে পড়ে।
সূর্যের সম্পূর্ণ বড় বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিস
এতদিন পরে সেইসব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ
তাহ'লে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়

দু একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে ;
যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ
আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে—
তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে'
এ-রকম দু-চারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হ'য়ে গেছে একদিন সাধারণভাবে।

প্রতীতি

বাতাবীলেবুর পাতা উড়ে যায় হাওয়ায়—প্রান্তরে,—
সার্সিতে ধীরে-ধীরে জলতরঙ্গের শব্দ বাজে ;
একমুঠো উড়ন্ত ধুলোয় আজ সময়ের আস্ফোট রয়েছে ;
না হ'লে কিছুই নেই লবেজান জড়ায়ে জাহাজে।
বাইরে রৌদ্রের ঋতু বছরের মতো আজ ফুরায়ে গিয়েছে ;
হোক না তা ; প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে অতীব প্রবীন ;
হিসেবে বিষণ্ন সত্য র'য়ে গেছে তার ;
এবং নির্মল ভিটামিন।
সময় উচ্ছিন্ন হ'য়ে কেটে গেলে আমাদের পুরোনো গ্রহের
জীবনস্পন্দন তার রূপ নিতে দেরি ক'রে ফেলে,
জেনে নিয়ে যে যাহার স্বজনের কাজ করে না কি—
পরার্থের কথা ভেবে ভালো লেগে গেলে।
মানুষেরি ভয়াবহ স্বাভাবিকতার সুর পৃথিবী ঘুরায় ;
মাটির তরঙ্গ তার দু'-পায়ের নিচে
অধোমুখে ব'সে যায় ;—চারিদিকে কামাতুর ব্যক্তিরা বলে ঃ
এ রকম রিপু চরিতার্থ ক'রে বেঁচে থাকা মিছে।
কোথাও নবীন আশা র'য়ে গেছে ভেবে
নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান,—
কোনো এক তনুবাত শিখরের প্রশান্তির পথে
মানুষের ভবিষ্যৎ নেই—এই জ্ঞান
পেয়ে গেছে ;—চারিদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নেশন প'ড়ে আছে ;
সময় কাটায়ে গেছে মোহ ঘোচাবার
আশা নিয়ে মঞ্জুভাষা ডোরিয়ান গ্রীস,
চীনের দেয়াল, পীঠ, পেপিরাস কারারা-পেপার।
তাহারা মরেনি তবু ;—ফেনশীর্ষ সাগরের ডুবুরির মতো
চোখ বুজে অন্ধকার থেকে কথা-কাহিনীর দেশে উঠে আসে ;

যত যুগ কেটে যায় চেয়ে দেখে সাগরের নীল মরুভূমি
মিশে আছে নীলিমার সীমাহীন ভ্রান্তিবিকাসে।
ক্ষতবিক্ষত জীব মর্মস্পর্শে এলে গেলে—তবুও হেঁয়ালি ;
অবশেষে মানবের স্বাভাবিক সূর্যালোকে গিয়ে
উত্তীর্ণ হয়েছে ভেবে—উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।
'তেতাল্লিশ' পঞ্চাশের দিগন্তরে পড়েছে বিছিয়ে।
মাটির নিঃশেষ সত্য দিয়ে গড়া হয়েছিলো মানুষের শরীরের ধুলো ::
তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হ'তে চায় সৎ ;
ভাষা তার জ্ঞান চায়, জ্ঞান তার প্রেম,—ঢের সমুদ্রের বালি
পাতালের কালি ঝেড়ে হ'য়ে পড়ে বিষণ্ণ, মহৎ।

জাষিত

আমার এ-জীবনের ভোরবেলা থেকে—
সে-সব ভূখণ্ড ছিলো চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার ;
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু-জনার মতো দাঁড়াবার

তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই।
একদিন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে পথ ধ'রে
ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই

দেখা গেল পথ আছে, ভোরবেলা ছড়ায়ে'রয়েছে,
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বার-বার আমাকে চেনায় ;
আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক।

পরিচয় নেই তার,—পরিচিত হয় না কখনো ;
রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে
মনে হয় সুচেতনা, তোমারো হৃদয়ে
ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে।

সময়ের নিরুৎসুক জিনিসের মতো—
আমার নিকট থেকে আজো বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়ায়ে
ডান পথ খুলে দিলে ব'লে মনে হ'লো,
যখন প্রচুরভাবে চ'লে গেছি বাঁয়ে

এ রকম কেন হ'য়ে গেল সব
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে

একবার নির্দেশের ভুল হ'য়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে ?

সমস্ত সকালবেলা এই কথা ভেবে পথ চ'লে
যখন পথের রেখা নগরীতে—দুপুরের শেষে
আমাকে উঠায়ে দিয়ে মৈথুনকালের সব সাপেদের মতো
মিশে গেল পরস্পরের কায়ক্লেশে,

তাকাতেই উঁচুনিচু দেয়ালের অন্তরঙ্গ দেশ দেখা গেল ;
কারু তরে সর্বদাই ভীত হ'য়ে আছে এক তিল :—
এ-রকম মনে হ'লো বিদ্যুতের মতন সহসা ;
সাগর—সগর সে কি—অথবা কপিল ?

এ রকম অনুভব আমাকে ধারণ ক'রে চুপে
স্থির ক'রে রেখে গেল পথের কিনারে ;
আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হ'লো ;
আকাশকুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে।

তবুও পৃথিবী নিজে অভিভূত ব'লে
ইহাদেরো নেই কোনো ত্রাণ ;
সর্বদা মহৎ হ'তে চেয়ে সুবিধা হতেছে ;
সর্বদা সুবিধা হ'তে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।

বিতর্ক আমার মতো মানুষের তরে নয় তবু ;
আবেগ কি ক্রমেই আরেক তিল বিশোধিত হয় ?
নিষ্পন্ন ভীষণ লিপি লিখে দিলো সূর্যদেবীকে ;
সৌরকরময়চীন, রুশের হৃদয়।

স্থির তীরে

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে নিভে যায়—তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে ;
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে।
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে ;
সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর ;
বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ-ব্যাপারে ;
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওংকার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়

এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময় !
যুগে যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয় ।
কুইসলিং বানানো কি নিজ নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ'য়ে গেল লাল :
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল ;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি ।
এ কেমন পরিবেশে র'য়ে গেছি সবে—
বাক্‌পতি জন্ম নিয়েছিলো যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিলো স্বাভাবিক ভাবে পথ দিয়ে,
কী ক'রে তাহ'লে তারা এ রকম ফিচেল পাতালে
হৃদয়ের জন পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে ?
অথবা যে সব লোক নিজের সুনাম ভালোবেসে
দুয়ার ও পরচুলা না এঁটে জানে না কোনো লীলা,
অথবা যে সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিলো : আপিলা-চাপিলা
—রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেডবাস্কেট খেলো শেষে ;
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত শত্রুর খোঁজে
সাত-পাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে ;
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে ;
অসৎপাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিলো ব'লে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হ'য়ে ওঠে কী যে উচাটন !
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন ;
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে ।
ঘরের ভিতরে কেউ খোয়ারি ভাঙছে ব'লে কপাটের জং
নিরস্ত হয় না তার নিজের ক্ষয়ের ব্যবসারে,
আগাগোড়া গৃহকেই চৌচির করেছে বরং ;
অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে
ক্রমে অধিক ফিকে হ'য়ে আসে ; নানারূপে জ্যামিতিক টানের ভিতরে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে ;
অথবা তা ছায়া নয়—জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের 'পরে ।
আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি ;
গর্গ্যার ছবির মতো—তবু গর্গ্যার চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে কচিৎ ফুটেছে টায়ে-টায়ে ;
নিভে যায়—জ্ব'লে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে ।

স্বাতিহারা শুকহারা সূর্যের ইস্কুল খুলে ।
সে-মানুষ নরক বা মর্ত্যে বহাল
হ'তে গিয়ে বৃষ মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল ।
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে ।

দুই

সান্টাক্রুজ থেকে নেমে অপরাহ্নে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে
কিছুটা সুস্থতা ভিক্ষা করেছিলো সূর্যের নিকটে থেমে সোমেন পালিত ;
বাংলার থেকে এত দূরে এসে—সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে ,
প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে পশ্চিমের সমুদ্রের তীরে
ভেবেছিলো বালির উপর দিয়ে সাগরের লঘুচোখ কাঁকড়ার মতন শরীরে
ধবল বাতাস খাবে সারাদিন ; যেইখানে দিন গিয়ে বৎসরে গড়ায়—
বছর আয়ুর দিকে—নিকেল-ঘড়ির থেকে সূর্যের ঘড়ির কিনারায়
মিশে যায় । সেখানে শরীর তার নকটার্ন-রক্তিম রৌদ্রের আড়ালে
অরেঞ্জস্কোয়াশ খাবে হয়তো বা, বোম্বায়ের 'টাইমস্'টাকে
বাতাসের বেলুনে উড়িয়ে,
বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসন্ন অরুণিমা ঢেলে,
রাত্রির হাওয়ায় লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদ্বুদ্‌দের । পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশ্চর্য সংগত
দেখা দিলো ; ঢেউ নয়, বালি নয়, বাণী নয়, উনপঞ্চাশ বায়ু, সূর্য নয় কিছু—
সেই কলরোলে তিন চার ধনু দূরে-দূরে এয়োরোড্রোমের কলরব
লক্ষ্য পেলো অচিরেই—কৌতূহলে হৃষ্ট সব সুর
দাঁড়ালো তাহাকে ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর ;
সকলেই ঝিঁক চোখে—কাঁধের উপরে মাথা-পিছু
কোথাও দ্বিরুক্তি নেই মাথা ব্যথার কথা ভেবে ।
নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে বল্লমের চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে ক'রে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই সকলকে সম্বোধন ক'রে !
কখন সে বাজেট মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো ;
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদুইন, সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি—সান্টাক্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর ? যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে
দু'টো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার ক'রে তবু ঘরে

ব'সে আছে ; মন্ত্রী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোন থেকে চেয়ে এসে

দেখে গেল মহিলারা মর্মরের স্বচ্ছ কৌতূহলভরে,
অবায় শিল্পীরা সব : মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।

সোনালি সিংহের গল্প

আমাদের পরিজন নিজেদের চিনেছিলো না কি ?
এই সেই সংকল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
নির্দোষ আমোদের সাঙ্গ ক'রে ফেলে চায়ের ভিতরে ;
চায়ের অসংখ্য ক্যান্টিন।
আমাদের উত্তমর্ণদের কাছে প্রতিজ্ঞার শর্ত চেয়ে তবু
তাহাদের খুঁজে পাই ছিমছাম,—কনুয়ের ভরে
ব'সে আছে প্রদেশের দূরে বিসারিত সব ক্ষমতার লোভে।
কোথায় প্রেমিক তুমি ; দীপ্তির ভিতরে।
কোথাও সময় নেই আমাদের ঘড়ির আধারে।
আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হ'য়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মতো বিচক্ষণ,
যে-কোনো রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে ;
যে-কোনো ত্বরান্বিত উৎসাহের তরে ;
পৃথিবীর বারগৃহ ধ'রে কারা উঠে যেতে চায়।
নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমাদের ক্ষেতে-ভুঁয়ে অবিরাম হতমান সোনা
ফ'লে আছে ব'লে মনে হয় ;
আমাদের হৃদয়ের সাথে
সে-সব ধানের আন্তরিক পরিচয়
নেই ; তবু এই সব ফসলের দেশে
সূর্য নিরন্তর হিরন্ময় ;
আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিউনিসিপ্যালদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,
আমাদের জরাজীর্ণ ডাক্তারের মুখ,
আমাদের উকিলের অনুপ্রাণনাকে,
আমাদের গড়পরতার সব পড়তি কৌতুক
তাহারা বেহাত ক'রে ফেলে সব।
রাজপথে থেকে-থেকে মূঢ় নিঃশব্দতা

বেড়ে ওঠে ;—অকারণে এর-ওর মৃত্যু হ'য়ে গেলে—
অনুভব ক'রে তবু বলবার মতো কোনো কথা
নেই। বিকেলে গা ঘেঁসে সব নিরুত্তেজ সরজমিনে ব'সে
বেহেস্ত আত্মার মতো সূর্যাস্তের পানে
চেয়ে থেকে নিভে যায় এক পৃথিবীর
প্রক্ষিপ্ত রাত্রির লোকসানে।
তবুও ভোরের বেলা বার-বার ইতিহাসে সঞ্চারিত হ'য়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হ'য়ে,—
যদি না সূর্যাস্তে ফের হ'য়ে যায় সোনালি চেঁরালি।

জন্মসূর্যের গান

কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময়
আমাদের ডাকে।
পিছে-পিছে ঢের লোক আসে।
আমরা সবার সাথে ভিড়ে চাপা প'ড়ে—তবু—
বেঁচে নিতে গিয়ে
জেনে বা না-জেনে ঢের জনতাকে পিষে—ভিড় ক'রে,
করুণার ছোটো বড়ো উপকণ্ঠে—সাহসিক নগর বন্দরে
সর্বদাই কোনো এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চলেছি।
সে-সমুদ্র—
জীবন বা মরণের ;
হয়তো বা আশার দহনে উদ্বেল।
যারা বড়ো, মহীয়ান—কোনো এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হ'য়ে চ'লে গেছে ;
একদিন নচিকেতা ব'লে মনে হ'তো তাহাদের ;
একদিন আত্তিলার মতো তবু ;
আজ তারা জনতার মতো।
জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলা স্থির ক'রে দিতে গিয়ে তবু
সময়ের অনিবার উদ্ভাবনা এসে
যে-সব শিশুকে যুবা—প্রবীণ করেছে তারপর,
তাদের চোখের আলো
অনাদির উত্তরাধিকার থেকে, নিরবচ্ছিন্ন কাজ ক'রে
তাদের প্রায়ান্ধ চোখে আজ রাতে লেন্‌স,

চেয়ে দেখে চারিদিকে অগণন মৃতদের চক্ষের ফস্‌ফোরেসেন্‌স্‌
তাদের সম্মুখে আলো
দীনাত্মা তারার
জোৎস্নার মতন।
জীবনের শুভ অর্থ ভালো ক'রে জীবনধারণ
অনুভব ক'রে তবু তাহাদের কেউ-কেউ আজ রাতে যদি
এই জীবনের সব নিঃশেষ সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে মনে ভেবে—
স্মরণীয় অনেক কথা ব'লে,
তাহ'লে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ?
আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমিরবিদারী অনুসূর্যের কাজ।

তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু'-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু-
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ

চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্যে ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূরে নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে ;
ওরা সব ওই পথে—তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই—তবু এই জের টেনে খেলি ;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি ;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে অন্ধকারে
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।
তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

বিস্ময়

কোথাও নতুন দিন র'য়ে গেছে না কি।
উঠে ব'সে সকলের সাথে কথা ব'লে
সমিতির কোলাহলে মিশে
তবুও হিসেব দিতে হয় এসে কোনো এক স্থানে ;
—সেখানে উটের পিঠে স্বার্থবাহ দিগন্তরে মিলিয়ে গিয়েছে ;
সাইরেনের কথা স্থির,
আর শেষ সাগরে জাহাজডুবি জীবনে মিটেছে,
বন্দরের অধিকারীদের হাল, কৃচ্ছ্র, আলোড়ন,
মানুষের মরণের ভয়ের ক্ষয়ের জন্যে মানুষের সর্বস্বসাধন
হ'তে চায়,—হয়তো বা হ'য়ে গেছে সার্বজনীন কল্যাণ।
জানি এ-রকম দিন আজো আসেনিকো।
এ-রকম যুগ ঢের—হয়তো বা আরো ঢের দূরের জিনিস।

আজ, এই ভূমিকায় মুহূর্তের বিস্মৃতির, স্মৃতির ভিতরে
সারাদিন সকলের সাথে ব্যবহৃত হ'য়ে চলি,
জিতে হেরে লুকায়ে সন্ধান ভুলে, নিরুদ্দিষ্ট ভয়
খামিরের মতো এসে আমাদের সবের হৃদয়
অধিকার ক'রে রাখে।

চারিদিকে সরবরাহের সুর সারাদিনমান
কী চাহিদা কাদের মেটায়।
মানুষের জন্য মানুষের সব সম্ভ্রমের ভাষা, ভাঙাগড়া, ভালোবাসা
এতদিন পরে এই অন্ধ পরিণতির মতন
হ'য়ে গিয়ে তবুও কঠিন ক্রান্তি না কি ?
কোলাহলে ভিড়ে গেছে জনসাধারণ ;
জীবনের রক্তের বিনিময়ে ফাঁকি
প্রাণ ভ'রে তুলে নিয়ে পরস্পরের দাবি হিংসা প্রেম ঊর্ণকঙ্কালে নিভে গিয়ে
তবুও যে যার নিজ অন্ধ কাঠামোর কাছে ঠেকে—অহরহ—
সময়ের অনাবিষ্কৃত অন্তরীপ।

মনে হয় কোনো এক সমুদ্রের মাইলের—মাইলের দূরে দিগন্তর
উদ্বেল, নিরপরাধভাবে
জীবনের মতো নীল হ'য়ে, তবু—মৃত্যুর মতন প্রভাবে।
অন্ধকার ঝড় থেকে অনেক অগণন মেরুপাহাড়ের পাখি
সে তার নিজের বুকে টেনে নিয়ে—
ওই পারে নব বসন্তের দেশে খুলে দিতে চেয়েছিলো না কি ?
সনাতন সত্যে অন্ধ হ'য়ে—তবু মিথ্যার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে
পাখিদের ডেকে নিয়ে উড়ায়ে দিতেছে ;
মৃত্তিকার মর্মে ম্লান অম্লান উপকূলে হয়তো বা—
আর একবার তবু ওড়াবার মতো ;
মরণ বা প্রলোভন উপচারে—জীবনের নির্দেশবশত।

সৌরকরোজ্জ্বল

পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু ক'রে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ ;
যে-কোনো পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে
তাদের সমাজ।
তবুও তাদের ধারা—ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব—

কিংবা এ-সব থেকে আসন্ন বিপ্লব
ঘনায়ে—ফসল ফলায়ে—তবু যুগে-যুগে উড়ায়ে গিয়েছে শরপাল।
কাল তবু—হয়তো আগামী কাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে; তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গড়ে ভেঙে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

সূর্যতামসী

কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর;
কোথাও ভোরের বেলা র'য়ে গেছে— তবে।
অগণন মানুষের মৃত্যু হ'লে—অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে;
এ কোন্ সিন্ধুর সুর:
মরণের—জীবনের?
এ কি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।
একটি রাত্রির ব্যথা স'য়ে—
সময় কি অবশেষে এ-রকম ভোরবেলা হ'য়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে ক'রে জেগে ওঠে?
কোথাও ডানার শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর—
দক্ষিণের দিকে,
উত্তরের দিকে,
পশ্চিমের পানে।

সৃজনের ভয়াবহ মানে;
তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধু-পাখিদের শব্দ শুনি;
ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রি-করোজ্জ্বল
ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ—তুমি?
সার্থবাহ, সার্থবাহ, ওই দিকে নীল
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি!
বিলীন হয় না মায়ামৃগ—নিত্য দিকদর্শিন;

অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে—যা শেখেনি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্ব'লে
জাগে না কি হে জীবন—হে সাগর—
শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে।

রাত্রির কোরাস

এখন সে কত রাত ;
এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগরীর গুঞ্জরণ হ'তে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।
পরস্পরের পাশে নগরীর ঘ্রাণের মতন
নগরী ছড়ায়ে আছে।
কোন ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকা।
নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেয়সীর মতো হ'তে গিয়ে
নটীরও মতন তবু নয় ;—
প্রেম নেই—প্রেমবাসনারও দিন শেষ হ'য়ে গেছে ;
একটি অমের সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে ;
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস র'য়ে গেছে ;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
র'য়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত বনভয়,—
মানবিকদের ক্লান্ত সাঁকো ;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসেনাকো।
সূর্য অনেক দিন জ্ব'লে গেছে মিশরের মতো নীলিমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুরুবর্ষের আকাশে।
তারপর ঢের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হ'তে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্যামী যাত্রীদের মতো
জীবনের মানে বা'র ক'রে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হ'য়ে আরো চেতনার ব্যথায় চলেছে।

মাঝে-মাঝে থেমে চেয়ে দেখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রয়াণ
হ'লো তাই মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে-নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।
হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবলি ভেঙে যায়
সুপ্রিন্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ ;
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা ;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা ;
ইয়াঙ্কীর লেন-দেন ডলারে প্রতায় ;—
এই সব মৃত হাত তবে
নব-নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি ?—
ভেবে কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই—নেই ;—
অগণন তাপী সাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই—কোথাও দিশা নেই—জেনে
তবু রাত্রিকল্লোলোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

সাবিত্রী

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ;
এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায় ;
মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হ'তে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেছে।
মৃত্তিকার ওই দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতিভা ;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক ;
কিছু নেই—তবুও অপেক্ষাতুর ;
হৃদয়স্পন্দন আছে—তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর ;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায় ;
কী যে চায়।

যেন কেউ দেখেছিলো খণ্ডাকাশ যতবার পরিপূর্ণ নীলিমা হয়েছে,
যতবার রাত্রির আকাশ ঘিরে স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে,
আর তাহাদের মতো নরনারী যতবার
তেমন জীবন চেয়েছিলো,
যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,
নদীর ও নগরীর
মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত
নিরুপম সূর্যালোক জ্ব'লে গেছে—তার
ঋণ শোধ ক'রে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার।
মানবের অভিজ্ঞতা এ-রকম।
অভিজ্ঞতা বেশী ভালো হ'লে তবু ভয়
পেতে হ'তো?
মৃত্যু তবে ব্যসনের মতো মনে হ'তো?
এখন ব্যসন কিছু নেই।
সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির
সমুদ্রের যাত্রীর মতন
ভালো-ভালো নাবিক ও জাহাজের দিগন্তর খুঁজে
পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূর মতো
পরস্পরকে বলে, 'হে নাবিক, হে নাবিক তুমি—
সমুদ্র এমন সাধু, নীল হ'য়ে—তবুও মহান মরুভূমি,
আমরাও কেউ নই—'
তাহাদের শ্রেণী যোনি ঋণ রক্ত রিরংসা ও ফাঁকি
উঁচু-নিচু নরনারী নিক্তিনিরপেক্ষ হ'য়ে আজ
মানবের সমাজের মতন একাকী
নিবিড় নাবিক হ'লে ভালো হয়;
হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি।

সময়ের কাছে

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
সেই সব একদিন হয়তো বা কোনো এক সমুদ্রের ধারে
আজকের পরিচিত কোনো নীল আভার পাহাড়ে
অন্ধকারে হাড়কঙ্করের মতো শুয়ে
নিজের আয়ুর দিন তবুও গণনা ক'রে যায় চিরদিন;
নীলিমার থেকে ঢের দূরে স'রে গিয়ে,

সূর্যের আলোক থেকে অন্তর্হিত হ'য়ে ঃ
পেপিরাসে—সেদিন প্রিন্টিং প্রেসে কিছু নেই আর ;
প্রাচীন চীনের শেষে নবতম শতাব্দীর চীন
সেদিন হারিয়ে গেছে।

আজকে মানুষ আমি তবুও তো—সৃষ্টির হৃদয়ে
হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল ;
আর এই মানবের আগামী কঙ্কাল ;
আর নব—
নব-নব মানবের তরে
কেবলই অপেক্ষাতুর হ'য়ে পথ চিনে নেওয়া—
চিনে নিতে চাওয়া ;
আর সে-চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা ;
(কেন এই ক্ষুধা—
কেনই বা সমাপ্তিহীন !)
যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,
যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল ;
আমি এই সব।
সময়ের সমুদ্রের পারে
কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে
সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন
দুইটি ছড়ানো ডানা বুকে নিয়ে কেউ
কোথাও উজ্জ্বল প্রাণশিখা
জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে—ভাবে
ভেবে নিক—যৌবনের জীবন্ত প্রতীক ঃ তার জয় !
প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হ'য়ে কোন্ আলোকের পাখিকে দেখেছে ?
জয়, তার জয়, যুগে-যুগে তার জয় !
ডোডো পাখি নয়।

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী

হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই ;

কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই ॥
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলই গতির গুণগান গেয়ে— সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ-উৎসবে ;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন ?
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয় ।

লোকসামান্য

অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিলো তারা
জীবনের সাগরে-সাগরে :
বঙ্গোপসাগরে,
চীনের সমুদ্রে—দ্বীপপুঞ্জের সাগরে ।
নিজের মৎসর নিয়ে নিশানের 'পরে সূর্য এঁকে
চোখ মেলেছিলো তারা নীলিমার সূর্যের দিকে ।
তারা সব আজ রাতে বিলোড়িত জাহাজের খোল
সাগরকীটের মৃত শরীরের আলেয়ার মতো
সময়ের দোলা খেয়ে নড়ে ;
'এশিয়া কি এশিয়াবাসীর
কোপ্রস্পেরিটির
সূর্যদেবীর নিজ প্রতীতির তরে ?'
ব'লে সে পুরানো যুগ শেষ হ'য়ে যায় ।
কোথাও নতুন দিন আসে ;
কে জানে সেখানে সৎ নবীনতা র'য়ে গেছে কিনা ;
সূর্যের চেয়েও বেশী বালির উত্তাপে
বহুকাল কেটে গেছে বহুতর জোগানের পাপে ।
এ-রকম ইতিহাসে উৎস রক্ত হ'য়ে
এই নব উত্তরাধিকারে
স্বর্গীভ না হোক—তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি ?

ভাবনা ব্যাহত হ'য়ে বেড়ে যায়—স্থির হয় না কি ?
হে সাগর সময়ের,
হে মানুষ,—সময়ের সাগরের নিরঞ্জন-ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী
হ'লেও সে হ'তো, তবু পৃথিবীর বড়ো রৌদ্রে—
আরো প্রিয়তর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় ক'রে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।

জন্মান্তিকে

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
আজোও এই পৃথিবীতে র'য়ে গেছ।
কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরে।
পাখি নেই।
মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল ব'লে
আজ তার মানবকে কী ক'রে চেনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হ'য়ে মৃত হ'য়ে স্তব্ধ হয় ;
এ ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।
যে-মানুষ—যেই দেশ টিঁকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়—রাজ্য গড়ে—সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবীতে তাই সাম্রাজ্য কেবলি ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়
গ'ড়ে ওঠে।
এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হ'লে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চ'লে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়।
সকলের তরে নয়।

পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে ;
ঝ'রে পড়ে।
এই সব ক্ষিয়মান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যস্ত হ'তে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনাকীর্ণকে
চোখে থেকে যায়
আরো-এক আভা :
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
হ'য়ে তুমি র'য়ে গেছ।

তোমার মাথার চুলে কেবলই রাতের মতো চুল
তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুলে
রাতের মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে
ধ'রে আছে।
তোমার হৃদয়ে গায়ে আমাদের জনমানবিক
রাত্রি নেই। আমাদের প্রাণে এক তিল
বেশি রাত্রির মতো আমাদের মানবজীবন
প্রচারিত হ'য়ে গেছে ব'লে—
নারি,
সেই এক তিল কম।
আর্ত রাত্রি তুমি।

শুধু অন্তহীন ঢল, মানব-খচিত সাঁকো, শুধু অমানব নদীদের
অপর নারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে ;
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
র'য়ে গেছে।
নিজের নুড়ির 'পরে সারাদিন নদী
সূর্যের—সুরের বীথি, তবু
নিমেষে উপল নেই—জলও কোন্ অতীতে মরেছে ;
তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী ;
জানি আমি জানি আদি নারী শরীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি ;

সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়
বসুধের বনে মনে অপার রক্তের ঢলে শোণিমারে জলে
অশনী না হয়ে তবু স্মরণীয় অনন্ত উপলে
পীড়াকে পীড়ন ক'রে কোথায় নভের দিকে চলে।

মকরসংক্রান্তির রাতে

(আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন)
কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরো বড় বিষয়ের হাতে
সে-সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কী এক গভীর সুসময় !
মকর'ক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন :
—তবুও তা পৃথিবীর নয় ;
এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

শতাব্দীর যে-কোনো নটীর ঘরে
নীলিমার থেকে কিছু নিচে
বিশুদ্ধ মুহূর্তে তার মানুষীর ঘুমের মতন ;
ঘুম ভাঙে,—মানুষ সে নিজে
ঘুমোবার মতন হৃদয়
হারিয়ে ফেলেছে তবু।
অবরুদ্ধ নগরী কি ? বিচূর্ণ কি ? বিজয়ী কি ? এখন সময়
অনেক বিচিত্র রাত মানুষের ইতিহাসে শেষ ক'রে তবু
রাতের স্বাদের মতো সপ্রতিভ ব'লে মনে হয়।
মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়, প্রেম, বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা ছিলো মনে পড়ে।

মকর'ক্রান্তির রাতে গভীর বাতাস।
আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র নিজ মুখ চেনাবার
মতন একান্ত ব্যাপ্ত আকাশকে পেয়ে গেছে আজ।

তেমনই জীবনপথে চ'লে যেতে হ'লে তবে আর
দ্বিধা নেই ;—পৃথিবী ভঙ্গুর হ'য়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায় ;
পৃথিবী প্রতিভা হ'য়ে আকারে মতো এক শুভ্রতার নেমে
নিজেকে মেলাতে গিয়ে বেবিলন লণ্ডন
দিল্লি কলকাতার নক্টার্নে
অভিভূত হ'য়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হ'য়ে যাবে না কি !—
সূর্যে আরো নব সূর্যে দীপ্ত হ'য়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।

উত্তরপ্রবেশ

পুরোনো সময় সুর ঢের কেটে গেল।
যদি বলা যেতো :
সমুদ্রের পারে কেটে গেছে,
সোনার বলের মতো সূর্য ছিলো পূবের আকাশে—
সেই পটভূমিকায় ঢের
ফেনশীর্ষ ঢেউ,
উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখি।
পুরোনো বছর দেশ ঢের কেটে গেল
রোদের ভিতরে ঘাসে শুয়ে ;
পুকুরের জল থেকে কিশোরের মতো তৃপ্ত হাতে
ঠাণ্ডা পানিফল, জল ছিঁড়ে নিতে গিয়ে ;
চোখের পলকে তবু যুবকের মতো
মৃগনাভিঘন বড়ো নগরের পথে
কোনো এক সূর্যের জগতে
চোখের নিমেষ পড়েছিলো।

সেইখানে সূর্য তবু অস্ত যায়
পুনরুদয়ের ভোরে আসে
মানুষের হৃদয়ের অগোচর
গম্বুজের উপরে আকাশে।
এ ছাড়া দিনের কোনো সুর
নেই ;
বসন্তের অন্য সাড়া নেই।
প্লেন আছে :
অগণন প্লেন

অগণ্য এরোরোড্রোম
র'য়ে গেছে ।
চারিদিকে উঁচু-নিচু অন্তহীন নীড়—
হ'লেও বা হ'য়ে যেতো পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর ;

সেইখানে ক্লান্তি তবু –
ক্লান্তি—ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময় ;
সেইখানে মৃত্যু তবু ;
এই শুধু—
এই ;
চাঁদ আসে একলাটি ;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে ;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায় ;
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে
আপামর মানুষের হৃদয়ের অগোচর
রক্ত হেডলাইনের—রক্তের উপরে আকাশে ।
এ ছাড়া পাখির কোনো সুর—
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই ।

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হ'য়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার লোকে ;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময় ।

দীপ্তি

তোমার নিকট থেকে
যত দূরে দেশে

আমি চ'লে যাই
তত ভালো।
সময় কেবলি নিজ নিয়মের মতো ;—তবু কেউ
সময় স্রোতের 'পরে সাঁকো
বেঁধে নিতে চায় ;
ভেঙ্গে যায় ;
যত ভাঙে তত ভালো।
যত স্রোত ব'য়ে যায়
সময়ের
সময়ের মতন নদীর
জলসিঁড়ি, নীপার, ওডার, রাইন, রেবা, কাবেরীর
তুমি তত ব'য়ে যাও,
আমি তত ব'য়ে চলি,
তবুও কেহই কারু নয়।
আমার জীবন তবু।
তোমার জীবন নিয়ে তুমি
সূর্যের রশ্মির মতো অগনন চুলে
রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙে
খরতর নদী হ'য়ে গেলে
হ'য়ে যেতে।
তবুও মানুষী হ'য়ে
পুরুষের সন্ধান পেয়েছো ;
পুরুষের চেয়ে বড়ো জীবনের হয়তো বা।

আমিও জীবন তবু ;—
ক্বচিৎ তোমার কথা ভেবে
তোমার সে-শরীরের থেকে ঢের দূরে চ'লে গিয়ে
কোথাও বিকেলবেলা নগরীর উৎসারণে উচল সিঁড়ির
উপরে রৌদ্রের রঙ জ্ব'লে ওঠে—দেখে
বুদ্ধের চেয়েও আরো দীন সুষমায় সুজাতার
মৃত বৎসকে বাঁচায়েছে
কেউ যেন ;
মনে হয়,
দেখা যায়।

কেউ নেই—স্তব্ধতায় ;—তবুও হৃদয়ে দীপ্তি আছে।

দিন শেষ হয়নি এখনো।
জীবনের দিন—কাজ—
শেষ হ'তে আজো ঢের দেরি।
অন্ন নেই। স্বর্ণবিহীনভাবে আজ
মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।
রক্তের সমুদ্র চারিদিকে;
কলকাতা থেকে দূরে
গ্রীসের অলিভ-বন
অন্ধকার।
অগণন লোক ম'রে যায়;
এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয়;—
সেই মৃত্যু বাসনের মতো মনে হয়।

এ ছাড়া কোথাও কোনো পাখি
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই;
তবু এক দীপ্তি র'য়ে গেছে।

সূর্যপ্রতিম

আমরণ কেবলি বিপন্ন হ'য়ে চ'লে
তারপর যে বিপদ আসে
জানি
হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস;
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।
বালুচরে নদীটির জল ঝরে,
খেলে যায় সূর্যের ঝিলিক,
মাছরাঙা ঝিক্‌মিক্ ক'রে উড়ে যায়;
মৃত্যু আর করুণার দু'টো তরোয়াল আড়াআড়ি
প'ড়ে ভেঙে নিতে চায় এই সব সাঁকো ঘর বাড়ি;
নিজেদের নিশিত আকাশ ঘিরে থাকে।

এ-রকম হয়েছে অনেক দিন—রৌদ্রে বাতাসে
যারা সব দেখেছিলো—
যারা ভালোবেসেছিলো এই সব—তারা
সময়ের সুবিধায় নিলামে বিকিয়ে গেছে আজ।
তারা নেই।
এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হ'য়ে প্রতিভাত হ'য়ে উঠি।

নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে ?
হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
কোথাও সূর্যের ভোর র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।
মরণকে নয় শুধু—
মরণসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হ'য়ে
যা-কিছু দেখার আছে
আমরাও দেখে দেখি ;
ভুলে গেছি, স্মরণে রেখেছি।
পৃথিবীর বালি রক্ত কালিমার কাছে তারপর
আমরা খারিজ হ'য়ে দো'টানার
অন্ধকারে তবুও তো
চক্ষুস্থির রেখে
গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ ;
প্রেমিকাকে দেখায়েছি ফাঁকির কৌশল।
শেখাইনি ?

শতাব্দী আবেগে অস্তে চ'লে যায় ঃ
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ ক'রে যাবে
স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ।
তবে এই অংকিতে কোনখানে জীবনের আশ্বাস রয়েছে।

আমরা অপেক্ষাতুর ;
চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় জোগান দিয়ে ভেসে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।

পিছনের ঢেউগুলো প্রতারণা ক'রে ভেসে গেছে ;
সামনের অভিভূত অশ্রুহীন সমুদ্রের মতন এসেছে ;
লবণাক্ত পালকের ডানায় কাতর
ঝাপ্টার মতো ভেঙে বিশ্বাসহন্তার মতন কেউ
সমুদ্রের অন্ধকার পথে প'ড়ে আছে।

মৃত্যু আজীবন অগণনে হ'লো, তবু
এ-রকমই হবে।

'কেবল ব্যক্তির—ব্যক্তির মৃত্যু শেষ ক'রে দিয়ে আজ
আমরাও ম'রে গেছি সব'—
বলিলে না ম'রে তবু এ-রকম মৃত্যু অনুভব
ক'রে তারা হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ ক'রে দিতে চেয়ে যতদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে মূল্যায়মান হ'য়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে
জেগে ওঠে উনিশশো, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের
অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

বেলা অবেলা কালবেলা

সূচীপত্র

মাঘসংক্রান্তির রাতে

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে
অমামসী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব-হৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্ব'লে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে ;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্ক শিখায় ;
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হ'য়ে গেলে,
মুখে যা বলোনি, নারি, মনে যা ভেবেছো তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি ।

আমাকে একটি কথা দাও

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর ;—সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন,
আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।
সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো :
সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর—পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন ।

তোমাকে

মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র অই ;
কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে
হিজল গাছে জামের বনে হলুদপাখির মতো
রূপসাগরের পার থেকে কি পাখনা বাড়িয়ে
বাস্তবিকই রৌদ্র এখন ? সত্যিকারের পাখি ?
কে যে কোথায় কার হৃদয়ে কখন আঘাত ক'রে ।
রৌদ্রবরণ দেখেছিলাম কঠিন সময়-পরিক্রমার পথে—
নারীর,—তবু ভেবেছিলাম বহিঃপ্রকৃতির ।

আজকে সে-সব মীনকেতনের সাড়ার মতো, তবু
অন্ধকারের মহাসনাতনের থেকে চেয়ে
আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হ'লে
বলে : 'আমি রোদ কি ধুলো পাখি না সেই নারী ?'
পাতা পাথর মৃত্যু কাজের ভূকম্বরের থেকে আমি শুনি ;
নদী শিশির পাখি বাতাস কথা ব'লে ফুরিয়ে গেলে পরে
শান্ত পরিচ্ছন্নতা এক এই পৃথিবীর প্রাণে
সফল হ'তে গিয়েও তবু বিফলতার মতো।
যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে ;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো—
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব-সাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি, নারী, ইতিহাসের শেষে এসে, মানবপ্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে।
মানবকে নয়, নারী, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

সময়সেতুপথে

ভোরের বেলার মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি
দুপুরবেলার আকাশে নীল পাহাড় নীলিমা,
সারাটি দিন মীনরৌদ্রমুখর জলের স্বর,—
অনবসিত বাহির-ঘরের ঘরণীর এই সীমা।

তবুও রৌদ্র সাগরে নিভে গেল ;
ব'লে গেল : 'অনেক মানুষ ম'রে গেছে' ; 'অনেক নারীরা কি
তাদের সাথে হারিয়ে গেছে ?'—বলতে গেলাম আমি ;
উঁচু গাছের ধূসর হাড়ে চাঁদ না কি সে পাখি
বাতাস আকাশ নক্ষত্র নীড় খুঁজে
ব'সে আছে এই প্রকৃতির পলকে নিবিড় হ'য়ে ;
পুরুষনারী হারিয়ে গেছে শষ্প নদীর অমনোনিবেশে,
অমেয় সুসময়ের মতো রয়েছে সুদূরে।

যতিহীন

বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভীড়

কয়েক ফলা দীর্ঘতম সূর্যকিরণ বুকে
জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলারঙের আলোয়
জ্বলে উঠে ঝ'রে গেল অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যার ঢেউয়ে,—
মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো ;
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি ;—স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো ;—
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল ক'রে !
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হয়ে গেলে,—তবু আরেক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হ'য়ে
পথে-পথে সবে শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানালো যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন ক'রে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভাবে
ভাবছে একা-একা ব'সে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে :
আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ
যে-দোর কঠিন ; নেই মনে হয় ;—সে-দ্বার খুলে দিয়ে
যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে।

অনেক নদীর জল

অনেক নদীর জল উবে গেছে—
ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেল ;
সে-সব সময় ভেদ ক'রে ফেলে আজ
কারা তবু কাছে চ'লে এলো।
যে-সূর্য অয়নে নেই কোনো দিন,
—মনে তাকে দেখা যেতো যদি—
যে-নারী দেখেনি কেউ—ছ'সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নদী।
তুমি কথা বলো—আমি জীবন মৃত্যুর শব্দশুনি :
সকালে শিশিরকণা যে-রকম ঘাসে

অচিরে মরণশীল হয়ে তবু সূর্য আবার
মৃত্যু মুখে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে।
জন্মতারকার ডাকে বার-বার পৃথিবীতে ফিরে এসে আমি
দেখেছি তোমার চোখে একই ছায়া পড়ে:
সে কি প্রেম? অন্ধকার?—ঘাস ঘুম মৃত্যু, প্রকৃতির
অন্ধ চলাচলের ভিতরে।
স্থির হয়ে আছে মন; মনে হয় তবু
সে ধ্রুব গতির বেগে চলে,
মহা-মহা রজনীর ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে;
সৃষ্টির গভীর গভীর হংসী প্রেম
নেমেছে—এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।

'এখানে পৃথিবীর আর নেই—'
ব'লে তারা পৃথিবীর জনকল্যাণেই
বিদায় নিয়েছে হিংসা ক্লান্তির ক্ষণে;
কল্যাণ কল্যাণ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।
শান্তি এই আজ;
এইখানে স্মৃতি;
এখানে বিস্মৃতি তবু; প্রেম
ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।

শতাব্দী

চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি;
ঐখানেতে আলোকস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে ঢের
একটি-দুটি তারার সাথে;—তারপরেতে অনেকগুলো তারা;
অন্নে ক্ষুধা মিটে গেলেও মনের ভিতরের
ব্যথার কোনো মীমাংসা নেই জানিয়ে দিয়ে আকাশ ভ'রে জ্বলে;
হেমন্ত রাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত অধোগামী হ'য়ে
চলবে কি-না ভাবতে আছে;—ঋতুর কামচক্রে সে তো চলে;
কিন্তু আরো আশা আলো চলার আকাশ রয়েছে কি মানব হৃদয়ে।
অথবা এ মানবপ্রাণের অনুতর্ক; হেমন্ত খুব স্থির
সপ্রতিভ ব্যাপ্ত হিরণ গভীর সময় ব'লে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে
উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হ'লে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি;

চারিদিকে রক্তে রৌদ্রে অনেক বিনিময়ে ব্যবহারে
কিছুই তবু ফল হ'লো না ; এসো মানুষ, আবার দেখা যাক
সময় দেশ ও সন্ততিদের কী লাভ হ'তে পারে।
ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে ;
কথা ভাবায়, ভ্রান্তি ভাঙে, ক্রমেই বীতশোক
ক'রে দিতে পারে বুঝি মানবভাবনাকে ;
অন্ধ অভিভূতের মতো যদিও আজ লোক
চলছে, তবু মানুষকে সে চিনে নিতে বলে :
কোথায় মধু—কোথায় কালের মক্ষিকারা—কোথায় আহ্বান
নীড় গঠনের সমবায়ের শান্তি-সহিষ্ণুতার ;—
মানুষও জ্ঞানী ; তবুও ধন্য মক্ষিকাদের জ্ঞান।
কাছে-দূরে এই শতাব্দীর প্রাণনদীরা রোল
স্তব্ধ ক'রে রাখে গিয়ে যে-ভূগোলের অসারতার 'পরে
সেখানে নীলকণ্ঠ পাখি ফসল সূর্য নেই,
ধূসর আকাশ,—একটি শুধু মেরুন রঙের গাছের মর্মরে
আজ পৃথিবীর শূন্যপথ ও জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়
জেগে ওঠে ;—এ-সুর ক্রমে নরম—ক্রমে হয়তো আরো কঠিন হ'তে পারে ;
সোফোক্লেস ও মহাভারত মানব জাতির এ-ব্যর্থতা জেনেছিলো ; জানি ;
আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।

সূর্য নক্ষত্র নারী

তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিলো
সব চেয়ে আগে ; জানি আমি।
সে-দিনও তোমার সাথে মুখ-চেনা হয় নাই।
তুমি যে এ-পৃথিবীতে র'য়ে গেছো
আমাকে বলেনি কেউ।
কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল
র'য়ে গেছে ;—
যে যার নিজের কাজে আছে ; এই অনুভবে চ'লে
শিয়রে নিয়ত স্ফীত সূর্যকে চেনে তারা ;
আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর
কোনো জল কী ক'রে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের ?
তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি ;—
আমার চোখের থেকে নিমেষনিহত
সূর্যকে সরায়ে দিয়ে।

স'রে যেতো ; তবুও আয়ুর দিন ফুরোবার আগে
নব-নব সূর্যকে কে নারীর বদলে
ছেড়ে দেয় ; কেন দেব ? সকল প্রতীতি উৎসবের
চেয়ে তবু বড়ো
স্থিরতর প্রিয় তুমি ;—নিঃসূর্য নির্জন
ক'রে দিতে এলে।
মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে আমি যদি মিলিত হতাম
তোমার উৎসের সাথে, তবে আমি অন্য সব প্রেমিকের মতো
বিরাট পৃথিবীর আর সুবিশাল সময়কে সেবা ক'রে আত্মস্থ হতাম।
তুমি তা জানো না, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি ;—
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিলো, নেই ; —বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায় ;—মানুষ অপরিজ্ঞাত সে-আমায় ; তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায় !
আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চলেছি !

দুই

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার র'য়ে গেছে, নারি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরো ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই, যা জন্মালে
তোমার শরীর সব আলোকিত ক'রে দিয়ে স্পষ্ট ক'রে দেবে কোনো কালে
শরীরে যা র'য়ে গেছে !
এই সব ঐশী কাল ভেঙে ফেলে দিয়ে
নতুন সময় গ'ড়ে নিজেকে না গ'ড়ে তবু তুমি
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবার হেতু
অনুভব করেছিলে ;—
জন্ম-জন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো
তোমার হৃদয় স্পর্শ করে ব'লে আজ
আমাকে ইসারাপাত ক'রে গেলে তারি ;—
অপার কালের স্রোত না পেলে কী ক'রে তবু, নারি,
তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে প্রণয়ী তোমাকে কাছে পাবে—
তোমার নিবিড় নিজ চোখ এসে নিজের বিষয় নিয়ে যাবে ?
সময়ের কক্ষ থেকে দূর কক্ষে চাবি
খুলে ফেলে তুমি অন্য সব মেয়েদের
আত্ম অন্তরঙ্গতার দান

সেখানে অনন্তকাল ভেঙে গেলে পরে,
যে-দেশে নক্ষত্র নেই—কোথাও সময় নেই আর—
আমারো হৃদয়ে নেই বিভা—
দেখাবে নিজের হাতে—অবশেষে কী মকরকেতনে প্রতিভা।

তিন

তুমি আছো জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে-অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিল অন্য-কোনো নাম।
অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দ্বীপাতীত লক্ষ্যে অবিরাম চ'লে যাওয়া
শোককে স্বীকার ক'রে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বলতায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।
আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে বিদ্যুতের মতো
তুমি যে শরীর নিয়ে র'য়ে গেছো, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষ মানুষ?—
ভাবি আমি; জানি আমি, তবু
যে-কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই;—
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে।

চারিদিকে প্রকৃতির

চারিদিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মতো ছড়ায়ে রয়েছে।
সূর্য আর সূর্যের বনিতা তপতী—
মনে হয় ইহাদের প্রেম
মনে ক'রে নিতে গেলে, চুপে
তিমিরবিদারী রীতি হয়ে এরা আসে
আজ নয়,—কোনো এক আগামী আকাশে।
অন্নের ঋণ, বিমলিন স্মৃতি সব
বন্দরবস্তির পথে কোনো এক দিন

নিমেষের রহস্যের মতো ভুলে গিয়ে
নদীর নারীর কথা—আরো প্রদীপ্তির কথা সব
সহসা চকিত হয়ে ভেবে নিতে গেলে বুঝি কেউ
হৃদয়কে ঘিরে রাখে দিতে চায় একা আকাশের
আশেপাশে অহেতুক ভাঙা শাদা মেঘের মতন।
তবুও নারীর নাম ঢের দূরে আজ,
ঢের দূরে মেঘ;
সারাদিন নিমেষের কালিমার থারিজের কাজে নিশে থেকে
ছুটি নিতে ভালোবেসে ফেলে যদি মন
ছুটি দিতে চায় না বিবেক।
মাঝে-মাঝে বাহিরের অন্তহীন প্রসারের থেকে
মানুষের চোখে পড়া-না-পড়া সে কোনো স্বভাবের
সুর এসে মানবের প্রাণে
কোনো এক মানে পেতে চায়:
যে-পৃথিবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে।
চারিদিকে কলকাতা টোকিও দিল্লী মস্কো অতলান্তিকের কলরব,
সরবরাহের ভোর,
অনুপম ভোরাইয়ের গান;
অগণন মানুষের সময় ও রক্তের জোগান
ভাঙে গড়ে ঘর বাড়ি মরুভূমি চাঁদ
রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক;
প্রীতি নেই,—পেতে গেলে হৃদয়ের শান্তি স্বর্গের
প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত ক'রে তোলে মোহিনী নরক।
আমাদের এ-পৃথিবী যতদূর উন্নত হয়েছে
ততদূর মানুষের বিবেক সফল।
সে-চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে প্রিণ্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে
তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।
শাদাশিধে মনে হয় সে-সব ফসল:
পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন;—

তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত ক'রে বার-বার উত্তরসমাজ
ঈষৎ অনন্যসাধারণ।

মহিলা

এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে
ভোরের ভিতর থেকে অন্য এক পৃথিবীর মতো;

এইখানে এসে প'ড়ে—থেমে গেলে—একটি নারীকে
কোথাও দেখেছি ব'লে অভ্যাসবশত

মনে হয় ;—কেননা এমন স্থান পাথরের ভারে কেটে তবু
প্রতিভাত হয়ে থাকে নিজের মতন লঘুভারে ;
এইখানে সে-দিনও সে হেঁটেছিলো,—আজো ঘুরে যায় ;
এর'চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিতে পারে ;

অনিত্য নারীর রূপ বর্ণনায় যদিও সে কুটিল কলম
নিয়োজিত হয় নাই কোনোদিন, তবুও মহিলা
না ম'রে অমন যারা তাহাদের স্বর্গীয় কাপড়
কোঁচকায়ে পৃথিবীর মসৃণ গিলা

অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়ে বানায়েছে নিজের শরীর।
চুলের ভিতরে উঁচু পাহাড়ের কুসুম বাতাস।
দিনগত পাপক্ষয় ভুলে গিয়ে হৃদয়ের দিন
ধারণ করেছে তার শরীরের ফাঁস।

চিতাবাঘ জন্মাবার আগে এই পাহাড়ে সে ছিলো ;
অজগর সাপিনীর মরণের পরে।
সহসা পাহাড় ব'লে মেঘ-খণ্ডকে
শূন্যের ভিতরে

ভুল হলে—প্রকৃতিস্থ হয়ে যেতে হয় ;
(চোখ চেয়ে ভালো ক'রে তাকালেই হতো ;)
কেননা কেবলি যুক্তি ভালোবেসে আমি
প্রমাণের অভাববশত

তাহাকে দেখিনি তবু আজো ;
এক আচ্ছন্নতা খুলে শতাব্দী নিজের মুখের নিষ্ফলতা
দেখাবার আগে নেমে ডুবে যায় দ্বিতীয় ব্যথায় ;
আদার ব্যাপারী হ'য়ে এই সব জাহাজের কথা

না ভেবে মানুষ কাজ ক'রে যায় শুধু
ভয়াবহভাবে অনায়াসে।
কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে-নারীর রাং দেখে হো-হো ক'রে হাসে।

দুই

মহিলা তবুও নেমে আসে মনে হয় ঃ
(বমারের কাজ সাঙ্গ হ'লে
নিজের এরোরোড্রোমে —প্রশান্তির মতো ?)
আজও জেনেও জনতার কোলাহলে

তাহার মনে ভাব ঠিক কী রকম—
আপনারা স্থির ক'রে নিন ;
মনে পড়ে, সেন রায় নওয়াজ কাপুর
আয়াঙ্গার আপ্তে পৌরিন—

এমনই পদবী ছিলো মেয়েটির কোনো একদিন ?
আজ তবু উনিশ শো বেয়াল্লিশ সাল ;
সম্বর মৃগের বেড় জড়ায়েছে যখন পাহাড়ে
কখনও বিকেলবেলা বিরাট ময়াল.

অথবা যখন চিল শরতের ভোরে
নীলিমার আধপথে তুলে নিয়ে গেছে
র'সুয়েকে ঠোনা দিয়ে অপরূপ চিতলের পেটি.—
সহসা তাকায়ে তারা উৎসারিত নারীকে দেখেছে ;

এক পৃথিবীর মৃত্যু প্রায় হ'য়ে গেলে
অন্য-এক পৃথিবীর নাম
অনুভব ক'রে নিতে গিয়ে মহিলার
ক্রমেই জাগছে মনস্কাম ;

ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাবিদ্যা নিজেদের মুখ
দেখায়ে সমাপ্ত হ'লে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সংকেতে
পৃথিবীকে জীবনের মতো পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিলো আড়ি পেতে

তাহারা বিশেষ কেউ কিছু নয় ;—
এখনও প্রাণের হিতাহিত
না জেনে এগিয়ে যেতে চেয়ে তবু পিছু হটে গিয়ে
হেসে ওঠে গৌড়জনোচিত

গরম জলের কাপে ভবেনের চায়ের দোকানে ;
উত্তেজিত হ'য়ে মনে করেছিলো (কবিদের হাড়

মজ্জায় উদ্বোধিত হ'য়ে যেতে পারে—
যদিও অনেক কবি প্রেমিকের হাতে স্ফীত হ'য়ে গেছে রাঢ়)

'উনিশ শো বেয়াল্লিশ সালে এসে উনিশ শো পঁচিশের জীব—
সেই নারী আপনার হৃৎসৌন্দেবত রিরিংসার মতন কঠিন ;
সে না হলে মহাকাল আমাদের রক্ত ছেঁকে নিয়ে
বা'র ক'রে নিতো না কি জনসাধারণভাবে স্যাকারিন।

আমাদের প্রাণে সেই অসন্তোষ জেগে ওঠে, সেই স্থির ক'রে
পুনরায় বেদনায় আমাদের সব মুখ স্থূল হয়ে গেলে
গাধার সুদীর্ঘ কান সন্দেহের চোখে দেখে তবু
শকুনের শেয়ালের চেকনাই কান কেটে ফেলে।'

সামান্য মানুষ

একজন সামান্য মানুষকে দেখা যেতো রোজ
ছিপ হাতে চেয়ে আছে ; ভোরের পুকুরে
চাপেলী পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে ;
উজ্জ্বল মাছের চেয়ে খানিকটা দূরে

আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান ;
মনে হয়েছিলো এক হেমন্তের সকালবেলায় ;
এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটে গেছে ; তবুও আবার কেটে যায়।

আমার বয়স আজ চল্লিশ বছর ;
সে আজ নেই এ-পৃথিবীতে ;
অথবা কুয়াশা ফেঁসে—ওপারে তাকালে
এ-রকম অঘ্রাণের শীতে

সে-সব রুপোলি মাছ জ্ব'লে ওঠে রোদে,
ঘাসের ঘ্রাণের মতো স্নিগ্ধ সব জল ;
অনেক বছর ধ'রে মাছের ভিতরে হেসে খেলে
তবু সে তাদের চেয়ে এক তিল অধিক সরল ;

এক বীট অধিক প্রবীণ ছিল আমাদের থেকে
ওইখানে পায়চারি করে তার ভূত ;—
নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের

প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত ;
প্রতিটি মাঘের হাওয়া ফাল্গুনের আগে এসে দোলায় সে-সব ।
আমাদের পাওয়ার ও পার্টি-পলিটিক্স
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরেক রকম শ্রীছাঁদ ।
কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে—
সে আর সপ্তমী তিথির চাঁদ ।

প্রিয়দের প্রাণে

অনেক পুরোনো দিন থেকে উঠে নতুন শহরে
আমি আজ দাঁড়ালাম এসে ।
চোখের পলকে তবু বোঝা গেল জনতাগভীর, তিথি, আগুন;
কোনো ব্যতিক্রম নেই মানুষবিশেষে ।

এখানে রয়েছে ভোর,—নদীর সমস্ত পীত জল ;—
কবির মনের ব্যবহারে তবু হাত বাড়াতেই
দেখা গেল স্বাভাবিক ধারণার মতন সকাল—
অথবা তোমার মতো নারী আর নেই ।

তবুও রয়েছে সব নিজেদের আবিষ্ট নিয়মে
সময়ের কাছে সত্য হ'য়ে,
কেউ যেন নিকটেই র'য়ে গেছে ব'লে ;—
এই বোধ ভোর থেকে জেগেছে হৃদয়ে ।

আগাগোড়া নগরীর দিকে চেয়ে থাকি ;
অতীব জটিল ব'লে মনে হ'লো প্রথম আঘাতে ;
সে-রীতির মতো এই স্থান যেন নয় ;
সেই দেশ বহুদিন সয়েছিলো ধাতে

জ্ঞান মানমন্দিরের পথে ঘুরে বই হাতে নিয়ে ;
তারপর আজকের লোক সাধারণ রাত দিন চর্চা ক'রে,
মনে হয় নগরীর শিয়রের অনিরুদ্ধ ঊষা সূর্য চাঁদ
কালের চাকায় সব আর্যপ্রয়োগের মতো ঘোরে ।

কেমন উজ্জ্বল শব্দ বেজে ওঠে আকাশের থেকে ;
মানে বুঝে নিতে গিয়ে তবুও ব্যাহত হয় মন ;

একদিন হবে তবু এরোপ্লেনের
আমাদেরো শ্রুতিবিশোধন।

দূর থেকে প্রপেলার সময়ের দৈনিক স্পন্দনে
নিজের গুরুত্ব বুঝে হতে চায় আরো সাময়িক ;
রৌদ্রের ভিতরে ওই বিচ্ছুরিত এলুমিনিয়ম
আকাশ মাটির মধ্যবর্তিনীর মতো যেন ঠিক।

ক্রমে শীত, স্বাভাবিক ধারণার মতো এই নিচের নগরী
আরো কাছে প্রতিভাত হয়ে আসে চোখে ;
সকল দুরূহ বস্তু সময়ের অধীনতা মেনে
মানুষ ও মানুষের মৃত্যু হয়ে সহজ আলোকে

দেখা দেয় ;—সর্বদাই মরণের অতীব প্রসার,—
জেনে কেউ অভ্যাসবশত তবু দু'-চারটে জীবনের কথা
ব্যবহার ক'রে নিতে গিয়ে দেখে অলংক্রিয়ারেরও চেয়ে বেশি
প্রত্যাশায় ব্যাপ্তকাল ভোলেনি প্রাণের একাগ্রতা।

আশা-নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর—
প্রিয়দের প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ আভা নিয়ে এসে
স্বাভাবিক মনে হয় : উর ময় লণ্ডনের আলো ক্রেমলিনে
না থেমে অভিজ্ঞভাবে চ'লে যায় প্রিয়তর দেশে।

তার স্থির প্রেমিকের নিকট

বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই, আমি বলি না তা।
কারো লাভ আছে :—সকলেরই ;—হয়তো বা ঢের।
ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
পেয়েচি ধবল শব্দ—বাতাসতাড়িত পাখিদের।
মোমের প্রদীপ বড়ো ধীরে জ্বলে—ধীরে জ্বলে আমার টেবিলে ;
মনীষার বইগুলো আরো স্থির,—শান্ত,—আরাধনাশীল ;
তবু তুমি রাস্তায় বার হ'লে—ঘরেরও কিনারে ব'সে টের পাবে না কি
দিকে-দিকে নাচিতেছে কী ভীষণ উন্মত্ত সলিল।

তারি পাশে তোমারো রুধির কোনো বই—কোনো প্রদীপের মতো আর নয়,

হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হ'য়ে সৈকতের পরে
সেও সুরে আপনার প্রতিভার—নিসর্গের মতো :
রূপ—প্রিয়—প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।
তাই আমি ভীষণ ভিড়ের কোড়ে বিস্তীর্ণ হাওয়ার স্বাদ পাই ;
না হ'লে মনের বনে হরিণীকে জড়ায় ময়াল :

দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি সে-রকম জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি ; কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেণ্ট পাল—
বুঝিবে আমার কথা ; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাস অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।

অবরোধ

বহুদিন আমার এ-হৃদয়কে অবরোধ ক'রে রয়ে গেছে ;
হেমন্তের স্তব্ধতায় পুনরায় ক'রে অধিকার।
কোথায় বিদেশে যেন
এক তিল অধিক প্রবীণ এক নীলিমার পারে
তাহাকে দেখিনি আমি ভালো ক'রে,—তবু মহিলার
মনন-নিবিড় প্রাণ কখন আমার চোখঠারে
চোখ রেখে ব'লে গিয়েছিলো :
'সময়ের গ্রন্থি সনাতন, তবু সময়ও তা বেঁধে দিতে পারে।'

বিবর্ণ জড়িত এক ঘর ;
কী ক'রে প্রাসাদ তাকে বলি আমি :
অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেওয়ালের 'পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার ;
মাতিস—সেজানের—পিকাসোর ;
অথবা কিসের ছবি ? কিসের ছবির হাড়গোড় ?

কেবল আধেক ছায়া—
ছায়ার আশ্চর্য সব বৃত্তের পরিধি র'য়ে গেছে।
কেউ দেখে—কেউ তাহা দেখে নাকো—আমি দেখি নাই।
তবু তার অবলুপ্ত কালো টেবিলের পাশে আধাআধি
চাঁদনীর রাতে
মনে পড়ে আমিও বসেছি একদিন।
কোথাকার মহিলা সে ? কবেকার—ভারতী-নর্ডিক গ্রীক মুস্লিম মার্কিন ?

অথবা সময় তাকে সনাক্ত করে না আর ;
সর্বদাই তাকে ঘিরে আধো অন্ধকার ;
চেয়ে থাকি,—তবুও সে পৃথিবীর ভাষা ছেড়ে পরিভাষাহীন।
মনে পড়ে সেখানে উঠোনে এক দেবদারু গাছ ছিলো

তারপর সূর্যালোকে ফিরে এসে মনে হয় এই সব দেবদারু নয়।
সেইখানে তম্বুরার শব্দ ছিলো।
পৃথিবীতে দুন্দুভী বেজে ওঠে—বেজে ওঠে ; সুর তান লয়
গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।
একদিন রাত্রি এসে সকলের ঘুমের ভিতরে
আমাকে একাকী জেনে ডেকে নিলো—অন্য এক ব্যবহারে মাইলটাক
দূরে পুরোপুরি।

সাঁব আছে—খুব কাছে ; গোলাকধাঁধার পথে ঘুরি
তবু অনন্ত মাইল তারপর—কোথাও কিছু নেই ব'লে।
অনেক আগের কথা এই সব—এই
সম বৃত্তের মতো গোল ভেবে চুরুটের আস্ফোটে জ্ঞানহীন, মলিন সমাজ
সেই দিকে অগ্রসর হয় রোজ—একদিন সেই দেশ পাবে।
সেই নারী নেই আর ভুলে তারা শতাব্দীর অন্ধকার ব্যসনে ফুরাবে।

পৃথিবীর রৌদ্রে

কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী,—
যতদূর মানুষের ছায়া গিয়ে পড়ে
মৃত্যু আর নিরুৎসাহের থেকে ভয় আর নেই
এ-রকম ভোরের ভিতরে।

যতদূর মানুষের চোখ চ'লে যায়
উর হয় হরপ্পা আথেনস্ রোম কলকাতা রোদের সাগরে
অগণন মানুষের শরীরের ভিতরে বন্দিনী
মানবিকতার মতো ঃ তবুও তো উৎসাহিত ক'রে ?

সে অনেক লোক লক্ষ্য অসম্ভব ভাবে ম'রে গেছে।
ঢের আলোড়িত লোক বেঁচে আছে তবু।

আরো স্মরণীয় উপলব্ধি জন্মায়েছে।
যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে।
যা হল তা কালকের মৃতদের নিয়ে হয়ে গেছে।

কঠিন শ্রমের দিন রাত এই সব।
চারিদিকে থেকে-থেকে মানব ও অমানবিকতা
সময় সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে
চেয়ে দেখে শুধু-মরণের
কেমন অপরিমেয় ছটা।
তবু এই পৃথিবীর জীবনই গভীর।
এক—দুই—শত বছরের
পাথর নুড়ির পথে স্রোতের মতন
কোথায় যে চ'লে গেছে কোন্ সব মানুষের দেহ,
মানুষের মন।
আজ ভোরে সূর্যালোকিত জল তবু
ভাবনালোকিত সব মানুষের রূপ,—
তোমার শতকী নও;
তোমরা তো উনিশ শো অনন্তের মতন সুগম।
আলো নেই? নরনারী কলরোল আলোর আবহ
প্রকৃতির? মানুষেরও; অনাদির ইতিহাসসহ।

প্রয়াণ পটভূমি

বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভছে আকাশ থেকে।
মেঘের শরীর বিভেদ ক'রে বর্শাফলার মতো
সূর্যকিরণ উঠে গেছে নেমে গেছে দিকে-দিগন্তরে;
সকলি চুপ কী এক নিবিড় প্রণয়বশত।
কমলা হলুদ রঙের আলো—আকাশ নদী নগরী পৃথিবীকে
সূর্য থেকে লুপ্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে
ধীরে-ধীরে ডুবিয়ে দেয়;—মানবহৃদয়, দিন কি শুধু গেল?
শতাব্দী কি চ'লে গেল!—হেমন্তের এই আঁধারের হিম'লাগে;
চেনা জানা প্রেম প্রতীতি প্রতিভা সাধ নৈরাশ্য ভয়-ভুল
সব-কিছুকেই ঢেকে ফেলে অধিকতর প্রয়োজনের দেশে
মানবকে সে নিয়ে গিয়ে শান্ত—আরো শান্ত হতে যদি
অনুজ্ঞা দেয় জনমানবসভ্যতার এই ভীষণ নিরুদ্দেশে,—
আজকে যখন সান্ত্বনা কম, নিরাশা ঢের, চেতনাকালজয়ী

হতে গিয়ে প্রতি পলেই আঘাত পেয়ে অন্যের কথা ভাবে,—
আজকে যদি দীন প্রকৃতি দাঁড়ায় যতি যবনিকার মতো
শাস্তি দিতে মৃত্যু দিতে ;—জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে ;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু নর-নারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্সাধনায় ;—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

সূর্য রাত্রি নক্ষত্র

এইখানে মাইল মাইল ঘাস ও শালিখ রৌদ্র ছাড়া আর কিছু নেই।
সূর্যালোকিত হয়ে শরীর ফসল ভালোবাসি :
আমারি ফসল সব,—মীন কন্যা এসে ফলালেই
বৃশ্চিক কর্কট তুলা মেষ সিংহ রাশি
বলয়িত হয়ে উঠে আমাকে সূর্যের মতো ঘিরে
নিরবধি কাল নীলাকাশ হয়ে মিশে গেছে আমার শরীরে।
এই নদী নীড় নারী কেউ নয়,—মানুষের প্রাণের ভিতরে
এ-পৃথিবী তবুও তো সব।
অধিক গভীর ভাবে মানবজীবন ভালো হলে
অধিক নিবিড়তর ভাবে প্রকৃতিকে অনুভব
করা যায়। কিছু নয় অন্তহীন ময়দান অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্র ;—
তারপর কেউ তাকে না চাইতে নবীন করুণ রৌদ্রে ভোর ;—
অভাবে স্বভাব নষ্ট না হলে মানুষ এই সবে
হয়ে যেত এক তিল অধিক বিভোর।

জয়জয়ন্তী সূর্য

কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনো দিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠের বিকেলে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে ;
তাহাকে থামায়ে রাখে।
সে-চিন্তার প্রাণ
সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের বিবর্ণ সন্তান
হয়েও যা কিছু শুভ্র র'য়ে গেছে আজ—

সেই সোম-সুপর্ণের থেকে এই সূর্যের আকাশে—
সে-রকম জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আসে।
কোথাও রৌদ্রের নাম—
অন্যের নারীর নাম ভালো ক'রে বুকে নিতে গেলে
নিয়মের নিগড়ের হাত এসে ফেঁসে
মানুষকে যে-আবেগে যত দিন বেঁধে
রেখে দেয়,
যত দিন আকাশকে জীবনের নীল মরুভূমি মনে হয়,
যত দিন শূন্যতার ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে—তবে
বন্দরে সৌধের ঊর্ধ্বে চাঁদের পরিধি মনে হবে,—
তত দিন পৃথিবীর কবি আমি—অকবির অবশেষ আমি
ভয় পেয়ে দেখি—সূর্য ওঠে ;
ভয় পেয়ে দেখি—অস্তগামী।
যে-সমাজ নেই তবু র'য়ে গেছে, সেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মতো মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গ'ড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই—প্রেম আসে নাকো'।
কোথাও নিয়তিহীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে
ইতিহাস হয়তো ক্লান্তির শব্দ শোনে ; পিছে টানে ;
অনন্ত গণনাকাল সৃষ্টি ক'রে চলে ;
কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু গণনাবিহীন হয়ে প'ড়ে থাকে জেনে নিয়ে—তবে
তাহাদের দলে ভিড়ে কিছু নেই—তবু
সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে ?

সংকল্পের সকল সময়
শূন্য মনে হয়
তবুও তো ভোর আসে—হঠাৎ উৎসের মতো, আন্তরিকভাবে ;
জীবনধারণ ছেপে নয়,—তবু
জীবনের মতন প্রভাবে,
মরুর বালির চেয়ে মিল মনে হয়
বালিছুট সূর্যের বিস্ময়।
মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে,—আরো এসে যেতে পারে :
মহান সাগর গ্রাম নগর নিরুপম নদী ;—
যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে ;

অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধ'রে চ'লে ঃ
কাজ ক'রে ভুল হ'লে, রক্ত হ'লে, মানুষের অপরাধ ম্যামথের নয়
কতশত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।

হেমন্ত রাতে

শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে
হেমন্তলক্ষ্মীর সব শেষ অনিকেত আবছায়া তারাদের
সমাবেশ থেকে চোখ নামায়ে একটি পাখির ঘুম কাছে
পাখিনীর বুকে ডুবে আছে,—
চেয়ে দেখি ;—তাদের উপরে এই অবিরল কালো পৃথিবীর
আলো আর ছায়া খেলে—মৃত্যু আর প্রেম আর নীড়।
এ ছাড়া অধিক কোনো নিশ্চয়তা নির্জনতা জীবনের পথে
আমাদের মানবীয় ইতিহাস চেতনায়ও নেই ;—(তবু আছে।)
এমনই অঘ্রাণ রাতে মনে পড়ে—কত সব ধূসর বাড়ির
আমলকীপল্লবের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের ভিড়
পৃথিবীর তীরে-তীরে ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত
দাঁড়ায়ে রয়েছে কত মানবের বাষ্পাকুল প্রতীকের মতো—
দেখা যেত ; এক আধ মুহূর্ত শুধু ;—সে-অভিনিবেশ ভেঙে ফেলে
সময়ের সমুদ্রের রক্ত ঘ্রাণ পাওয়া গেল ;—ভীতিশব্দ রতিশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে

আরো ঢের পটভূমিকার দিকে দিগন্তের ক্রমে
মানবকে ডেকে নিয়ে চ'লে গেল প্রেমিকের মতো সসম্ভ্রমে ;
তবুও সে প্রেম নয়, সুধা নয়,—মানুষের ক্লান্ত অন্তহীন
ইতিহাস-আকূতির প্রবীণতা ক্রমায়াত ক'রে সে বিলীন ?

আজ এই শতাব্দীতে সকলেরই জীবনের হেমন্ত সৈকতে
বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তা কাজ সংকল্পের তরঙ্গকংকাল
দ্বীপসমুদ্রের মতো অস্পষ্ট বিলাপ ক'রে তোমাকে আমাকে
অন্তহীন দ্বীপহীনতার দিকে অন্ধকারে ডাকে।
কেবলি কল্লোল আলো,—জ্ঞান প্রেম পূর্ণতর মানবহৃদয়
সনাতন মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে—তবু—উনিশ শো অনন্তের জয়

হয়ে যেতে পারে, নারি, আমাদের শতাব্দীর দীর্ঘতর চেতনার কাছে
আমরা সজ্ঞান হয়ে বেঁচে থেকে বড় সময়ের
সাগরের কূলে ফিরে আমাদের পৃথিবীকে যদি

প্রিয়তর মনে করি প্রিয়তম মৃত্যু অবধি ;—
সকল আলোর কাজ বিষণ্ণ জেনেও তবু কাজ ক'রে—গানে
গেয়ে লোকসাধারণ ক'রে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।

নারীসবিতা

আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর নীল সাগরের ধারে
প্রেমের শরীর চিনে নিতাম চারিদিকের রোদের হাহাকারে,—
হাওয়ার তুমি ভেসে যেতে দখিন দিকে—যেই খানেতে যমের দুয়ার আছে ;
অভিচারী বাতাসে বুক লবন-বিলুণ্ঠিত হ'লে আবার আমার কাছে
উৎরে এসে জানিয়ে দিতে পাখিদেরও—শাদা পাখিদেরও স্খলন আছে।
আমরা যদি রাতের কপাট খুলে দিতাম নীল সাগরের দিকে,
বিষণ্ণতার মুখর কারুকার্যে বেলা হারিয়ে যেত জ্যোতির মোজেয়িকে।

দিনের উজান রোদের ঢলে যতটা দূর আকাশ দেখা যায়
তোমার পালক শাদা আরো শাদা হয়ে অমেয় নীলিমায়
ঐ পৃথিবীর সাটিনপরা দীর্ঘ গড়ন নারীর মতো—তবুও তো এক পাখি ;
সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা কি!
যা হয়েছে যা হতেছে সকল পরখ এইবারেতে নীল সাগরের নীড়ে
দাঁড়িয়ে সূর্য নারী হলো, অকূল পাথার পাখির শরীরে।

গভীর রৌদ্রে সীমান্তের এই ঢেউ—অতিবেল সাগর, নারি, শাদা
হতে-হতে নীলাভ হয় ;—প্রেমের বিসার, মহীয়সী, ঠিক এ-রকম আধা
নীলের মতো, জ্যোতির মতো। মানব ইতিহাসের আধেক নিয়ন্ত্রিত পথে
আমরা বেজোড় ; তাই তো দুধের-বরণ শাদা পাখির জগতে
অন্ধকারের কপাট খুলে শুকতারাকে চোখে দেখার চেয়ে
উড়ে গেছি সৌরকরের সিঁড়ির বহিরাশ্রয়িতা পেয়ে।

অনেক নিমেষ অই পৃথিবীর কাঁটা গোলাপ শিশিরকণা মৃতের কথা ভেবে
তবু আরো অনন্তকাল ব'সে থাকা যেত ; তবু সময় কি তা দেবে।
সময় শুধু বালির ঘড়ি সচল ক'রে বেবিলনের দুপুরবেলার পরে
হৃদয় নিয়ে শিপ্রা নদীর বিকেলবেলা হিরণ সূর্যকরে
খেলা ক'রে না ফুরোতেই কলকাতা রোম বৃহৎ নতুন নামের বিনিপাতে
উড়ে যেতে বলে আমায় তোমার প্রাণের নীল সাগরের সাথে।

না হলে এই পৃথিবীতে আলোর মুখে অপেক্ষাতুর ব'সে থাকা যেত
শান্ত করার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন,—কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত
শাদা রঙের সরোজিনীর মুখের দিকে চেয়ে,

কী এক গভীর ব'সে থাকার বিজ্ঞতার কিরণে ক্ষয় পেয়ে,
নারি, তোমায় ভাবা যেত।—বেবিলনে নিভে নতুন কলকাতাতে জবে
ক্লান্তি, সাগর, সূর্য জলে অনাথ ইতিহাসের কলরবে।

উত্তর সামরিকী

আকাশে থেকে আলো নিভে যায় ব'লে মনে হয়।
আবার একটি দিন আমাদের মৃগতৃষ্ণার মতো পৃথিবীতে
শেষ হয়ে গেল তবে ;—শহরের ট্রাম
উত্তেজিত হয়ে উঠে সহজেই ভবিতব্যতার
যাত্রীদের বুকে নিয়ে কোন্ এক নিরুদ্দেশ কুড়োতে চলেছে।
এই দিকে পায়দলদের ভিড়—অই দিকে টর্চের মশালে বার-বার
যে যার নিজের নামে সকলের চেয়ে আগে নিজের নিকটে
পরিচিত ;—ব্যক্তির মতন নিঃসহায় ;
জনতাকে অবিকল অমঙ্গল সমুদ্রের মতো মনে ক'রে
যে যার নিজের কাছে নিবারিত দ্বীপের মতন
হয়ে পড়ে অভিমানে—ক্ষমাহীন কঠিন আবেগে।
সে-মুহূর্ত কেটে যায় ; ভালোবাসা চায় না কি মানুষ নিজের
পৃথিবীর মানুষের ?—শহরে রাত্রির পথে হেঁটে যেতে-যেতে
কোথাও ট্রাফিক থেকে উৎসারিত অবিরল ফাঁস
নাগপাশ খুলে ফেলে কিছুক্ষণ থেমে থেমে এ-রকম কথা
মনে হয় অনেকেরই :—
আত্মসমাহিতিকূট ঘুমায়ে গিয়াছে হৃদয়ের।

তবু কোন পথ নেই এখনো অনেক দিন, নেই।
একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসে নি তো।
এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে
ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে হোটেলে অলিগলির উত্তেজে
কমিটি-মিটিঙে ক্লাবে অন্ধকারে অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে
সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজে আজো সূর্যের বদলে
দ্বিতীয় সূর্যকে বুঝি শুধু অন্ন, শান্তি, অর্থ, শুধু মানবীয়
মাংসের নিকটে এসে ভিক্ষা করে। সারাদিন—অনেক গভীর
রাতের নক্ষত্র ক্লান্ত হয়ে থাকে তাদের বিলোল কাকলীতে।

সকল নেশন আজ এই এক বিলোড়িত মহা-নেশনের
কুয়াশায় মুখ ঢেকে যে যার দ্বীপের কাছে তবু
সত্য থেকে—শতাব্দীর রাক্ষসী-বেলায়
দ্বৈপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একটি বিমুখ নেশন।

শীত আর বীতশোক পৃথিবীর মাঝখানে আজ
দাঁড়ায়ে এ-জীবনের কতগুলো পরিচিত সত্তশূন্য কথা—
যেমন নারীর প্রেম, নদীর জলের বীথি, সারসের আশ্চর্য ক্রেংকার
নীলিমায়, দীনতায় যেই জ্ঞান, জ্ঞানের ভিতর থেকে যেই
ভালোবাসা ; মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক
দাবীর আশ্চর্য বিশুদ্ধতা ; যুগের নিকটে ঋণ, মন-বিনিময়,
এবং নতুন জননীতিকের কথা—আরো স্মরণীয় কাজ
সকলের সুস্থতার—হৃদয়ের কিরণের দাবী করে ; আর অদূরের
বিজ্ঞানের আলাদা সজীব গভীরতা ;
তেমন বিজ্ঞান যাহা নিজের প্রতিভা দিয়ে জেনে সেবকের
হাত দিয়া আলোকিত ক'রে দেয়—সকল সাধের
কারণ-কর্দম-ফেণা প্রিয়তর অভিষেকে স্নিগ্ধ ক'রে দিতে ;—

এস সব অনুভব ক'রে নিয়ে সপ্রতিভ হতে হবে না কি।
রাত্রির চলার পথে এক তিল অধিক নবীন
সংমুখীন—অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা
জেগে আছে। কথা ভেবে আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাবস্পর্শে আরো ঋত—অন্তর্দীপ্ত হয়।

বিস্ময়

কখনো বা মৃত জনমানবের দেশে
দেখা যাবে বসেছে কৃষাণ ;
মৃত্তিকা-ধূসর মাথা
আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।

কখনো ফুরুনো ক্ষেতে দাঁড়ায়েছে
সজারুর গর্তের কাছে ;
সেও যেন বাংলার কাণ্ড এক
অঘ্রাণের পৃথিবীর কাছে।

সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে ;

মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত ;
চাঁদের ও-পিঠ থেকে নেমেছে এ-পৃথিবীর
অন্ধকার ন্যুব্জতার মতো।

সে যেন প্রস্তরখণ্ড···স্থির—
নাড়িতেছে পৃথিবীর আহ্নিক অবর্তের সাথে ;
পুরাতন ছাতকুড়ো ম্লাণ দিয়ে
নবীন মাটির ঢেউ মাড়াতে-মাড়াতে।
তুমি কি প্রভাতে জাগ ?
সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে ?
আস্তীর্ণ শতাব্দী ব'হে যায়নি কি
তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে ?

কী তারা গিয়েছে দিয়ে—
নষ্ট ধাম ? উজ্জীবিত ধান ?
সুষুম্না নাড়ীর গতি—অজ্ঞাত ;
তবু আমি আরো অজ্ঞান
যখন দেখেছি চেয়ে কৃষাণকে
বিশীর্ণ পাগড়ী বেঁধে অস্তাক্ত আলোকে
গঙ্গাফড়িঙের মতো উদ্বাহু
মুকুর উঠেছে জেগে চোখে ;—

যেন এই মৃত্তিকার গর্ভ থেকে
অবিরাম চিন্তারাশি—নব-নব নগরীর আবাসের থাম
জেগে ওঠে একবার ;
আর একবার ঐ হৃদয়ের হিম প্রাণায়াম।

সময়ঘড়ির কাছে রয়েছে অক্লান্তি শুধু :
অবিরল গ্যাসে আলো, জোনাকীতে আলো ;
কর্কট, মিথুন, মীন, কন্যা, তুলা ঘুরিতেছে ;—
আমাদের অমায়িক ক্ষুধা তবে কোথায় দাঁড়াল।

গম্ভীর এরিয়েলে

ডুবলো সূর্য ; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।
এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে।
রক্ত-ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের শীতে

নক্ষত্রদের স্থির সমাসীন পরিষদের থেকে উপদেশ
পায় না নব ; তবুও উত্তেজনাও যেন পা না এখন আর ;
চার দিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাংক মিনার জাহাজ—সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
অ্যাসিরিয়ার যুগের মতন আঁধারে নীরব।

অন্ধকারের এ-হাত আমি ভালোবাসি ; চেনা নারীর মতো
অনেক দিনের অদর্শনার পরে আবার হাতের কাছে এসে
জ্ঞানের আলো দিনকে দিয়ে কি অভিনিবেশে
প্রেমের আলো প্রেমকে দিতে এসেছে সময় মতো ;
হাত দু'খানা ক্ষমাসফল ; গণনাহীন ব্যক্তিগত গ্লানি
ইতিহাসের গোলাকধাঁধার বন্দী মরুভূমি—
সবের পরে মৃত্যুতে নয়—নীরব তায় আত্মবিচারের
আঘাত দেবার ছলে কি রাত এমন স্নিগ্ধ তুমি।

আজকে এখন আঁধারে অনেক মৃত ঘুমিয়ে আছে।
অনেক জীবিতেরা কঠিন সাঁকো বেয়ে মৃত্যুনদীর দিকে
জলের ভিতর নামছে—ব্যবহৃত পৃথিবীটিকে
সন্ততিদের চেয়েও বেশী দৈব আঁধার আকাশবাণীর কাছে
ছেড়ে দিয়ে—স্থির ক'রে যায় ইতিহাসের গতি।
যারা গেছে যাচ্ছে—রাতে যাবো সকলি তবে।
আজকে এ-রাত তোমার থেকে আমায় দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে
তবুও তোমার চোখে আত্মা আত্মীয় এক রাত্রি হয়ে রবে।

তোমায় ভালোবেসে আমি পৃথিবীতে আজকে প্রেমিক, ভাবি।
তুমি তোমার নিজের জীবন ভালোবাস ; কথা
এইখানেতেই ফুরিয়ে গেছে ; শুনেছি তোমার আত্মলোলুপতা
প্রেমের চেয়ে প্রাণের বৃহৎ কাহিনীদের কাছে গিয়ে দাবি
জানিয়ে নিদয় খৎ দেখিয়ে আদায় ক'রে নেয়
ব্যাপক জীবন শোষণ ক'রে যে-সব নতুন সচল স্বর্গ মেলে,
যদিও আজ রাষ্ট্র সমাজ অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা,
প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে তবুও তোমার গভীর এরিয়েলে।

ইতিহাসযান

সেই শৈশবের থেকে এ-সব আকাশ মাঠ রৌদ্র দেখেছি ;
এই সব নক্ষত্র দেখেছি।

বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতবার দেখা গেছে মানুষের বাড়ি
রোদের ভিতর যেন সমুদ্রের পারে পাখিদের
বিষণ্ণ শান্তির মতো আয়োজনে নির্মিত হতেছে ;
কোলাহলে—কেমন নিশীথ উৎসবে গ'ড়ে ওঠে।
একদিন শূন্যতায় স্তব্ধতায় ফিরে দেখি তারা
কেউ আর নেই।
পিতৃপুরুষেরা সব নিজ স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে অতীতের দিকে
স'রে যায়,—পুরানো গাছের সাথে সহমর্মী জিনিসের মতো
হেমন্তের রৌদ্রে-দিনে-অন্ধকারে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
কখনো শীতের রাতে যখন বেড়েছে খুব শীত
দেখেছি পিপুল গাছ
আর পিতাদের ঢেউ
আর সব জিনিস : অতীত।
তারপর ঢের দিন চ'লে গেলে আবার জীবনোৎসব
যৌনমত্ততার চেয়ে ঢের মহীয়ান, অনেক করুণ ?
তবুও আবার মৃত্যু।—তারপর একদিন মউমাছিদের
অনুরণনের বলে রৌদ্র বিচ্ছুরিত হ'য়ে গেলে নীল
আকাশ নিজের কণ্ঠে কেমন নিঃসৃত হয়ে ওঠে ;—হেমন্তের
অপরাহ্নে পৃথিবী মাঠের দিকে সহসা তাকালে
কোথাও শনের বনে—হলুদ রঙের খড়ে—চাষার আঙুলে
গালে—কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের
অদৃশ্য সূর্যের থেকে চুপে নেমে আসে,
প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে
কি যেন কিসের সৌরব্যবহারে এসে লেগে থাকে।
অথবা কখনো সূর্য—মনে পড়ে—অবহিত হয়ে
নীলিমার মাঝপথে এসে থেমে র'য়ে গেছে—বড়ো
গোল—রাহুর আভাস নেই—এমনই পবিত্র নিরুদ্বেল।
এই সব বিকেলের হেমন্তের সূর্যছবি—তবু
দেখাবার মতো আজ কোনো দিকে কেউ
নেই আর, অনেকেই মাটির শয়ানে ফুরাতেছে।
মানুষেরা এই সব পথে এসে চ'লে গেছে,—ফিরে
ফিরে আসে ;—তাদের পায়ের রেখায় পথ
কাটে কারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান
সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে সোনা হয়ে ওঠে—দেখে ;
সমস্ত দিনের আঁচ শেষ হলে সমস্ত রাতের
অগণন নক্ষত্রেও ঘুমোবার জুড়োবার মতো

কিছু নেই ;—হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুরপুন্
পিতাদের হাত থেকে ফিরেফিরতির মতো অন্তহীন
সন্ততির সন্ততির হাতে
কাজ ক'রে চ'লে গেছে কতো দিন।
অথবা এদের চেয়ে আরেক রকম ছিলো কেউ-কেউ ;
ছোটো বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড় ;—
সেইখানে বই পড়া হত কিছু—লেখা হত ;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
রেড়ীর আলোর মতো কী যেন কেমন এক আশাবাদ ছিল
তাদের চোখে-মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায় ;
সংসারে সমাজে দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হলে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়ে বড় ;
অথবা বিজয় পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের
এ-পিঠ ও-পিঠ শুধু ;   সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে ;   পৃথিবীতে হেরে গেলে কোন ক্ষোভ নেই।

o o

মাঝে-মাঝে প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় তারা সব জড়ো হয়ে যেত—
কোথায় সুন্দর প্রেতসত্য আছে জেনে তবু পৃথিবীর মাটির কাঁকালে
কেমন নিবিড়ভাবে বিচলিত হয়ে ওঠে, আহা।
সেখানে স্থবির যুবা কোনো-এক তন্বী তরুণীর
নিজের জিনিস হতে স্বীকার পেয়েছে ভাঙা চাঁদে
অর্ধ সত্যে অর্ধ নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে ;
অনেক তরুণী যুবা—যৌবরাজ্যে যাহাদের শেষ
হয়ে গেছে—তারাও সেখানে অগণন
চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরো
অনবলুণ্ঠিত ফিকে মৃগতৃষিকার
মতন জ্যোৎস্নায় এসে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে প্রান্তরের পথে
চাঁদকে নিখিল ক'রে দিয়ে তবু পরিমেয় কলঙ্কে নিবিড়
ক'রে দিতে চেয়েছিল,—মনে মনে—মুখে নয়—দেহে
নয় ; বাংলার মানসসাধনশীত শরীরের চেয়ে আরো বেশি
জয়ী হয়ে শুক্র রাতে গ্রামীন উৎসব
শেষ করে দিতে গিয়ে শরীরের কবলে তো তবুও ডুবেছে বার-বার
অপরাধী ভীরুদের মতো প্রাণে।
তারা সব মৃত আজ।
তাহাদের সন্ততির সন্ততিরা অপরাধী ভীরুদের মতন জীবিত।

'ঢের ছবি দেখা হলো—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, হাতে খননের
অন্ত নেই—মনে হয়—চারিদিকে চীবি দেয়ালের
নিরেট নিঃসত্ত্ব অন্ধকার'—ব'লে যেন কেউ যেন কথা বলে।
হয়তো সে বাংলার জাতীয় জীবন।
সত্যের নিজের রূপ তবুও সবের চেয়ে নিকট জিনিস
সকলের; অধিগত হলে প্রাণ জানলার ফাঁক দিয়ে চোখের মতন
অনিমেষ হয়ে থাকে নক্ষত্রের আকাশে তাকালে।
আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে?
আমাদের মনীষীরা আমাদের অর্ধসত্য ব'লে গেছে
অর্ধমিথ্যার? জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে
চায়; তবু ভয়—হয়তো যা চাওয়ার দীনতা ছাড়া আর কিছু নেই।
ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, নক্ষত্রের রাতের মতন
সফলতা মানুষের দূরবীনে র'য়ে গেছে—জ্যোতির্গ্রন্থে;
জীবনের জন্যে আজো নেই।
অনেক মানুষী খেলা দেখা হলো, বই পড়া সাঙ্গ হলো—তবু
কে বা কাকে জ্ঞান দেবে—জ্ঞান বড় দূরে পৃথিবীর
রূক্ষ গল্পে;—আমাদের জন্যে দূরে—দূরতর আজ।
সময়ের ব্যাপ্তী যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা তো নেই,—স্থবিরতা আছে—জরা আছে।
চারিদিক থেকে ঘিরে কেবলি বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
র'য়ে গেছে। নিজেকে কেবলি আত্মক্রীড় করি; নীড়
গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রণার
মালিন্য এড়ায়ে উৎকান্ত হতে ভয়
পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকোই;
লীন হতে চাই—লীন ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
। আমাদের দু'হাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম।
নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম
প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।
আমরা এখনও লুপ্ত হই নি তো।
এখনও পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে
ঘুরে যায়। থামালেই ভালো হত—হয়তো বা;
তবুও সকলই উৎস গতি যদি—রৌদ্রশুভ্র সিন্দুর উৎসবে
পাখির প্রমাথা দীপ্ত সাগরের সূর্যের স্পর্শে মানুষের
হৃদয়ে প্রতীক ব'লে ধরা দেয় জ্যোতির পথের থেকে যদি,

তাহলে যে আলো অর্ঘ্য ইতিহাসে আছে, তবুও উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসংকোচ
এখনও আসে নি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বার-বার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূরে
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে ;—তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর ;
সে অনেক প্রতারণাপ্রতিভার সেতুলোক পার
হল ব'লে স্থির ;—হতে হবে ব'লে দীন, প্রমাণ, কঠিন ;
তবুও প্রেমিক—তাকে হতে হবে ;—সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিচরিত নয় ; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে ব'লে,
মনে হয় ; এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

মৃত্যু স্বপ্ন সঙ্কল্প

আঁধার হিমের রাতে আকাশের তলে
এখন জ্যোতিষ্ক কেউ নেই।
সে কারা কাদের এসে বলে :
এখন গভীর পবিত্র অন্ধকার ;
হে আকাশ, হে কালশিল্পী, তুমি আর
সূর্য জাগিয়ো না ;
মহাবিশ্বকারুকার্য, শক্তি, উৎস, সাধ :
মহনীয় আগুনের কি উচ্ছিত সোনা ?

তবুও পৃথিবী থেকে—
আমরা সৃষ্টির থেকে নিভে যাই আজ :
আমরা সূর্যের আলো পেয়ে
তরঙ্গ কম্পনে কালো নদী
আলো নদী হয়ে যেতে চেয়ে
তবুও নগরে যুদ্ধে বাজারে বন্দরে
জেনে গেছি কারা ধন্য,
কারা স্বর্ণ প্রাধান্যের সূত্রপাত করে

তাহাদের ইতিহাস-ধারা
ঢের আগে শুরু হয়েছিলো ;
এখনি সমাপ্ত হতে পারে,

তবুও আলেয়াশিখা আজো জ্বালাতেছে
পুরাতন আলোর আঁধারে।

আমাদের জানা ছিলো কিছু;
কিছু ধ্যান ছিলো;
আমাদের উৎস-চোখে স্বপ্নছটা প্রতিভার মতো
হয়তো-বা এসে পড়েছিলো;
আমাদের আশা সাধ প্রেম ছিলো,—নক্ষত্রপথের
অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে
তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে;
আমাদেরো গেছিলো জাগিয়ে
পৃথিবীতে;
আমরা জেগেছি—তবু জাগাতে পারি নি;
আলো ছিলো—প্রদীপের বেষ্টনী নেই;
কাজ ছিলো—শুরু হলো না তো;
তাহলে দিনের সিঁড়ি কি প্রয়োজনের?
নিঃস্বত্ব সূর্যকে নিয়ে কার তবে লাভ!
সচ্ছল শাণিত নদী, তীরে তার সারস-দম্পতি
ঐ জল ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালোবাসে;
তাদের চোখের রং অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে
দিনের সূর্যের বর্ণে রাতের নক্ষত্র মিশে যায়;
তবু তারা প্রণয়কে সময়কে চিনেছে কি আজো?
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কে এসে চেনায়!

আমরা মানুষের ক্রূরতর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ঐ অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি:
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয়ে অনুভব ক'রে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।
ফ্যাক্টরীর সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চ'লে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রি করে,

মানুষের ভাষা যদি জল হয়, আহা,
বহমান ইতিহাসমুদ্রকণিকার
পিপাসা মেটাতে
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়—
ডাক দেবে, তবু তার আগে
আমরা ওদের হাতে রক্ত ভুল মৃত্যু হয়ে হারায়ে গিয়েছি ?

জানি তের কথা কাজ স্পর্শ ছিলো, তবু
নক্ষত্রীর ঘণ্টা-রোল যদি কেঁদে ওঠে,
বন্দরে কুয়াশা বাঁশি বাজে,
আমরা মৃত্যুর হিম ঘুম থেকে তবে
কি ক'রে আবার প্রাণকম্পনলোকের নীড়ে নভে
জ্বলন্ত তিমিরগুলো আমাদের রেণুসূর্যশিখা
বুকে নিয়ে হে উড্ডীন ভয়াবহ বিশ্বশিল্পলোক,
মরণে ঘুমোতে বাধা পাব ?—
নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর একবার এসে এখানে দাঁড়াব।
যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্র সূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে ক'রে লবে।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন
আলোকিত হয়ে ওঠে—রাত্রি অন্ধকার
হয়ে আসে ; সর্বদাই, পৃথিবীর আহ্নিক গতির
একান্ত নিয়ম, এই সব ;
কোথাও লঙ্ঘন নেই দিনের মতন আজো ;
অথবা তা হতে হলে আমাদের জাতকুলশীল
মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয় কোনো।
দ্বিতীয় সময়ে ; সে-সময় আমাদের জন্যে নয় আজ।
রাতের পরের দিন—দিনের পরের রাত নিয়ে সুশৃঙ্খল
পৃথিবীকে বলয়িত মরুভূমি ব'লে
মনে হতে পারে তবু, শহরে নদীতে মেঘে মানুষের মনে
মানবের ইতিহাসে সে অনেক সে অনেক কাল
শেষ ক'রে অনুভব করা যেতে পারে কোনো কাল
শেষ হয় নি কো তবু ;—শিশুরা অনপনেয় ভাবে

কেবলি যুবক হলো,—যুবকেরা স্থবির হয়েছে,
সকলের মৃত্যু হবে,—মরণ হতেছে।

অগণন অংকে মানুষের নাম ভোরের বাতাসে
উচ্চারিত হয়েছিল শুনে নিয়ে সন্ধ্যায় নদীর
জলের মুহূর্তে সেই সকল মানুষ লুপ্ত হয়ে গেছে জেনে
নিতে হয়; কলের নিয়মে কাজ সাঙ্গ হয়ে যায়;
কঠিন নিয়মে নিরঙ্কুশভাবে ভিড়ে মানবের কাজ
অসমাপ্ত হয়ে থাকে,—কোথাও হৃদয় নেই তবু।
কোথাও হৃদয় নেই মনে হয়, হৃদয়যন্ত্রের
ভয়াবহভাবে সুস্থ সুন্দরের চেয়ে এক তিল
অবান্তর আনন্দের অশোভনতায়।
ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত অসারতা
নেমে আসে;—চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ র'য়ে গেছে তবু,
রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে,
বন্ধ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়ে আর লোকোত্তর মাথার নিকটে
স্বর্গের সিঁড়ির মতো;—হুণ্ডী হাতে অগ্রসর হয়ে যেতে হয়।

আমাদের এ-শতাব্দী আজ পৃথিবীর সাথে
নক্ষত্রলোকের এই অবিরল সিঁড়ির পসরা
খুলে আত্মক্রীড় হলো;—মাঘসংক্রান্তির রাত্রি রাজ
এমন নিষ্প্রভ হয়ে সময়ের বুনোনিতে অন্ধকার কাঁটার মতন
কাকে বোনে? কেন বোনে? কোনদিকে কোথায় চলেছে?
এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে,—ঝাউ শিশু জারুলে হাওয়ার শব্দ থেমে
আরো থেমে-থেমে গেলে—আমাদের পৃথিবীর আহ্নিক গতির
অন্ধ কণ্ঠ শোনা যায়;—শোনো, এক নারীর মতন,
জীবন ঘুমায়ে গেছে; তবু তার আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট শরীর
নিশির ডাকের শব্দ শুনে বেবিলনে পথে নেমে
উজ্জয়িনী গ্রীসে রেনেসাঁসে রুশে আধো জেগে, তবু,
হৃদয়ে বিকিয়ে গিয়ে ঘুমায়েছে আর একবার
নির্জন হ্রদের পারে জেনিভার পপলারের ভিড়ে
অন্ধ সুবাতাস পেয়ে;—গভীর গভীরতর রাত্রির বাতাসে
লোকানো হেবসাই মিউনিখ অতলান্তেব চার্টারে
ইউ-এন-ওয়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাসকূট বিষ—
আরো ঘুম—র'য়ে গেছে হৃদয়ে—জীবনের;—নারী,
শরীরের জন্যে আরো আশ্চর্য বেদনা

বিমুক্তো লাঞ্ছনার অবতার র'য়ে গেছে , রাত
এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস্
কনফুচ লেনিন গোটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায় ,—বেলজেনের সব-চেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরো নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে ;
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্ণা,—রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয়,—মানুষের মন
সহসা আকাশপথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
কি রকম সাহসিকতা চেয়ে দেখে,—সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে ;—অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি ? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
স্বর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে ।

পটভূমির

পটভূমির ভিতরে গিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম আমি
দশ-পনেরো বছর আগে ;—সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের ভিতর লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের,—জানো তো অন্তর্যামী !
তোমার মুখ : চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল,
কোথাও কোনো বেলাভূমির নিয়ন্তা নেই,—গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে ;

তারা যুবা, তারা মৃত ! মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল ।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু তোমার মুখের পথে
আজও তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছ, নারি,—
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারি
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে ।
চারিদিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশির
সার্থবাহের অধীর আলো,—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কমল
আমরা আজও বহন ক'রে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভৎসনা…প্রেম নির্ভয়ে দিলাম, প্রিয়ঃ।

অন্ধকার থেকে

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ-পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভেতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নয়,—
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,
কী ক'রে এ-প্রকৃতিতে—পৃথিবীতে, আহা,
ছায়াছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব,—অনুভব করেছি সকলই।

সূর্য জ্বলে,—কল্লোল সাগর জল কোথাও দিগন্তে আছে, তাই
শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন
আমাদের শরীরের সিন্ধু-তীর।

এই সব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের স্মরণীয় মন
জেগে বাধা বাধা ভয় রক্তফেনশীর্ষ ঘিরে প্রাণে
সঞ্চারিত ক'রে গেছে আশা আর আশা ;
সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে,
সকল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি
সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

আমরা অনেক যুগ ইতিহাসে সচকিত চোখ মেলে থেকে
দেখেছি আসন্ন সূর্য আপনাকে বলয়িত ক'রে নিতে-জ্ঞানে
নব নব মৃত সূর্যে শীতে ;
দেখেছি নির্ঝর নদী বালিয়াড়ি মরুর উঠানে
মরণের-ই নামরূপ অবিরল কী যে!

তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন জেগেছে শালিধান ;
ইতিহাস-ধুলো-বিষ উৎসারিত ক'রে নবতর মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ ক'রে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশ-নির্দেশী!
হয়তো এখনো তাই ;—তবু
রাত্রি শেষ হলে রোজ পতঙ্গ-পালক-পাতা শিশির-নিসৃত শুভ্র ভোরে
আমরা এসেছি আজ অনেক হিংসার খেলা অবসান ক'রে ;
অনেক দ্বেষের ক্লান্তি মৃত্যু দেখে গেছি।

আজো তবু
আজো ঢের গ্লানি-কলঙ্কিত হয়ে ভাবি :

রক্তনদীদের পারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির
শোকাবহ অন্ধ কঙ্কালে কি মাছি তোমাদের মৌমাছির নীড়
অল্পায়ু সোনালি রৌদ্রে ;
প্রেমের প্রেরণা নেই—শুধু নির্ঝরিত শ্বাস
পণ্যজাত শরীরের মৃত্যু-ম্লান পণ্য ভালোবেসে ;
তবুও হয়তো আজ তোমরা উড্ডীন নব সূর্যের উদ্দেশ্যে ।

ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানব-জীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে,
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয় ;—জানি ; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে ।
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে ।

একটি কবিতা

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে ;
জানি, তবু ভোরের রাতে, এই মহাসময়ের কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ে ঝরা সোনার মতন
সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে ।
হে সুবর্ণ, হে গভীর গতির প্রবাহ,
আমি মন সচেতন ;—আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর কর—নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে ।
ভালোবেসে আভা আলো শিশিরের উৎসের মতন,
সজ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পীর হাতের থেকে নেমে ;
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন ।

সারাৎসার

এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর,
অমল ভোরের বেলা র'য়ে গেছে, শুধু ;
আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট ক'রে দিয়ে সূর্য আসে ;

অনেক আবছা জল জেগে উঠে নিজ প্রয়োজনে
নদী হয়ে সমস্ত রৌদ্রের কাছে জানাতেছে দাবি ;

নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে প্রথা কয় ভাবি ;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিপলের চকমকি ঠুকে
ঐ সব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা ;
আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা
সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
কী ক'রে মানুষ ও মানুষীর মতো ক'রে রাখে ।

তবু তার উপচার নিয়ে সেই নারী
কোথায় গিয়েছে আজ চ'লে ;
এই তো এখানে ছিল সে অনেক দিন ;
আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হলে
তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয় ঃ
অনুভব ক'রে আমি অনুভব করেছি সময় ।

সময়ের তীরে

নিচে হতাহত সৈনাদের ভিড় পেরিয়ে,
মাথার ওপর অগণন নক্ষত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে,
কোনো দূর সমুদ্রের বাতাসের স্পর্শ মুখে রেখে,
আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির রক্তের গুঞ্জন শুনে,
কোথায় শিবিরে গিয়ে পেঁছিলাম আমি ।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো ;
তাদের হৃদয়ের থেকে উত্থিত সৃষ্টিবিসারী গানে
নতুন সমুদ্রের পারে নক্ষত্রের নগরলোক সৃষ্টি হচ্ছে যেন ;
কোথাও কোনো মানবিক নগর বন্দর মিনার খিলান নেই আর ;
এক দিকে বালিপ্রলেপী মরুভূমি হু-হু করছে ;
আর এক দিকে ঘাসের প্রান্তর ছড়িয়ে আছে—
আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে মাইলের পর মাইল ।

শুধু বাতাস উড়ে আসছে ঃ
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে

সময়সেতুলোকে বিলীন ক'রে দেবার জন্যে,
উচ্ছিত শববাহকের মূর্তিতে।
শুধু বাতাসের প্রেতচারণ
অমৃতলোকের অপাপ্রিয়মান নক্ষত্রযান-আলোর সন্ধানে।
পাখি নেই,—সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরণ ;
কোনো গাছ নেই,—সেই ভূঁতের পল্লবের ভিতর থেকে
অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে।

সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে ?
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল।
স্বর্গীয় শিখার মতো ;
সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার ক'রে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।

কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর
জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে ;
কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে নেই ;
শাদা সাধারণ নিঃসংকোচ রৌদ্রের ভিতরে তুমি নেই আর।
অথবা ঝর্ণার জলে
মিশরী শঙ্খরেখাসর্পিল সাগরীয় সমুৎসুকতায়
তুমি আজ সূর্যজলস্ফুলিঙ্গের আত্মা-মুখরিত নও আর।

তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম,
কিংবা ভারতের ;
অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্যশিখার কোনো স্থান আছে
যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা—সকলের জন্যে !
নিঃসীম শূন্যে শূন্যের সংঘর্ষে স্বতরুৎসারা নীলিমার মতো
কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর
কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন ক'রে চলেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্র—লোক থেকে সূর্যলোকান্তরে !

ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সময়ের
জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি !

শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষিসূর্যের
ডানার উড্ডীন কলরোল ;
আগুনের মহান পরিধি গান ক'রে উঠছে ।

যতদিন পৃথিবীতে

যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর বঞ্চনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি মুক্তির
নির্দেশের পথ ধ'রে চ'লে
হয়তো-বা ক্রমে আরো আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে—হৃদয়ে ;
মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে ।

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চ'লে যাওয়া ;—গোলকধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে ;
জীবনের কালোরঙা মানে কি ফুরুলে
শুধু এই সময়ের সাগর ফুরুলে ।

জেগে ওঠে তবুও মানুষ রাত্রিদিনের উদয়ে ;
চারিদিকে কলরোল করে পরিভাষা
দেশের জাতির স্বার্থ পৃথিবীর তীরে ;
ফেনিল অন্ধ পাবে আশা ?
যেতেছে নিঃশেষ হয়ে সব ?
কী তবে থাকবে ?
আঁধার ও মননের আতঙ্কের এ নিষ্ফল রীতি
মুছে ফেলে আবার সচেষ্ট হয়ে উঠবে প্রকৃতি ?

ব্যর্থ উত্তরাধিকারে মাঝে-মাঝে তবু
কোথাকার স্পষ্ট সূর্য-বিন্দু এসে পড়ে :
কিছু নেই উত্তেজিত হলে ;
কিছু নেই স্বার্থের ভিতরে,

মনের অন্যের কিছু নেই, সেই সবই
জ্ঞানে এ খণ্ডিত রক্ত বণিক পৃথিবী ;
অন্ধকারে সব-চেয়ে সে-শরণ ভালো ঃ
সে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীর ভাবে' আলো ।

মহাত্মা গান্ধী

অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে
ভালো ব'লে মনে হয়,—সময়ের অমেয় আঁধারে
জ্যোতির তারণকণা আসে,
গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতর ভাবে
পৃথিবীর পতিতকে ভালোবাসে, তাই
সকলেরই হৃদয়ের 'পরে এসে নম্র হাত রাখে ;
আমরাও আলো পাই—প্রশান্ত অমল অন্ধকার
মনে হয় আমাদের সময়ের রাত্রিকেও ।

একদিন আমাদের মর্মরিত এই পৃথিবীর
নক্ষত্র শিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন
অধিক সহজ ছিল—শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেবের ।
কেমন সফল এক পর্বতের সানুদেশ থেকে
ঈশা থেকে কথা ব'লে চ'লে গেল—মনে হল প্রভাতের জল
কামনীয় শুশ্রূষার মতো বেগে এসেছে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ
আশা ক'রে আছে ব'লে—চায় ব'লে, –
নিরাময় হ'তে চায় ব'লে ।

পৃথিবীর সেই সব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণশিল্পে অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম উষাপুরুষেরা,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে ;
কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু ;
কোথাও দর্শন নেই ; বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী
দৃষ্টিশক্তি র'য়ে গেছে ঃ মানুষকে মানুষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করাবার ;
তোমাদের সে-রকম প্রেম ছিল, বহ্নি ছিল, সফলতা ছিল ।
তোমাদের চারপাশে সাম্রাজ্য রাজ্যের কোটি দীন সাধারণ

পীড়িত এবং রক্তাক্ত হয়ে টের পেত কোথাও হৃদয়বত্তা নিজে
নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ
ভ'রে ফেলে তারপর আত্মঘাতী মানুষের নিকটে নিজের
দয়ার দানের মতো একজন মানবীয় মহানুভবকে
পাঠাতেছে, — প্রেম শান্তি আলো
এনে দিতে, — মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী
ভেদ ক'রে অন্তঃশীলা করুণার প্রসারিত হাতের মতন।

তারপর ঢের দিন কেটে গেছে ; —
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হয়ে গেছে ;
যেই সব বড়-বড় মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিল
তাদের অন্তর্দান সবিশেষ সমুজ্জ্বল ছিল, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যে সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হয়েছে —
সহিষ্ণুতায় ভেবে সে-সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত ; কেমন কঠিন
ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ ক'রে রাখে
আলো অন্ধকারে রক্তে — কেমন শান্ত দৃঢ়তায়।

এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোন দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয় — ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল
দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ ব'লে সম্ভাষণ ক'রে নয়
কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
জীবনের ঢের পরিসর ভ'রে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে নিয়েছে
পৃথিবীরই সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
সকলকে — সকলের নিচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

আজ এই শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর সচ্ছলতা
এ-রকম প্রিয় এক প্রতিভাদীপন এসে সকলের প্রাণ
শতকের আঁধারের মাঝখানে কোনো স্থিরতর
নির্দেশের দিকে রেখে গেছে ;
রেখে চ'লে গেছে — ব'লে গেছে ঃ শান্তি এই, সত্য এই।

হয়তো-বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা ;

হয়তো-বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক —
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ; —
হয়তো-বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন ব'লে — অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি ব'লে প্রচারিত করার ভিতর ;
হয়তো-বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালো ভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা — সুখে থাকা — রিরংসারক্তিম হয়ে থাকা ;
হয়তো-বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রসৃতির মানে এই শুধু, এই !

চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে — মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে ;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা ক'রেই ক্ষমতাশালী দেখ ;
কবেকার সবলতা আজ এই বেশি শীত পৃথিবীতে — শীত ;
বিশ্বাসের পরম সাগররোল ঢের দূরে সরে চ'লে গেছে ;
প্রীতি প্রেম মনের আবহমান বহতার পথে
যেই সব অভিজ্ঞতা বস্তুত শান্তির কল্যাণের
সত্যই আনন্দসৃষ্টির
সে সব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ, মৃত,
জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর ব'লে ;
আমরা অজ্ঞান নই — প্রতিদিনই শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার করি, তবু
কেমন দুরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।

তবু এই বিলম্বিত শতাব্দীর মুখে
যখন জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিল,
যখন পৃথিবী পেয়ে মানুষ তবুও তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে,
আকাশে নক্ষত্র সূর্য নীলিমার সফলতা আছে, —
আছে, তবু মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,
শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই।

প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল,
তখন তো পৃথিবীতে আবার ঈশার পুনরুদয়ের দিন
প্রার্থনা করার মতো বিশ্বাসের গভীরতা কোনো দিকে নেই ;
তবুও উদয় হয় — ঈশা নয় — ঈশার মতন নয় — আজ এই নতুন দিনের
আর-এক জনের মতো ;
মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় ব'লে ;
হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয় ;

হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে,—মানুষের অগ্রসর আছে ;
একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
পথ থেকে পথান্তরে – সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
দূরতর অন্তঃস্থলে ; – সত্য আছে, আলো আছে ; তবুও সত্যের আবিষ্কারে।
আমরা আজকে এই বড় শতকের
মানুষেরা সে-আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি।
আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয়
মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে ব'লে
জেগে র'বে ; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়।

যদিও দিন

যদিও দিন কেবলি নতুন গল্পবিশ্রুতির
তারপরে রাত অন্ধকারে থেমে থাকা : – লুপ্তপ্রায় নীড়
সঠিক ক'রে নেওয়ার মতো শান্ত কথা ভাবা ;
যদিও গভীর রাতের তারা (মনে হয়) ঐশী শক্তির

তবুও কোথায় এখন আর প্রতিভা আভা নেই ;
অন্ধকারে কেবলি সময় হৃদয় দেয় ক্ষ'য়ে
যেতেছে দেখে নীলিমাকে অসীম ব'রে তুমি
বলতে যদি মেঘ্না নদীর মতন অকূল হয়ে ;

'আমি তোমার মনের নারী শরীরিণী – জানি ;
কেন তুমি স্তব্ধ হয়ে থাকো।
তুমি আছ ব'লে আমি কেবলই দূরে চলতে ভালোবাসি,
চিনি না কোনো সাঁকো।

যতটা দূরে যেতেছি আমি সূর্যকরোজ্জ্বলতাময় প্রাণে
ততই তোমর সত্ত্বাধিকার ক্ষয়
পাচ্ছে ব'লে মনে কর ? তুমি আমার প্রাণের মাঝে দ্বীপ,
কিন্তু সে-দ্বীপ মেঘ্না নদী নয়।' –

এ-কথা যদি জলের মতো উৎসারণে তুমি
আমাকে – তাকে – যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে
ব'লে যেতে ; – শুনে নিতাম, মহাপ্রাণের বুক্ষ থেকে পাখি
শোনে যেমন আকাশ বাতাস রাতের তারকাকে।

দেশ কাল সন্ততি

কোথাও পাবে না শান্তি — যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে ?
এ-মাঠ পুরোনো লাগে — সেখানে সোনার গন্ধ — পায়রা শালিখ সব চেনা ?
এক ছাদ ছেড়ে দিয়ে অন্য সূর্যে যায় তারা — লক্ষ্যের উদ্দেশে
তবুও অশোকস্তম্ভ কোনো দিকে সান্ত্বনা দেবে না ।

কেন লোভে উদ্‌যাপন ?   মুখ-ম্লান — চোখে তবু উত্তেজনা সাধ ?
জীবনের ধার্য বেদনার থেকে এ-নিয়মে নিষ্কৃতি কোথায় ।
ফড়িং অনেক দূরে উড়ে যায় রোদে ঘাসে — তবু তার কামনা অবাধ
অসীম ফড়িংটিকে খুঁজে পাবে প্রকৃতির গোলকধাঁধায় ।

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাসে ;
তবু তার দিন শেষ হয়ে গেল : একদিন হতই তো, যেন এই সব
বিদ্যুতের মতো মৃদু ক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার ; যতোবার হৃদয়ের গভীর প্রয়াসে
বাধা ছিঁড়ে যেতে যায় — পরিচিত নিরাশায় তত বার হয় সে নীরব ।

অলক্ষ্য অক্লান্তশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব ;
জানে তারা কীটেরাও পতঙ্গেরা শান্ত শিব পাখির ছানাও ;
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায় ; — হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও ?

মহাগোধূলি

সোনালি খড়ের ভারে অলস গোরুর গাড়ি — বিকেলের রোদ প'ড়ে আসে
কালো নীল হলদে পাখিরা ডানা ঝাপটায় ক্ষেতের ভাঁড়ারে ;
সাদা পথ ধুলো মাছি — ঘুম হয়ে মিশছে আকাশে ;
অস্ত-সূর্য গা এলিয়ে অড়র ক্ষেতের পারে-পারে

শুয়ে থাকে ; রক্তে তার এসেছে ঘুমের স্বাদ এখন নির্জনে,
আসন্ন এ-ক্ষেতটিকে ভালো লাগে — চোখে অগ্নি তার
নিভে-নিভে জেগে ওঠে ; — স্নিগ্ধ কালো অঙ্গারের গন্ধ এসে মনে
একদিন আগুনকে দেবে নিস্তার ।

কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন প্ল্যান ক্ষয়ংকর;
কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব :
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই পদ্ম আমার হৃদয়
ক'রে চুপ হয়েছিল — আজও সময়ের কাছে তেমনই নীরব ।

মানুষ যা চেয়েছিল

গোধূলির রং লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম ;
খয়েরী শালিখগুলো খেলছে বাতাবীগাছে—তাদের পেটের শাদা রোম
সবুজ পাতার নিচে ঢাকা প'ড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে,
হলুদ পাতার কোলে কেঁপে-কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।
ও কার গোরুর গাড়ি র'য়ে গেছে ঘাসে ঐ পাখা মেলে ফড়িঙের মতো।

হরিণী রয়েছে ব'সে নিজের শিশুর পাশে বড়ো চোখ মেলে ;
আঁকা-বাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুর গোধূলির
মেঘগুলো লেগে আছে ; সবুজ ঘাসের 'পরে ছবির মতন যেন স্থির ;
দিঘির জলের মতো ঠাণ্ডা কালো নিশ্চিন্ত চোখ ;
সৃষ্টির বঞ্চনা ক্ষমা করবার মতন অশোক
অনুভূতি জেগে ওঠে মনে।…
আঁধার নেপথ্যে সব চারিদিকে—কূল থেকে অকূলের দিক নিরূপণে
শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর—তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে ;
কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে ;
মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।

আজকের রাতে

আজকের রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত ; চারিদিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র ঘাস হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষ ও তার যুক্তির ভিতর ;—

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
নিবিড় নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন পাশার দান হাতে :
কী কাজ খুঁজে ;—সকল অনুশীলন ভালো নয় ;
গভীর ভাবে জেনেছি যে-সব সকাল বিকাল নদী নক্ষত্রকে
তারি ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয়।

হে হৃদয়

হে হৃদয়,
নিস্তব্ধতা ?
চারিদিকে মৃত সব অরণ্যেরা বুঝি ?
মাথার ওপরে চাঁদ
চলছে কেবলি কেটে পথ খুঁজে—

পেঁচার পাখায়
জোনাকির গায়ে
ঘাসের ওপরে কী যে শিশিরের মতো ধূসরতা
দীপ্ত হয় না কিছু ?
ধ্বনিও হয় না আর ?

হলুদ দু'ঠ্যাং তুলে নেচে রোগা শালিখের মতো যেন কথা
ব'লে চলে তবুও জীবন :
বয়স তোমার কত ? চল্লিশ বছর হ'ল ?
প্রণয়ের পালা ঢের এল গেল—
হ'ল না মিলন ?

পর্বতের পথে-পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত শফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে ?
পতঞ্জলি এসে ব'লে দেবে
প্রভেদ কী যারা শুধু ব'সে থেকে ব্যথা পায় মৃত্যুর গহ্বরে
মুখে রক্ত তুলে যারা খচ্চরের পিঠ থেকে প'ড়ে যায় ?

মৃত সব অরণ্যেরা ;
আমার এ-জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে :
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নীচে
কেন চ'লে যেতে চাও মিছে ;
কোথাও পাবে না কিছু ;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে

আমি তবু বলি :
এখনও যে-ক'টা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,

দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহা-নীলাকাশ;
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।

ঝরা পালক

ভূমিকা

ঝরা পালকের কতকগুলি কবিতা প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকীগুলি নূতন।

জীবনানন্দ দাশ

কলিকাতা

১০ই আশ্বিন ১৩৩৪।

০ ০ ০ ০ ০ ০

সূচীপত্র

আমি কবি—সেই কবি

আমি কবি,—সেই কবি,—

আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরা পালকের ছবি !
আন্‌মনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে !
মৌন নীলের ইসারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে !
বুকের দাদরা উথলি উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে !
দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি' ।

স্বপন সুরার ঘোরে

আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা করে' !
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হ'লো না আমার সাধা,—
পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়,—পথে পথে ধায় ধাঁধা !
—নিমেষে পাসরি' এই বসুধার নিয়তি মানার বাধা
সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভরে' :

ভুঁয়ের চাঁপাটি চুমি'

শিশুর মতন, শিরীষের বুকে নীরবে পড়ি গো নুমি' !
ঝাউয়ের কাননে মিঠা মাঠে মাঠে মটর-ক্ষেতের শেষে
তোতার মতন চকিতে কখন আমি আসিয়াছি ভেসে' !
—ভাটিয়াল সুর সাঁঝের আঁধারে দরিয়ার পারে মেশে,—
বালুর ফরাসে ঢালু নদীটির জলে ধোঁয়া ওঠে ধূমি' !

বিজন তারার সাঁঝে

আমার প্রিয়ের গজল-গানের রেওয়াজ বুঝি বা বাজে ।
প'ড়ে আছে হেথা ছিন্ন নীবার, পাখীর নষ্ট নীড় !
হেথায় বেদনা মা-হারা শিশুর, শুধু বিধবার ভীড় !
কোন্ যেন এক সুদূর আকাশ গোধূলিলোকের তীর
কাজের বেলায় ডাকিছে আমারে, ডাকে অকাজের মাঝে !

নীলিমা

রৌদ্র ঝিল্‌মিল্‌,
ঊষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার প্রাচীরের পারে !
—উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,

উগ্র চুল্লীবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি',
আরক্ত কঙ্করগুলি মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা'
—মরীচিকা ঢাকা!
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার,—পায় নাক' পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,—
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার মায়াদণ্ডে ভেঙেছে মায়াবী।
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি
কোন্ দূর যাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি'
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধির-লিপিকা
জ্বলে উঠে অস্তহারা আকাশের গৌর দীপশিখা।
বসুধার অশ্রু পাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস; নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়,—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
—শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে' শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে,
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,
তোমার চকিতস্পর্শে হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

নব নবীনের লাগি'

—নব নবীনের লাগি'
প্রদীপ ধরিয়া আঁধারের বুকে আমরা রয়েছি জাগি'।
ব্যর্থ পঙ্গু খর্ব প্রাণের বিকল শাসন ভেঙে,
নব আকাঙ্ক্ষা আশার স্বপনে হৃদয়ে মোদের রেঙে,
দেবতার দ্বারে নবীন বিধান—নতুন ভিক্ষা মেগে
দাঁড়ায়েছি মোরা তরুণ প্রাণের অরুণের অনুরাগী!

ঝড়ের বাতাস চাই।
—চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলী,—শ্মশানপথের ছাই,

ছড়ায়ে রয়েছে পাহাড় প্রমাণ মৃতের অস্থি ধূলি,
কে সাজাবে ঘর দেউলের পর কঙ্কাল তুলি' তুলি ?
সূর্য্য-চন্দ্র নিভায়ে কে দেবে জরার চোখের ধূলি ।
—মরার ধরায় জ্যান্ত কখনো মাগিতে যাবে কি ঠাঁই !

ঘুমোয়ে কে আছে ঘরে !

মৃত শিশু বুকে কল্যাণী পুরকামিনী কি আজ মরে !
কে আছে বসিয়া হতাস উদাস অলস অন্যমনা ?
দোদুল আকাশে দুলিয়া উঠিছে রাঙা অশনির ফণা,
বাজে বাদলের রঙ্গমল্লী, ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা ।
ফিরিছে বালক ঘর-পলাতক ঝরা পালকের ঝড়ে ।

আমরা অশ্বারোহী ।—

যাযাবর যুবা, বন্দিনীদের ব্যথা মোর বুকে বহি,
মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি,
মোদের প্রাণের পূজার দেউলে তাহার প্রতিমা গড়ি,
চুয়া-চন্দন গন্ধ বিলায়ে আমরা ঝরিয়া পড়ি,
সুবাস ছড়াই উশীরের মত,—ধূপের মতন দহি ।

গাহি মানবের জয় ।

—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয় !
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি বুকে কোটি দেউটি জ্বলিছে,—কোটি কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপ নিভায়ে মানব-দেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয় ।

—জয় মানবের জয় !

কিশোরের প্রতি

যৌবনের সুরাপাত্র গরল-মদির
ঢালো নি অধরে তব, ধরা-মোহিনীর
উর্দ্ধফণা মায়া-ভুজঙ্গিনী
আসেনি তোমার কাম্য উরসের পথটুকু চিনি,
চুমিয়া চুমিয়া তব হৃদয়ের মধু
বিষবহ্নি ঢালেনিক' বাসনার বধূ
অন্তরের পান পাত্রে তব ;

অম্লান আনন্দ তব, আপ্লুত উৎসব,
অশ্রুহীন হাসি,
কামনার পিছে ঘুরে' সাজো নি উদাসী।
ধবল কাশের দলে, আশ্বিনের গগনের তলে
তোর তরে রে কিশোর, মৃগতৃষ্ণা কভু নাহি জ্বলে।
নয়নে ফোটে না তব মিথ্যা মরুদ্যান।
অপরূপ রূপ পরীস্থান
দিগন্তের আগে
তোমার নির্মেঘ-চক্ষে কভু নাহি জাগে।
আকাশ-কুসুম-বীথি দিয়া
মাল্য তুমি আনো না রচিয়া
উধাও হও না তুমি আলেয়ার পিছে
জ্বালাময় গগনের নীচে।
রূপ পিপাসায় জ্বলি' মৃত্যুর পাথারে
স্পন্দহীন প্রেতপুরদ্বারে
করোনিক' করাঘাত তুমি
সুধার সন্ধানে লক্ষ বিষপাত্র চুমি'
সাজনিক' নীলকণ্ঠ ব্যাকুল বাউল।
অধরে নাহিক' তৃষ্ণা, চক্ষে নাহি ভুল,
রক্তে তব অলক্ত যে পরে নাই আজো রাণী,
রুধির নিঙাড়ি তব আজো দেবী মাগে নাই রক্তিম চন্দন।
কারাগারে নাহি তব, নাহিক বন্ধন;
ধূলিধূল পতাকা, বর্শা তন্দ্রাহারা প্রহরীর সঙিন তুলিয়া,
—সুকুমার কিশোরের হিয়া
—জীবন-সৈকতে তব দুলে যায় লীলায়িত লঘুনৃত্য নদী,
বক্ষে তব নাচেনিক' যৌবনে দুরন্ত জলধি;
শুল-তোলা শম্ভুর মতন
আস্ফালিয়া উঠে নাই মন
মিথ্যা বাধা বিধানের ধ্বংসের উল্লাসে।
তোমার আকাশে
দ্বাদশ'সূর্যের বহ্নি ওঠেনিক' জ্বলি'
কক্ষচ্যুত উল্কাসম পড়েনিক' স্খলি',
কুজ্ঝটিকা-আবর্তের মাঝে
অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গের সাজে।
সব বিঘ্ন সকল আগল
ভাঙিয়া জাগোনি তুমি স্পন্দন-পাগল

অনাগত স্বপ্নের সন্ধানে
দুরন্ত দুরাশা তুমি জাগাওনি প্রাণে।
নিঃস্ব দুটি অঞ্জলির আকিঞ্চন মাগি'
সাজোনিক দিক্‌ভোলা দিওয়ানা বৈরাগী!
পথে পথে ভিক্ষা মেগে কাম্য কল্পতরু
বাজাওনি শ্মশান-ডমরু!
জ্যোৎস্নাময়ী নিশি তব, জীবনের অমানিশা ঘোর
চক্ষে তব জাগেনি কিশোর।
আঁধারের নির্বিকল্প রূপ,
স্পন্দহীন বেদনার কূপ
রুদ্ধ তব বুকে;
তোমার সম্মুখে
ধরিত্রী জাগিছে ফুল্ল-সুন্দরীর বেশে;
নিত্য বেলা শেষে
যেই পুষ্প ঝরে,
যে বিরহ জাগে চরাচরে
গোধূলির অবসানে শোক-ম্লান সাঁঝে,
তাহার বেদনা তব বক্ষে নাহি বাজে;
আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া জ্বালো নাই চিতা,
ব্যথার সংহিতা
গাহ নাই তুমি;
দরিয়ার তীর ছাড়ি দেখ নাই দাব-মরুভূমি
জ্বলন্ত নিষ্ঠুর!
নগরীর ক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে যেই মৃত্যু প্রেতপুর,
ডাকিনীর রুক্ষ অট্টহাসি
ছন্দ তার মর্মে তব ওঠে না প্রকাশি'!
সভ্যতার বীভৎস ভৈরবী
মলিন করেনি তব মানসের ছবি,
ফেনিল করেনি তব নভোনীল, প্রভাতের আলো
এ উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের বক্ষে তার রশ্মি আজ ঢালো, বন্ধু, ঢালো!

মরীচিকার পিছে

ধূম্রতপ্ত আঁধির কুয়াশা তরবারি দিয়ে চিরে
সুন্দর দূরে মরীচিকাতটে ছলনামায়ার তীরে
ছুটি যায় দুটি আঁখি।
—কতদূর হায় বাকি।

উধাও অশ্ব বল্গাবিহীন অগাধ মরুভূ ঘিরে',
পথে পথে তার বাধা জ'মে যায়,—তবু সে আসে না ফিরে!

দূরে,—দূরে,—আরো দূরে,—আরো দূরে,
অসীম মরুর পারাবার-পারে আকাশ-সীমানা জুড়ে'
ভাসিয়াছে মরুতৃষা!
—হিয়া হারায়েছে দিশা!
কে যেন ডাকিছে আকুল অলস উদাস বাঁশীর সুরে
কোন দিগন্তে নির্জ্জন কোন মৌন মায়াবী-পুরে!

কোন্ এক সুনীল দরিয়া সেথায় উথলিছে অনিবার!
—কান পেতে একা শুনেছে সে তার অপরূপ ঝঙ্কার,
ছোটে অঞ্জলি পেতে',
তৃষাও নেশায় মেতে,'
ঊষর ধূসর মরুর মাঝারে এমন খেয়াল কার!
খুলিয়া দিয়াছে মাতাল ঝর্ণা না জানি কে দিল্‌দার!

কে যেন রেখেছে সবুজঘাসের কোমল গালিচা পাতি!
যত খুন যত খারাবীর ঘোরে পরাণ আছিল মাতি,'
নিমেষে গিয়েছে ভেঙে
স্বপন-আবেশে রেঙে
আঁখি দুটি তার জৌলস্-রাঙা হ'য়ে গেছে রাতারাতি!
কোন যেন এক জিন্-সর্দার সেজেছে তাহার সাথী।
কোন যেন পরী চেয়ে আছে দুটি চঞ্চল চোখ তুলে!
পাগ্‌লা হাওয়ায় অনিবার তার ওড়্‌না যেতেছে দুলে'!
গেঁথে গোলাপের মালা
তাকায়ে রয়েছে বালা,
বিলায়ে দিয়েছে রাঙা নার্গিস্ কালো পশ্‌মিনা চুলে।
বসেছে বালিকা খর্জ্জুরছায়ে নীল দরিয়ার কূলে।

ছুটিতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত অশ্ব কশাঘাত—জর্জ্জর,
চারিদিকে তার বালুর পাহাড়,—মরুর হাওয়ার ঝড়;
নাহি শ্রান্তির লেশ,
সুদূর নিরুদ্দেশ—
অসীম কুহক পাতিয়া রেখেছে তাহার বুকের পর!
পথের তালাসে পাগল সোয়ার হারায়ে ফেলেছে ঘর!

আঁখির পলকে পাহাড়ের পারে কোথা সে ছুটিয়া যায়।
চকিত আকাশ পায় না তাহার নাগাল খুঁজিয়া হায়।
ঝড়ের বাতাস মিছে
ছুটিছে তাহার পিছে।
মরুভূর প্রেত চমকিয়া তার চক্ষের পানে চায়,—
সুরার তাপসে চুমুক দিল কে গরলের পেয়ালায়।

জীবন-মরণ দুয়ারে আমার

সরাইখানার গোলমাল আসে কানে,
ঘরের সার্সি বাজে তাহাদের গানে,
পর্দা যে উড়ে যায়
তাদের হাসির ঝড়ের আঘাতে হায়।
—মদের পাত্র গিয়াছে কবে যে ভেঙে।
আজো মন ওঠে রেঙে
দিলদারদের দরাজ গলার রবে,
সরায়ের উৎসবে।
কোন্ কিশোরীর চুড়ির মতন হায়
পেয়ালা তাদের থেকে থেকে বেজে যায়
বেহুঁশ হাওয়ার বুকে।
সারা জনমের শুষে-নেওয়া খুন্ নেচে' ওঠে' মোর মুখে
পাণ্ডুর দুটি ঠোঁটে
ডালিমফুলের রক্তিম আভা চকিতে আবার ফোটে।
মনের ফলকে জ্বলিছে তাদের হাসিভরা লাল গাল,
ভুলে, গেছে তারা এই জীবনের যত-কিছু জঞ্জাল।
আখেরের ভয় ভুলে'
দিলাওয়ার প্রাণ খুলে'
জীবন-রবারে টানিছে ক্ষিপ্ত ছড়ি।
অধরে আকাশে মধুমালতীর পাপড়ি পড়িছে ঝরি',
নিভিছে দিনের আলো;
জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, কারে যে বাসিব ভালো
একা একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন।
পূর্ণ হয়নি পিপাসী প্রাণের একটি আকিঞ্চন,
খুলিনি একটি' মন,—
যৌবন-শতদলে মোর হায় ফোটে নাই পরিমল।

উৎসবে-লোভী অলি
আসেনি হেথায়,—
কীটের আঘাতে শুকায়ে গিয়েছে কবে কামনার কলি।
—সারাটি জীবন বাতায়নখানি খুলে'
তাকারে দেখেছি নগরী-মরুতে ক্যারাভেন্ যায় দুলে'
আশা-নিরাশার বালু-পারাবার বেয়ে',
সুদূর মরুদ্যানের পানেতে চেয়ে'।
সুখ-দুঃখের দোদুল ঢেউয়ের তালে
নেচেছে তাহারা,—মায়াবীর যাদুজালে
মাতিয়া গিয়াছে খেয়ালী মেজাজ খুলি',
মৃগতৃষ্ণার মদের নেশায় ভুলি'।
মস্তানা সেজে' ভেঙে' গেছে ঘর-দোর,
লোহার শিকের আড়ালে জীবন লুটায়ে কেঁদেছে মোর।
কারার ধুলায় লুণ্ঠিত হ'য়ে বান্দার মত হায়
কেঁদেছে বুকের বেদুইন মোর দুরাশার পিপাসায়।
জীবন-পথের তাতার দস্যুগুলি
হুল্লোড় তুলি' উড়ায়ে গিয়েছে ধূলি
মোর খুবাক্ষে কবে।
কণ্ঠ বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে শুব্ধ নভে।
আতুর নিদ্রা চকিতে গিয়েছে ভেঙে
সারাটি নিশীথ খুন্ রোশ্‌নাই প্রদীপে মনটি রেঙে
একাকী রয়েছি বসি',
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাইনি যে তাহা টের।
—দূর দিগন্তে চ'লে গেছে কোথা খুশ্‌রোজী মুসাফের।
কোন্ সুদূরের তুরাণী প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে।
দীর্ঘ দিবস ব'য়ে গেছে যারা হাসি অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের 'রোজা' ;
আমার গগনে 'ঈদরাত' কভু দেয়নি যে হায় দেখা,
পরাণে কখনো জাগেনি 'রোজা'র ঠেকা।
কি যে মিঠা এই সুখের দুখের ফেনিল জীবনখানা।
এই যে নিষেধ, এই যে বিধান,—আইন কানুন, এই যে শাসন মানা,
ঘরদোর ভাঙা তুমুল প্রলয়ধ্বনি
নিত্য গগনে এই যে উঠিছে রণি'
যুবানবীনের নটনর্তন তালে,

ভাঙনের গান এই যে বাজিছে দেশে দেশে কালে কালে,
এই যে তৃষ্ণা-বেদন-দুরাশা-জয়-সংগ্রাম-ভুল
সফেন সুরার কাচের মতন ক'রে দেয় মস্গুল
দিওয়ানা প্রাণের নেশা !
ভগবান, ভগবান, তুমি যুগ যুগ থেকে ধ'রেছ শুঁড়ির পেশা !
—লাখো জীবনের শূন্য পেয়ালা ভরি' দিয়া বারবার
জীবন-পান্থশালার দোকানে জুগিয়েছ আসাব,—
মাতালের চীৎকার !
অনাদি কালের থেকে ;
মরণ-শিয়রে মাথা পেতে' তার দস্তুর যাই মেনে !
বেদনার ধূসর বালুকার পরে রূপার তাবিজ প্রায়
জীবনের নদী কলরোলে ব'য়ে যায় ।
কোটি শতেক দিয়ে দুখের মরুভূ নিয়েছে তাহারে শুষে',
ছলা-মরীচিকা ভুলিয়েছে তার প্রাণের খেয়াল-খুশে ।
মরণ-সাহারা আসি'
নিতে চায় তারে গ্রাসি' !
তবু সে হয় না হারা
ব্যথার রুধির ধারা
জীবন মদের পাত্র ভরিয়া তার
যুগ যুগ ধরি' অপরূপ সুরা গাঁজিছে অনিবার !

বেদিয়া

চুলি চাপা সব ফেলেছে সে ভেঙে' পিঞ্জর-হারা পাখী ।
পিছু-ডাকে কভু আসে না ফিরিয়া, কে তারে আনিবে ডাকি ?
উদাস উধাও হাওয়ার মতন চকিতে যায় সে উড়ে',
গানটি তাহার সেধেছে সবার নদী-ঝর্ণার সুরে ;
নয় সে বান্দা রংমহলের, মোতিমহলের বাঁদী,
কড়া হাওয়া সে যে, গৃহ প্রাঙ্গণে কে তারে রাখিবে বাঁধি !
কোন্ সুদূরের বেনামী পথের নিশানা নেছে সে চিনে,
ব্যর্থ ব্যথিত প্রান্তর তার চরণ-চিহ্ন বিনে ।
যুগযুগান্তর কত কান্তার তার পানে আছে চেয়ে ।
কবে সে আসিবে উসর ধূসর বালুকা-পথটি বেয়ে',
তারি প্রতীক্ষা মেগে ব'সে আছে ব্যাকুল বিজন মরু ।
দিকে দিকে কত নদী-নির্ঝর কত গিরিচূড়া তরু
ঐ বাঞ্ছিত বন্ধুর তরে আসন রেখেছে পেতে'

কালো-মৃত্তিকা ঝরা-কুসুমের বন্দনা-মালা গেঁথে'
ছড়ায়ে পড়িছে দিক দিগন্তে ক্ষ্যাপা পথিকের লাগি' !
বাবলা বনের মৃদুল গন্ধে বন্ধুর দেখা মাগি'
লুটায়ে রয়েছে কোথা সীমান্তে শরৎ ঊষার শ্বাস !
ঘুঘু হরিয়াল-ডাহুক-শালিখ-গাঙচিল-বুনোহাঁস
নিবিড় কাননে তটিনীর কূলে ডেকে যায় ফিরে' ফিরে'
বহু পুরাতন পরিচিত সেই সঙ্গী আসিল কি রে।
তারি লাগি তায় ইন্দ্রধনুকে নিবিড় মেঘের কূলে,
তারি লাগি আসে জোনাকী নামিয়া গিরিকন্দর মূলে
ঝিনুক নুড়ির অঞ্জলি ল'য়ে কল-রব ক'রে ছুটে'
নাচিয়া আসিছে অগাধ সিন্ধু তারি দুটি করপুটে।
তারি লাগি কোথা বালুপথে দেখা দেয় হীরকের কোণা,
তাহারি লাগিয়া উজানী নদীর ঢেউয়ে ভেসে আসে সোনা।
চকিতে পরশপাথর কুড়ায়ে বালকের মত হেসে'
ছুঁড়ে ফেলে দেয় উদাসী বেদিয়া কোন্ সে নিরুদ্দেশে।
যত্ন করিয়া পালক কুড়ায়, কাণে গোঁজে বনফুল,
চাহেনা রতন-মনি-মঞ্জুষা-হীরে-মাণিকের দুল্
—তার চেয়ে ভালো অমল ঊষার কনক রোদের সিঁথি,
তার চেয়ে ভালো আলো-ঝলমল শীতল শিশির-বীথি,
তার চেয়ে ভালো সুদূর গোধূলী রঙীন্ ছটা,
তার চেয়ে ভালো বেদিয়া বালার ক্ষিপ্র হাসির ছটা।
কি ভাষা বলে সে, কি বাণী জানায়, কিসের বারতা বহে !
মনে হয় যেন তারি তরে শুধু দুটি কান পেতে রহে
আকাশ বাতাস আলোক আঁধার মৌন স্বপন ভরে,
মনে হয় যেন নিখিল বিশ্ব কোল পেতে তার তরে।

নাবিক

কবে তব হৃদয়ের নদী
বরি' নিল অসম্বৃত সুনীল জলধি।
সাগর—শকুন্ত—সম উল্লাসের রবে
দূর সিন্ধু ঝটিকার নভে
বাজিয়া উঠিল তব দুরন্ত যৌবন
—পৃথিবীর বেলায় বসি' কেঁদে মরে আমাদের শৃঙ্খলিত মন।
কারাগার—মর্ম্মরের তলে
নিরাশ্রয় বন্দীদের খেদ-কোলাহলে

ভ'রে যায় বসুধার আহত আকাশ !
অবনত শিরে মোরা ফিরিতেছি ঘৃণ্য বিধিবিধানের দাস !
—সহস্রের অঙ্গুলি তর্জন
নিত্য সহিতেছি মোরা'—বারিধির বিপ্লব-গর্জন
বরিয়া লয়েছ তুমি,—তারে তুমি বাসিয়াছ ভালো ?
তোমার পঞ্জর তলে টগ্‌বগ্‌ করে খুন—দুরন্ত, ঝাঁঝালো ?
তাই তুমি পদাঘাতে ভেঙে' গেলে অচেতন বসুধার দ্বার,
অবগুণ্ঠিতার
হিমকৃষ্ণ অঙ্গুলির কঙ্কাল পরশ,
পরিহরি' গেলে তুমি,—মৃত্তিকার মদ্যহীন রস
তুহিন নির্বিষ নিঃস্ব প্রাণপাত্রখানা
চকিতে চূর্ণিয়া গেলে,—সীমাহারা আকাশের নীল শামিয়ানা
বাড়ব-আরক্ত স্ফীত বারিধির তট,
তরঙ্গের তুঙ্গ গিরি, দুর্গম সংকট
তোমারে ডাকিয়া নিল মায়াবীর রাঙা মুখ তুলি' ।
নিমেষে ফেলিয়া গেলে ধরণীর শূন্য ভিক্ষাঝুলি ।
প্রিয়ার পাণ্ডুর আঁখি অশ্রু-কুহেলিকা-মাখা গেলে তুমি ভুলি' ।
ভুলে' গেলে ভীরু হৃদয়ের ভিক্ষা, আতুরের লজ্জা অবসাদ,
অগাধের সাধ
তোমারে সাজায়ে দেছে ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা-সিন্দবাদ্‌ !
মণিময় তোরণের তীরে
মৃত্তিকার প্রমোদ-মন্দিরে
নৃত্য-গীত-হাসি-অশ্রু উৎসবের ফাঁদে
হে দুরন্ত দুর্নিবার,—প্রাণ তব কাঁদে !
ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মের বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে গেছে, ওহে বীর শের !
টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত-আখের
হে জলধি পাখী !
পক্ষে তব নাচিতেছে লক্ষ্যহারা দামিনী-বৈশাখী !
ললাটে জ্বলিছে তব উদয়াস্ত আকাশের রক্তচূড় ময়ূখের টিপ,
কোন্‌ দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ
করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে !
বিচিত্র বিহঙ্গ কোন্‌ মণিময় তোরণের দ্বারে
সহর্ষ নয়ন মেলি' হেরিয়াছ কবে !
কোথা দূরে মায়াবনে পরীদল মেতেছে উৎসবে,—

স্তম্ভিত নয়নে
নীল বাতায়নে
তাকায়েছ তুমি !
ও দূরের আকাশের সন্ধ্যারাগ-প্রতিবিম্বে প্রস্ফুটিত সমুদ্রের আচম্বিত
ইন্দ্রজাল তুমি'
সাজিয়াছ বিচিত্র মায়াবী।
সৃজনের যাদুঘর রহস্যের চাবি
আনিয়াছ কবে উন্মোচিয়া
হে জল-বেদিয়া !
অলক্ষ্য বন্দর পানে ছুটিতেছ তুমি নিশিদিন
সিন্ধু বেদুইন !
নাহি গৃহ,—নাহি পান্থশালা—
লক্ষ লক্ষ ঊর্মি-নাগবালা
তোমারে নিতেছে ডেকে রহস্য-পাতালে,—
বারুণী যেথায় তার মণিদীপ জ্বালে ;
প্রবাল-পালঙ্ক-পাশে মীননারী ঢুলায় চামর।
সেই দুরাশার মোহে ভুলে' গেছ পিছু-ডাকা-স্বর,
ভুলেছ নোঙর !
কোন দূর কুহকের কূল
লক্ষ্য করি' ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয়-মাস্তুল
কেবা তাহা জানে।
অচিন আকাশ তারে কোন্ কথা কয় কানে কানে।

বনের চাতক—মনের চাতক

বনের চাতক বাঁধল বাসা মেঘের কিনারায়,—
মনের চাতক হারিয়ে গেল দূরের দুরাশায়।
ফুঁপিয়ে ওঠে কাতর আকাশ সেই হতাশার ক্ষোভে,—
সে কোন বৌটের ফুলের ঠোঁটের মিঠা মদের লোভে
বনের চাতক—মনের চাতক কাঁদছে অবেলায়।

পূবের হাওয়ার হাপর জ্বলে, আগুন দানা ফোটে।
কোন্ ডাকিনীর বুকের চিতায় পশ্চিম আকাশ টাটে।
বাদল-বৌ'য়ের চুমার মৌ'য়ের সোয়াদ চেয়ে' চেয়ে'
বনের চাতক—মনের চাতক চলছে আকাশ বেয়ে',

ঘাটের ভরা কল্‌সী ও কার কাঁদছে মাঠে মাঠে।

ওরে চাতক,—বনের চাতক, আয়রে নেমে' ধীরে
নিঝুম ছায়া-বৌ'রা যেথা ঘুমায় দীঘি ঘিরে'
'দে জল!' বলে ফোঁপাস্‌ কেন? মাটির কোলে জল
খবর-খোঁজা সোজা চোখের সোহাগে-ছল্‌ছল্‌।
মঞ্জিল্‌ সে রে আকাশ-মরুর মরীচিকার তীরে!

মনের চাতক,—হুতাশ উদাস পাথায় দিয়ে পাড়ি
কোথায় গেলি ঘরের কোণের কাণাকাণি ছাড়ি'?
ননীর কলস আছে রে তোর কাঁচা বুকের কাছে,
আতার ক্ষীরের মত সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে।
আয় রে ফিরে দানোয়—পাওয়া,—আয় রে তাড়াতাড়ি।

বনের চাতক,—মনের চাতক আসে না আর ফিরে',
কপোত-বাঁধা বাজায় মেঘের শকুনপাখা ঘিরে'!
সে কোন ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ শাঁড়িখানায় বাজে।
চিনিখানা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠোঁটের মাঝে
লুকিয়ে আছে সে কোন্‌ মধু মৌমাছিদের ভিড়ে!

সাগর-বলাকা

ওরে কিশোর, বেঘোর ঘুমের বেহুঁশ হাওয়া ঠেলে'
পাত্‌লা পাখা দিলি রে তোর দূর-দুরাশায় মেলে'।
ফেণার বোয়ের নোন্‌তা মোয়ের—মদের গেলাস লুটে',
তোর সাগরের শরাবখানায়—মুসল্লাতে জুটে'
হিমের ঘুণের বেড়াস্‌ খুনের আগুনদানা জেলে'!

ওরে কিশোর, অস্তরাগের মেঘের চুমায় রেঙে
নীল নহরের স্বপন দেখে' চৈত্র চাঁদে জেগে',
ছুটছ তুমি ছল' ছল' জলের কোলাহলের সাথে কই।
উছলে ওঠে বুকে তোমার আল্‌তো ফেণা-সই!
ঢেউয়ের ছিটার মিঠা আগুন যাচ্ছে ঠোঁটে লেগে'।

রে মুসাফের,—পাতাল-প্রেতপুরের মরীচিকা
সাগর-জলের তলে বুঝি জ্বালিয়ে রেখে শিখা।
তাই কি গেলে ভেঙে' হেথার বালিয়াড়ির বাড়ী।

দিচ্ছ যাযাবরের মত সাগর-মরু পাড়ি,—
ডাইনে তোমার ডাইনীমারা,—পিছের আকাশ ফিকা।

বাসা তোমার সাতসাগরের ঘূর্ণী হাওয়ার বুকে।
ফুটছে ভাষা কেউটে-ঢেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে'।
প্রয়াণ তোমার প্রবালদ্বীপে, পলার মালা গলে
বরুণ-রাণী ফিরছে যেথা,—মুক্তা-প্রদীপ জ্বলে।
যেথায় মৌন মীন্ কুমারীর শঙ্খ ওঠে ফুঁকে';

যেইখানে মুক মায়াবিনীর কাঁকন শুধু বাজে
সাঁজসকালে,—ঢেউয়ের তালে, মাঝসাগরের মাঝে।
যায় না জাহাজ যেথায়,—নাবিক পায় না নাগাল যার,
শুধু উদাস পাখায় ভেসে' আঁখির তলে তার
ঘুরছে অবুঝ, সে কোন্ সবুজ স্বপন-খোঁজার কাজে।

ওরে কিশোর—দূরে সোহাগী সুখ ঘর-বিরাগী।
টুক্‌টুকে কোন্ মেঘের পারে ফুট্‌ফুটে কার মুখ
ডাকছে তোদের ডাগর কাঁচা চোখের কাছে তার।
শাদা শকুন-পাখায় যে তাই তুলেছে হাহাকার
ফাঁপা ঢেউয়ের চাপা কাঁদন,—ফাঁপর-ফাটা বুক।

চ'ল্‌ছি উধাও

চ'ল্‌ছি উধাও, বল্গাহারা,—ঝড়ের বেগে ছুটি।
শিকল কে সে বাঁধছে পায়ে।
কোন্ সে ডাকাত ধ'রছে চেপে টুঁটি।
—আঁধার আলোর সাগর-শেষে
প্রেতের মত আসছে ভেসে'।
আমার দেহের ছায়ার মত, জড়িয়ে আছে মনের সনে,
যেদিন আমি জেগেছিলাম,—সে-ও জেগেছে আমার মনে।
আমার মনের অন্ধকারে
ত্রিশূলে মূলে,—দেউল দ্বারে
কাটিয়েছে সে দুরন্তকাল ব্যর্থ পূজার পুষ্প ঢেলে'।
স্বপন তাহার সফল হবে আমায় পেলে',—আমায় পেলে'।
রাত্রি-দিবার জোয়ার স্রোতে
নোঙর ছেঁড়া হৃদয় হ'তে

জেগেছে সে হালের নাবিক,—

চোখের ধাঁধায়,—ঝড়ের ঝাঁঝে—

মনের মাঝে—মনের মাঝে।

আমার চকোর অন্বেষণে

প্রিয়ার মত আমার মনে

অন্ধকারা কাল ঘুরেছে কাতর দুটি নয়ন তুলে',

চোখের পাতা ভিজিয়ে তাহার আমার অশ্রু-পাথার-কূলে।

ভিজে মাঠের অন্ধকারে কেঁদেছে মোর সাথে

হাতটি রেখে হাতে!

দেখিনি তার মুখখানি তো,—

পাইনি তারে টের,

জানিনি হায় আমার বুকে অশোক,—অসীমের

জেগে আছে জনম-ভোরের সূতিকাগার থেকে!

কত নতুন শরাবশালায় নাচুনে একে একে।

সরাইখানার দিল্‌পিয়ালায় মাতি'

কাটিয়ে দিলাম কত খুশীর রাতি।

জীবন-বীণার তারে তারে আগুন-ছড়ি টানি'

গুলজারিরা এল গেল কত গানের রাণী,—

নাসপাতিগাল গালে রাখি' কানে কানে করলে কানাকানি

শরাব-নেশায় রাঙিয়ে দিল আঁখি।

—ফুলের ফাঁসে বেহুঁশ হোলি নাকি!

হঠাৎ কখন স্বপন-ফানুস কোথায় গেল উড়ে'।

—জীবন মরু-মরীচিকার পিছে ঘুরে' ঘুরে'

ঘায়েল হ'য়ে ফিরুচ আমার বুকের কেরাভেন,—

আকাশ-চরা শোন।

মরু ঝড়ের হাহাকারে মৃগতৃষার লাগি'

প্রাণ যে তাহার রইল তবু জাগি'

ইবলিশের সঙ্গে তাহার লড়াই হল শুরু!

দরাজ বুকে দিল যে উড়ু-উড়ু!

—ধূসর ধু ধু দিগন্তরে হারিয়ে-যাওয়া নার্গিসের শোভা

থরে-থরে উঠলো ফুটে' রঙীন,—মনোলোভা।

অলীক আশার,—দূর-দুরাশার দুয়ার ভাঙার তরে

যৌবন মোর উঠ্‌ল নেচে' রক্তমুঠি—ঝড়ের ঝুঁটির পরে

পিছে ফেলে' টিকে থাকার ফাটক-কারাগার,

ভেঙে' শিকল,—খসিয়ে ফাঁড়ির দ্বার

চল সে যে ছুটে।

শৃঙ্খল কে বাঁধল তাহার পায়ে,—
চুলের ঝুঁটি ধরল কে তার মুঠে।
বর্শা আমার উঠ্‌ল কেঁপে' খুনে,
হুমকি আমার উঠল বুকে রুখে'।
দুষমন্‌ এক পথের সম্মুখে।
—কোথায় কে বা।
এ কোন মায়া।
মোহ এমন কার।
বুকে আমার বাঘের মত গর্জাল হুঙ্কার।
মনের মাঝারে পিছু-ডাকা উঠল বুঝি হেঁকে—,
সে কোন্‌ সুদূর তারার আলোর থেকে
মাথার পরের খাঁ-খাঁ মেঘের পাথারপুরী ছেড়ে
নেমে এল রাত্রিদিবার যাত্রা-পথে কে রে।
কী তৃষা তার।…
কী নিবেদন।
মাগছে কীসের ভিখ্‌।…
উদাত্ত পথিক
হঠাৎ কেন যাচ্ছে থেমে,'—
আজকে হঠাৎ থামতে কেন হয়।
—এই বিজয়ী কার কাছে আজ মাগছে পরাজয়।
পথ-আলেয়ার খেয়ার ধোঁয়ায় ধ্রুবতারার মতন কাহার আঁখি
আজ্‌কে নিল ডাকি'
হালভাঙা এই ভূতের জাহাজটারে।
মড়ার খুলি,—পাহাড়-প্রমাণ হাড়ে
বুকে তাহার জ'মে গেছে কত শ্মশান-বোঝা।
আক্রোশ হা ছুটেছিল সে একরোখা, এক সোজা
চুম্বকেরি ধ্বংস-গিরির পানে,
নোঙর-হারা মাস্তুলেরি টানে।
প্রেতের দলে ঘুরেছিল প্রেমের আসন পাতি,'—
জানে কি সে বুকের মাঝে আছে তাহার সাথী।
জানে কি সে ভোরের আকাশ,—লক্ষ তারার আলো
তাহার মনের দুয়ার-পথেই নিরিখ্‌ হারালো।
জানেনি সে তাহার ঠোঁটের একটি চুমোর তরে
কোন্‌ দিওয়ানার সারেং কাঁদে
নয়নে নীর ঝরে।
কপোত-ব্যথা ফাটে রে কার অপার গগন ভেদি।

তাহার বুকের সীমার মাঝেই কাঁদছে করেদী
কোন্ সে অসীম আসি'।
লক্ষ সাকীর প্রিয় তাহার বুকের পাশাপাশি
প্রেমের খবর পুছে'
কবের থেকে' কাঁদতে আছে,—
পেয়ালা দে রে মুছে!'

একদিন খুঁজেছিনু যারে

একদিন খুঁজেছিনু যারে
বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,
মালতীলতার বনে,—কদমের তলে,
নিঝুম ঘুমের ঘাটে,—কেয়াফুল,—শেফালীর দলে!
—যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিমঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝরে' ঝরে'
কামিনীর ব্যথার শিয়রে,
যার লাগি ছুটে গেছি নির্দয় মসুদ্ চীনা তাতারের দলে;
আর্ত কোলাহলে
তুলিয়াছি দিকে দিকে বাধা বিঘ্ন ভয়,—
আজ মনে হয়
পৃথিবীর সাঁজদীপে তার হাতে কোনদিন জ্বলে নাই শিখা
—শুধু শেষ-নিশীথের ছায়া-কুহেলিকা,
শুধু মেরু আকাশের নীহারিকা, তারা
দিনে যায় যেন সেই পলাতকা চকিতার সাড়া।
মাঠে ঘাটে কিশোরীর কাঁকণের রাগিনীতে তার সুর
শোনে নাই কেউ,
গাগরীর কোলে তার উথলিয়া ওঠে নাই আমাদের
গাঙিনীর ঢেউ।
নামে নাই সাবধানী পাড়াগাঁর বাঁকাপথে চুপে চুপে
ঘোম্টার ঘুমটুকু চুমি'!
মনে হয় শুধু আমি,—আর শুধু তুমি
আর ঐ আকাশের পউষ্-নীরবতা
রাত্রির নির্জনযাত্রী তারকার কানে-কানে কতকাল
কহিয়াছি আধো-আধো কথা।
—আজ বুঝি ভুলে' গেছ প্রিয়া!

পাতাঝরা আঁধারের মুসাফের-হিয়া
একদিন ছিল তব গোধূলির সহচর,—ভুলে' গেছ তুমি !
এ মাটির ছলনার সুরাপাত্র অনিবার চুমি'
আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ,—শুধু অবসাদ !
মহুয়ার,—ধুতুরার স্বাদ
জীবনের পেয়ালায় ফোঁটা ফোঁটা ধরি'
দুরন্ত শোণিতে মোর বার বার নিয়েছি যে ভরি' ।
মসজেদ-সরাই-শরাব
ফুরায় না তৃষা মোর,—জুড়ায় না কলেজার তাপ ।
দিকে দিকে ভাদরের ভিজা মাঠ—আলেয়ার শিখা ।
পদে পদে নাচে ফণা,—
পথে পথে কালো যবনিকা ।
কাতর ক্রন্দন,—
কামনার কবর-বন্ধন ।
কাফনের অভিযান,—অঙ্গার সমাধি ।
মৃত্যুর সুমেরু-সিন্ধু অন্ধকারে বার বার উঠিতেছে কাঁদি'—
মর'মর কেঁদে ওঠে ঝরাপাতাভরা ভোররাতের পবন,—
আধো আঁধারের দেশ
বারবার আসে ভেসে'
কার সুর !—
কোন সুদূরের তরে হৃদয়ের প্রেতপুরে ডাকিনীর মত
মোর কেঁদে মরে মন !

আলেয়া

প্রান্তরের পারে তব তিমিরের খেয়া
নীরবে যেতেছে দু'লে নিদালি আলেয়া ।
—হেথা, গৃহ বাতায়নে নিভে' গেছে প্রদীপের শিখা,
ঘোমটার আঁখি ঘেরি' রাত্রি-কুমারিকা
চুপে চুপে চলিতেছে বনপথ ধরি' ।
আকাশের বুকে-বুকে কাহাদের মেঘের গাগরী
ডুবে' যায় ধীরে-ধীরে আঁধার সাগরে ।
চুলু-চুলু তারকার নয়নের পরে
নিশি নেমে আসে গাঢ়,—স্বপন-সঙ্কুল ।
শেহালায় ঢাকা শ্যাম বালুকার কূল

বনমরালীর সাথে ঘুমায়েছে কবে।
চন্দনবন শাখে কোন্ পেচকের রবে
চমকিছে নিরালা যামিনী।
পাতাল-নিলয় ছাড়ি কে নাগ কামিনী
আঁকাবাঁকা গিরিপথে চলিয়াছে চিত্র অভিসারিকা প্রায়
শ্মশান-শয্যায়
নেভ'-নেভ' কোন চিতা-স্ফুলিঙ্গেরে ঘিরে'
কুণ্ঠিত-আঁধার আসি জমিতেছে ধীরে।
নিদ্রার দেউলমূলে চোখ দুটি মুদে'
স্বপনের বুদ্‌বুদে
বিলসিছে যবে ক্লান্ত ঘুমন্তের দল,—
হে অনল,—উন্মুখ চঞ্চল
উন্মীলিত আঁখি দুটি মেলি'
সন্তরি' চলিছ তুমি রাত্রির কুহেলি
কোন্ দূর কামনার পানে।
ঝল্‌মল্ দিবা অবসানে
বধির আঁধারে
কান্তারের দ্বারে
এ কি তব মৌন নিবেদন।
দিকভ্রান্ত,—দরদী,—উন্মন।
পল্লী-পসারিনী যবে পণ্যরত্ন হেঁকে, গেছে চ'লে
তোমার পিঙ্গল আঁখি ওঠে নি তো জ্ব'লে
আকাঙ্ক্ষার উলঙ্গ উল্লাসে।
—জনতায়,—নগরীর তোরণের পাশে,
অন্তঃপুরিকার বুকে,—মণিসৌধ-সোপানের তীরে,
মরকত-ইন্দ্রজাল-অয়স্কান্ত খনির তিমিরে
যাওনি তো কভু তুমি পান্থের-সন্ধানে।
ভাঙাহাটে,—ভিজামাঠে,—মরণের পানে
শীত প্রেতপুরে
একা একা ফিরিতেছ ঘুরে'
না জানি কি পিপাসার ক্ষোভে।
আমাদের ব্যর্থতায়,—আমাদের সকাতর কামনার লোভে
মাগিতে আসনি তুমি নিমিষের ঠাঁই।
—অন্ধকার জন্মভূমি,—কঙ্কালের ছাই ;
পল্লীকান্তারের কান্না,—তেপান্তর পথের বিস্ময়।
নিশীথের দীর্ঘশ্বাসময়

করিয়াছে বিমানা তোমারে।
রাত্রি-পারাবারে
ফিরিতেছ বারম্বার একাকী বিচরি'।
হেমন্তের হিমপথ ধরি,'
পউষ আকাশতলে দহি' দহি' দহি'
—ছুটিতেছে বিহ্বল বিরহী
কত শত যুগজন্ম বহি'।
কারে কবে বেসেছিলে ভালো
হে ফকির,—আলেয়ার আলো।
কোন দূর অস্তমিত যৌবনের স্মৃতি বিমথিয়া
চিত্তে তব জাগিতেছে কবেকার প্রিয়া!
সে কোন রাত্রির হিমে হ'য়ে গেছে হারা!
নিয়েছে ভুলায়ে তারে মায়াবী ও নিশিমরু,—
আঁধার সাহারা!
আজো তব লোহিত-কপোলে
চুম্বন-শোণিমা-তার উঠিতেছে জ্বলে
অনল-ব্যথায়!
—চ'লে যায়,—মিলনের লগ্ন চ'লে যায়!
দিকে দিকে ধূমবহ্নি যায় তব ছুটি'
অন্ধকারে লুটি'-লুটি'-লুটি'।
ছলাময় আকাশের নীচে
লক্ষ প্রেতবধূদের পিছে
ছুটিয়া চলিছে তব প্রেম-পিপাসার
অগ্নি-অভিসার।
বহ্নি-ফেণা নিঙাড়িয়া পাত্র ভরি' ভরি',
অনন্ত অঙ্গার দিয়া হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি গড়ি',
উষার বাতাস ভুলি,—পলাতকা রাত্রির পিছনে
যুগ যুগ ছুটিতেছে কার অন্বেষণে।

অস্তচাঁদে

ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ,—ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী।
—অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে কালোনদী,—ঢেউয়ের কলসী,
নিঝ্ঝুম বিছানার পরে
মেঘবৌ'র খোঁপাখসা জোছনাফুল চুপে চুপে ঝরে,—
চেয়ে থাকি চোখ তুলে'—যেন মোর পলাতকা প্রিয়া

মেঘের ঘোম্‌টা তুলে' প্রেত-চাঁদ সচ্‌কিতে ওঠে শিহরিয়া।
সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে-জন্মে ফিরে' ফিরে' ফিরে'
মাঠে ঘাটে একা একা,—বুনো হাঁস জোনাকীর ভিড়ে।
দুস্তর দেউলে কোন্‌—কোন্‌ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,
দূর উর—ব্যাবিলোন্‌—মিশরের মরুভূ সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড্‌তলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মত নীলা যেইখানে ফণা তুলে' উঠিয়াছে ফুলে',
কোন মন-ভুলানিয়া-পথ চাওয়া দুলালীর সনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না,—চোর চোখে—অলসনয়নে।
আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
প্রাসাদ-অলিন্দে যবে মহিমায় দাঁড়ায়েছি এসে',—
হাতে তার হাত, পায়ে হাতিয়ার রাখি'
কুমারীর পানে আমি তুলিয়াছি আনন্দের আরক্তিম আঁখি।
ভরাপেয়ালার সুরা,—ইহুদী,—ক'রেছি মোরা চুপে চুপে পান,
চকোর জুড়ির মত কুহরিয়া গাহিয়াছি চাঁদিনীর গান!
পেঁয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয়নি উতলা,
নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা।
নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে, ঘুমে রাজবধূ,—
চুরি করে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু।
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপে ভুলিয়া
কৃষ্ণাতিথি-চাঁদনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া
লভেছিনু উল্লাস,—উতরোল!—আজ পড়ে মনে
সাধ-বিষাদের খেদ কত জন্মজন্মান্তের—রাতের নির্জনে।
আমি ছিনু 'ক্রুবেদুর' কোন্‌ দূর 'প্রভেন্‌স্‌'-প্রান্তরে!
—দেউলিয়া পায়দল,—অগোচর মনচোর-মানিনীর তরে
সারেঙের সুরে মোর এমনি উদাসরাতে উঠিত ঝঙ্কারি'।
আঙুরতলায় ঘেরা ঘুমঘোর ঘরখানা ছাড়ি'
ঘুঘুর পাখ্‌না মেলি' মোর পানে আসিত পিয়ারা;
মেঘের ময়ূরপাখে জেগেছিল এলোমেলো তারা।
—'অলিভ্‌'-পাতার ফাঁকে চুপে চোখে চেয়েছিল চাঁদ,
মিলননিশার শেষে,—বৃশ্চিক,—গোক্ষুরফণা—বিষের বিস্বাদ।

স্পেইনের 'সিয়েরা'য় ছিনু আমি দস্যু—অশ্বারোহী,—
নির্মম-কৃতান্ত-কাল,—তবু কি যে কাতর—বিরহী।
কোন্‌ রাজনন্দিনীর ঠোঁটে আমি এঁকেছিনু বর্বর চুম্বন।

অন্ধরে পশিয়াছিনু অবেলায় ঝড়ের মতন।
তখন রতনশেজে গিয়েছিল নিভে' মধুরাতি,
নীল জানালার পাশে—ভাঙ্গাহাটে—চাঁদের বেসাতি।
চুপে চুপে মুখ কার পড়েছিনু ঝুঁকে'।
ব্যাধের মতন আমি টেনেছিনু বুকে
কোন ভীরু কপোতীর উড়ু-উড়ু ডানা।
—কালো মেঘে কেঁদেছিল অস্তচাঁদ,—আলোর মোহানা।

বাংলার মাঠে ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা,
রঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হ'য়েছিল দেখা।
ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে' এমনই রূপালি রাতে
কদমতলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশীটি হাতে।
অপরাজিতার ঝাড়ে—নদীপাড়ে কিশোর লুকায়ে বুঝি'।—
মদনমোহন নয়ন আমার পেয়েছিল তারে খুঁজি'।
তারি লাগি' বেঁধেছিনু বাঁকা চুলে ময়ূরপাখার চূড়া,
তাহারি লাগিয়া শুঁড়ি সেজেছিনু,—ঢেলে দিয়েছিনু সুরা।
তাহারি নধর অধর নিঙাড়ি' উথলিল বুকে মধু,
জোনাকির সাথে ভেসে শেষরাতে দাঁড়াতাম দোরে বঁধু।
মনে পড়ে কি তা।—চাঁদ জানে যাহা,—জানে যা কৃষ্ণাতিথির শশী,
বুকের আগুনে খুন চড়ে,—মুখ চুন হ'য়ে যায় একেলা বসি'।

ছায়া-প্রিয়া

দুপুর রাতে ও কার আওয়াজ
গান কে গাহে,—গান না।
কপোতবধূ ঘুমায়ে আছে
নিঝুম ঝিঁঝিঁর বুকের কাছে;
অস্তচাঁদের আলোর তলে
এ কার তবে কান্না?
গান কে গাহে—গান না।

সার্সি' ঘরের উঠছে বেজে,
উঠছে কেঁপে পর্দা।
বাতাস আজি ঘুমায়ে আছে
জল-ডাহুকের বুকের কাছে;

এ কোন্ বাঁশী সাঁঝ বাজায়
এ কোন্ হাওয়া ঝর্ণা
দেয় কাঁপিয়ে পর্ণা।

নূপুর কাহার বাজল রে ঐ!
কাঁকন কাহার কাঁদল।
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে।
ঘরে আমার ছায়া-প্রিয়া
মায়ার মিলন ফাঁদল।
কাঁকণ যেতার কাঁদল।

খসখসাল শাড়ী কাহার।
উসখুসাল চুল গো
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে;
জুলপি কাহার উঠলো দুলে'!
—দুল কাহার দুল গো।
উস্‌খুসাল চুল গো।
আজকে রাতে কে ঐ এল
কালের সাগর সাঁত্‌রি'।
জীবন-ভোরের সঙ্গিনী সেই,—
মাঠে ঘাটে আজকে সে নেই!
কোন্ তিয়াসায় এল রে হায়
মরণপারের যাত্রী।
—কালের সাগর সাঁত্‌রি'।

কাঁদছে পাখী পউষ নিশির
তেপান্তরের বক্ষে!
ওরা বিধবা বুকের মাঝে
যেন গো কার কাঁদন বাজে
ঘুম নাহি আজ চাঁদের চোখে,
নিদ্ নাহি মোর চক্ষে।
তেপান্তরের বক্ষে।
এল আমার ছায়া-প্রিয়া,
কিশোর বেলার সই গো।

পরের বধূ ঘুমিয়ে আছে

বুকের শিশুরে বুকের কাছে ;

মনের মধু,— মনোরমা,—

কই গো সে মোর,—কই গা।

কিশোর বেলার সই গো।

ও কার আওয়াজ হাওয়ায় বাজে।

গান কে গাহে—গান না।

কপোতবধূ ঘুমিয়ে আছে

বনের ছায়ায়,—মাঠের কাছে ;

অস্ত চাঁদের আলোর তলে

এ কার তবে কান্না।

গান কে গাহে—গান না।

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,—

ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার,—রাঙা আপেলের মত লাল যার গাল,

চুল যার শাওনের মেঘ,—আর আঁখি গোধূলির মত, গোলাপী রঙীন,

আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে,—স্বপ্নে—কতদিন।

মোর জানালার পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে,

তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানের পানে উড়ে' উড়ে'।

মেঘের বুরুজ ভেঙে' অস্ত চাঁদ দিয়েছিল উঁকি,

সে কোন বালিকা একা অন্তঃপুরে এল অধোমুখী।

পাথারের পারে মোর প্রাসাদের আঙিনার পরে

দাঁড়াল সে,—বাসর রাত্রির বধূ—মোর তরে, যেন মোর তরে।

তখন নিভিয়া গেছে মণিদ্বীপ,—চাঁদ শুধু খেলে লুকোচুরি,—

ঘুমের শিয়রে শুধু ফুটিতেছে-ঝরিতেছে ফুলঝুরি,—স্বপনের কুঁড়ি।

অলস আতুল হাওয়া জানালায় থেকে' থেকে' ফুঁপায়ে উদাসী।

কাতর নয়ন কার হাহাকারে চাঁদনীতে জাগে গো উপাসী।

কিংখাবে-গালিচা-খাটে রাজবধূ-ঝিয়ারীর বেশে

কভু সে দেয়নি দেখা,—মোর তোরণের তলে দাঁড়াল সে এসে'।

দাঁড়াল সে হেঁট মুখে, —চোখ তার ভ'রে গেছে নীল অশ্রুজলে।

মীনকুমারীর মত কোন্ দূর সিন্ধুর অতলে

ঘুরেছে সে মোর লাগি'!—উড়েছে সে অসীমের সীমা।

অশ্রুরে অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল—নরম লালিমা

জ্ব'লে গেছে,—নগ্ন হাত,—নাই শাঁখা,—হারায়েছে রুলি,
এলোমেলো কালো চুল খ'সে গেছে খোঁপা তার,—বেণী গেছে খুলি'।
সাপিনীর মত বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা,—হিমস্তন,—হিম রোমকূপ!
আমি দেখিয়াছি তারে, ক্ষুধিত প্রেতের মত চুমিয়াছি আমি
তারি পেয়ালায় হায়!—পৃথিবীর ঊষা ছেড়ে' আসিয়াছি নামি'
কান্তারে;—ধূমের ভিড়ে বাঁধিয়াছি দেউলিয়া বাউলের ঘর,
আমি দেখিয়াছি ছায়া,—শুনিয়াছি একাকিনী কুহকীর স্বর।
বুকে মোর, কোলে মোর—কঙ্কালের কাঁকালের চুমা!
গঙ্গার তরঙ্গ কানে গায়,—'ধূমা—ধূমা!'
ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,
ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,—
ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার,—রাঙা আপেলের মত লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ,—আর আঁখি গোধূলির মত গোলাপী রঙীন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে,—স্বপ্নে,—কতদিন!

কবি

ভ্রমরীর মত চুপে সৃজনের ছায়াধূপে ঘুরে' মরে মন
আমি নিদালির আঁখি,—নেশাখোর চোখের স্বপন।
নিরালায় সুর সাধি,—বাঁধি মোর মানসীর বেণী,
মানুষ দেখেনি মোরে কোনোদিন,—আমারে চেনে নি!

কোন ভিড় কোনদিন দাঁড়ায়নি মোর চারিপাশে,—
শুধায় নি কেহ কভু—'আসে ফিরে,—সে কি আসে—আসে!'
আসে সে ভরাহাটে-খেয়াঘাটে—পৃথিবীর পসরার মাঝে,
পাটনী দেখনী তারে কোনোদিন,—মাঝি তারে ডাকেনিক' সাঁঝে!
পারাপার করেনি সে মণিরত্ন-বেসাতির সিন্ধুর সীমানা,—
চেনা মুখ সবই,—সে যে শুধু সুদূরে—অজানা।

করবী কুঁড়ির পানে চোখ তার সারাদিন চেয়ে' আছে চুপে
রূপ-সাগরের মাঝে কোন্ দূর গোধূলির সে যে আছে ডুবে'।
সে যেন ঘাসের বুকে,—ঝিলমিল্ শিশিরের জলে;
খুঁজে তারে পাওয়া যাবে এলোমেলো বেদিয়ার দলে,
বাবলার ফুলে ফুলে ওড়ে প্রজাপতি-পাখা,
ননীর আঙুলে তার কেঁপে ওঠে কচি নোনা শাখা।

হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে'
বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে' ।
হয়তো শুনেছ তারে,—তার সুর,—দুপুর আকাশে
ঝরাপাতা-ভরা মরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে,—জল-ডাহুকীর বুকে পউষ নিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পূবালি হাওয়ায় !

হয়তো দেখেছ তারে ভূতুড়ে দীপের চোখে মাঝরাতে দেয়ালের পরে
নিভে যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়ায় তার সুর যেন ঝরে ।
শুক্লা একাদশী রাতে বিধবার বিছানায় যেই জোৎস্না ভাসে
তারি বুকে চুপে চুপে কবি আসে,—সুর তার আসে !
উস্‌খুস্‌ এলো চুলে ভ'রে আছে কিশোরীর নগ্ন মুখখানি,—
তার পাশে সুর ভাসে, – অলখিতে উড়ে যায় কবির উড়ানি ।

বালুঘড়িটির বুকে ঝিরি ঝিরি ঝিরি ঝিরি গান যবে বাজে
রাতবিরেতে মাঠে ঘাটে সে যে আনমনে, –অকাজে
ঘুম কুমারীর মুখে চুমো খায় যখন আকাশ,
যখন ঘুমায়ে থাকে টুনটুনি,—মধুমাছি, –ঘাস,
হাওয়ার কাতর শ্বাস থেমে যায় আমলকী সাড়ে,
বাঁকা চাঁদ ডুবে যায় বাদলের মেঘের আঁধারে,
তেঁতুলের শাখে শাখে বাদুড়ের কালো ডানা ভাসে,
মনের হরিণী তার ঘুরে মরে হাহাকারে বনের বাতাসে ।

জোনাকীর মত সে যে দূরে দূরে যায় উড়ে' উড়ে'—
আপনার মুখ দেখে ফেরে সে যে নদীর মুকুরে ।
জ্বলে ওঠে আলেয়ার মত তার লাল আঁখিখানি ।
আঁধারে ভাসায় খেয়া সে কোন্ পাষাণী !

জানে না তো কি যে চায়, – কবে হায় কি গেছে হারায়ে !
চোখ বুজে খোঁজে একা,—হাতড়ায় আঙুল বাড়ায়ে
কারে আহা !—কাঁদে হাহা পূবের বাতাস,
শ্মশান শবের বুকে জাগে এক পিপাসার শ্বাস ।
তারি লাগি মুখ তোলে কোন্ মৃতা—হিম চিতা জেবলে' দেয় শিখা,
তার মাঝে যায় দহি' বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা ।

সিন্ধু

বুকে তব সুদূর-পরী বিরহ-বিধুর

পেয়ে যায়, হে জলধি, মায়ার মুকুর !

কোন্ দূর আকাশের ময়ূর-নীলিমা

তোমারে উতলা করে। বাল্যুচর সীমা

উলঙ্ঘি' তুলিছ তাই শিরোপা তোমার,—

উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি,—তরঙ্গের বাঁকা তলোয়ার ?

গলে মৃগ তৃষ্ণাবিষ, মারীর আগল

তোমার সুরের স্পর্শে আশেক-পাগল !

উদ্যত ঊর্মির বুকে অরূপের ছবি

নিত্যকাল বহিছ হে মরমিয়া কবি

হে দুর্দান্ত দুর্জয়ের, দুরন্ত, অগাধ।

পেয়েছি শক্তির তৃপ্তি বিজয়ের স্বাদ

তোমার উচ্ছ্বসনীল তরঙ্গের গানে !

কালে কালে দেশে দেশে মানুষ-সন্তানে

তুমি শিখায়েছ বন্ধু দুর্মদ-দুরাশা !

আমাদের বুকে তুমি জাগালে পিপাসা

দূরের তটের লাগি'—সুদূরের তরে।

রহস্যের মায়াসৌধ বক্ষের উপরে

ধরেছ দুস্তরকাল ;—তুচ্ছ অভিলাষ,

দুদিনের আশা, শান্তি, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস

পলকের দৈন্য জ্বালা-জয়-পরাজয়,

ত্রাস-ব্যথা হাসি-অশ্রু-তপস্যা-সঞ্চয়,—

পিণাক শিখায় তব হোক ছারখার !

ইচ্ছার বাড়বকুণ্ডে, উগ্র পিপাসার

ধূ-ধূ-ধূ-ধূ বেদীতটে আপনারে দিতেছ আহুতি

মোর ক্ষুধা-দেবতারে তুমি কর স্তুতি।

নিত্য-নব-বাসনার হলাহলে রাঙি' !

'পারীয়া'র প্রাণ লয়ে আছি মোরা জাগি'

বসুধারা বাঞ্ছাকূপে, উচ্ছেদ অঙ্গনে !

নিমেষের খেদ-হর্ষ-বিষাদের সনে

বীভৎস যক্ষের মত করি মাতামাতি !

চুরমার হয়ে যায় বেলোয়ারি বাতি।

ক্ষুরধার আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া চিতা

গড়ি তবু বারবার, বারবার ধুতুরার তিক্ত

নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছি চুমিয়া।

মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে,—পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়,—ঝরাপাতা,—পুবালির হাহা।
কাঁদে বুকে মরা নদী,—শীতের কুয়াশা।
ওহে সিন্ধু, আসিয়াছি আমি সর্বনাশা
ভুখারী ভিখারী একা, আসন্ন-বিবশ।
—চাহি না পলার মালা, শুক্তির কলস,
মুক্তাতোরণের তট মীনকুমারীর,
চাহি না শীতল নীড় বারুণী রাণীর!
মোর ক্ষুধা উগ্র আরো, অলঙ্ঘ্য অপার।
একদিন কুকুরের মত হাহাকার
তুলেছিনু ফোঁটা ফোঁটা রুধিরের লাগি'।
একদিন মুখখানা উঠেছিল রাঙি'
ক্লেদবসাপিণ্ড চুপি রিক্ত বাসনার।
মোরে ঘিরে কেঁদেছিল কুহেলি আঁধার,—
শ্মশান ফেরুর পাল,—শিশিরের নিশা,
আলেয়ার ভিজা মাঠে ভুলেছিনু দিশা।
আমার হৃদয়পীঠে মোর ভগবান
বেদনার পিরামিড্ পাহাড় প্রমাণ
গেঁথে গেছে গরলের পাত্র চুমুকিয়া ;
রুদ্রভৈরবার তব উঠুক নাচিয়া
উচ্ছিষ্টের কলেজায়, অশিব স্বপনে,
হে জলধি, শব্দভেদী উগ্র আস্ফালনে।
—পুজোথালা হাতে ল'য়ে আসিয়াছে কত পান্থ, কত পথবালা
সহর্ষে সমুদ্রতীরে ; বুকে যার বিষমাখা শায়কের জ্বালা
সে শুধু এসেছে বন্ধু চুপে চুপে একা।
অন্ধকারে একবার দুজনার দেখা।
বৈশাখের বেলাতটে সমুদ্রের স্বর,—
অনন্ত, অভঙ্গ, উষ্ণ, আনন্দসুন্দর।
তারপর, দূরপথে অভিযান বাহি
চলে যাব জীবনের জয়গান গাহি'।

দেশবন্ধু

বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা
অশান্ত সন্তান ওগো,—বিপ্লাবিনী পদ্মা ছিল তব নদী মাতা।

কালবৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইত রক্তপদ্মে তব
উত্তাল ঊর্মির তালে,—বক্ষে তব লক্ষ কোটী পন্নগ-উৎসব
উদ্যত ফণার নৃত্যে আস্ফালিত ধূর্জটির কণ্ঠ-নাগ জিনি',
ত্র্যম্বক-পিণাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শত্রু-অক্ষৌহিণী।
স্পর্শে তব পুরোহিত, ক্লেদে প্রাণ নিমেষেতে উঠিত সঞ্চারি',
এসেছিলে বিক্ষুব্ধ মর্মন্তুদ,—ক্লৈব্যের সংহারী।
ভেঙেছিলে বাঙালীর সর্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
ভেঙেছিলে ধূলিক্লিষ্ট শঙ্কিতের শৃঙ্খলের ডোর,
ভেঙেছিলে বিলাসের সুরাভাণ্ড তীব্রদর্পে,—বৈরাগ্যের রাগে,
দাঁড়ালে সন্ন্যাসী যবে প্রাচীমঞ্চে—পৃথ্বী-পুরোভাগে।
নবীন শাক্যের বেশে, কটাক্ষেতে কামা পরিহরি'
ভাসিয়া চলিলে তুমি ভারতের ভাব-গঙ্গোত্তরী
আর্ত অস্পৃশ্যের তরে, পৃথিবীর পঞ্চমার লাগি;
বাদলের মন্দ্র সম মন্ত্র তব দিকে দিকে তুলিলে বৈরাগী।
এনেছিলে সঙ্গে করি অবিশ্রাম প্লাবনের দুন্দুভিনিনাদ,
শান্তিপ্রিয় মুমূর্ষুর শ্মশানেতে এনেছিল আবহ-সংবাদ,
গাণ্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে,—"আছি, আমি আছি!
কল্পশেষে ভারতের কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি নব সব্যসাচী।"
ছিলে তুমি দধীচির অস্থিময় বাসবের দম্ভোলির সম,
অলঙ্ঘ্য, অজেয়, ওগো লোকোত্তর, পুরুষ সত্তম।
ছিলে তুমি রুদ্রের ডম্বরুরূপে বৈষ্ণবের গুপীযন্ত্র মাঝে,
অহিংসার তপোবনে তুমি ছিলে চক্রবর্তী ক্ষত্রিয়ের সাজে,—
অক্ষয় কবচধারী শালপ্রাংশু রক্ষকের বেশে।
ক্ষেত্রকুল সঙ্কুচিত উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষুকের দেশে
ছিলে তুমি সিংহশিশু, যোজনান্ত বিহরি একাকী
স্তব্ধ শিলাসন্ধিতলে ঘন ঘন গর্জনের প্রতিধ্বনি মাখি'।
ছিলে তুমি নীরবতা নিষ্পেষিত নির্জীবের নিদ্রিত শিয়রে
উন্মত্ত ঝটিকা সম, বহ্নিমান বিপ্লবের ঘোরে;
শক্তিশেল অপঘাতে দেশবক্ষে রোমাঞ্চিত বেদনার ধ্বনি
ঘুচাতে আসিয়াছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশল্যকরণী।
ছিলে তুমি ভারতের অমাময় স্পন্দহীন বিহ্বল শ্মশানে
শবসাধকের বেশে,—সঞ্জীবনী অমৃত সন্ধানে।
রণনে রজনে তব হে বাউল, মন্ত্রমুগ্ধ ভারত, ভারতী;
কলাবিৎ সম হায় তুমি শুধু দণ্ড হলে দেশ-অধিপতি।
বিধিবশে দুর্গত বন্ধু আজ,—ভেঙে গেছে বসুধা—নির্মোক,
অন্ধকার দিবাভাগে বাজে তাই কাজরীর শ্লোক।

মল্লারে কাঁদিছে আজ বিমানের বন্ধহারা মেঘছত্রীদল,
গিরিতট, ভূমিগর্ভ ছায়াচ্ছন্ন,—উচ্ছ্বাস উচ্ছল।
যৌবনের জলতরঙ্গ এসেছিল ঘনস্বনে ঝরিরার বেশে,
তৃষাপাংশু অধরেতে এসেছিল ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।
অর্চনার হোমকুণ্ডে হবি সম প্রাণবিন্দু বারংবার ঢালি,'
বামদেবতার পদে অকাতরে দিয়ে গেল মেধা হিয়া ডালি।
গৌরকান্তি শঙ্করের অম্বিকার বেদীতলে একা
চুপে চুপে রেখে এল পুঞ্জীভূত রক্তস্রোত রেখা।

বিবেকানন্দ

জয়,—তরুণের জয়।
জয় পুরোহিত আগ্নিহোত্রিক,—জয়,—জয় চিন্ময়।
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিল,—ঊষা উঠেছিল জেগে'
পূর্ব তোরণে, বাংলা-আকাশে,—অরুণ-রঙীন মেঘে;
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া,—জগৎ গেছিল রেঙে।'

হে যুবক মুসাফের,
স্থবিরের বুকে ধ্বনিল শঙ্খ জাগরণ-পর্বের।
ভিক্ষুর বাঁধা ভীত চকিতেরে অভয় দানিতে আসি,
সুপ্তের বুকে বাজালে তোমার বিষাণ হে সন্ন্যাসী,
রুক্ষের বুকে বাজালে তোমার কালীয়দমন বাঁশী।

আসিলে সব্যসাচী
কোদণ্ডে তব নব উল্লাসে নাচিয়া উঠিল প্রাচী।
টঙ্কারে তব দিকে দিকে শুধু রণিয়া উঠিল জয়,
ডঙ্কা তোমার উঠিল বাজিয়া মাভৈঃ মন্ত্রময়;
শঙ্কাহরণ ওহে সৈনিক,—নাহিক' তোমার ক্ষয়।

তৃতীয় নয়ন তব
ম্লান বাসনার মনসিজ নাশি' জ্বালাইত উৎসব।
কলুষ-পাতকে, ধূর্জটি, তব পিণাক উঠিত রুখে',
হানিতে আঘাত দিবানিশি তুমি ক্লেদ-কামনার বুকে,
অসুর-আলয়ে শিব-সন্ন্যাসী বেড়াতে শঙ্খ ফুঁকে'।

কৃষ্ণচক্র সম
ক্লৈব্যের স্কন্ধে এসেছিলে তুমি ওগো পুরুষোত্তম,
এসেছিলে তুমি ভিখারীর দেশে ভিখারীর ধন মাগি',

নেমেছিলে তুমি বাউলের দলে,—হে তরুণ বৈরাগী।
মর্ম্মে তোমার বাজিত বেদনা আর্ত্ত জীবের লাগি।

হে প্রেমিক মহাজন,
তোমার পানেতে তাকাইল কোটি দরিদ্র-নারায়ণ;
অনাথের বেশে ভগবান এসে তোমার তোরণতলে
বারবার যবে কেঁদে কেঁদে গেল কাতর আঁখির জলে,
অর্পিলে তব প্রীতি-উপায়ন প্রাণের কুসুমদলে।

কোথা পাপী? তাপী কোথা?
—ওগো ধ্যানী, তুমি পতিত-পাবন যজ্ঞে সাজিবে হোতা।
শিব-সুন্দর-সত্যের লাগি সুরু করে দিলে হোম,
কোটি পশুমা আতুরের তরে কাঁপায়ে তুলিলে ব্যোম,
মন্ত্রে তোমার বাজিল বিপুল শান্তি স্বস্তি ওঁ।

সোনার মুকুট ভেঙে'
ললাট তোমার কাঁটার মুকুটে রাখিলে সাধক রেঙে;
স্বার্থ-লালসা পাসরি ধরিলে আত্মাহুতির ডালি,
যজ্ঞের যূপে বুকের রুধির অনিবার দিলে ঢালি,
বিভাতি তোমার তাইতো অটুট রহিল অংশুমালী!

দরিয়ার দেশে নদী!
—বোধিসত্ত্বের আলয়ে তুমি গো নবীন শ্যামল বোধি!
হিংসার রণে আসিলে পথিক প্রেম-খঞ্জর হাতে,
আসিলে করুণা-প্রদীপ হস্তে হিংসার অমারাতে,
ব্যাধি মন্বন্তরে এলে তুমি সুধা-জলধির সংঘাতে।

মহামারী ক্রন্দন
ঘুচাইলে তুমি শীতল পরশে,—ওগো সুকোমল চন্দন।
বজ্র-কঠোর, কুসুম-মৃদুল—আসিলে লোকোত্তর;
হানিলে কুলিশ কখনো,—ঢালিলে নির্ম্মল নির্ঝর;
নাশিলে পাতক,—পাতকীরে তুমি অর্পিলে নির্ভর।

চক্রপাণির সাথে
এনেছিলে তুমি শঙ্খ পদ্ম—হে কবি; তোমার হাতে;
এনেছিলে তুমি ঝড়-বিদ্যুৎ—পেয়েছিলে তুমি সাম,
এনেছিলে তুমি রণ-বিপ্লব,—শান্তি-কুসুম-দাম;
মাভৈঃ শঙ্খে জাগিছে তোমার নর-নারায়ণ নাম!

জয়,—তরুণের জয়।
আত্মাহুতির রক্ত কখনো আঁধারে হয় না লয়।
তাপসের হাড় বজ্রের মত বেজে ওঠে বার বার।
নাহিরে মরণ বিনাশ,—শ্মশানে নাহি তার সংহার,
দেশে দেশে তার বাণী বাজে—বাজে কালে কালে ঝঙ্কার।

হিন্দু মুসলমান

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে সুরে।
আহ্নিক হেথা সুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,
মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে;
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-উষার বেদবাণী যায় মিশে কোরাণের স্বরে;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা,—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির।

কে বলে হিন্দু বসিয়া রয়েছে, একাকী ভারত জাঁকি?
—মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন-রাখী;
আরব মিশর তাতার তুর্কী ইরাণের চেয়ে মোরা
ওগো ভারতের মোসলেম্ দল,—তোমাদের বুক-জোড়া।
ইন্দ্রপ্রস্থ ভেঙেছি আমরা, আর্য্যাবর্ত্ত ভাঙি'
গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি'।
—নবীন প্রাণের সাড়া।
আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত মুক্তবেণীর ধারা।

রুমের চেয়েও ভারত তোমার আপন; হেথায় তোমার ত্রাণ;
—হেথায় তোমার ধর্ম্ম অর্থ,—হেথায় তোমার প্রাণ;
হেথায় তোমার আশান ভাই গো, হেথায় তোমার আশা;
যুগ যুগ ধরি এই ধূলিতলে বাঁধিয়াছ তুমি বাসা,
গড়িয়াছ ভাষা কল্পে কল্পে দরিয়ার তীরে বসি',
চক্ষে তোমার ভারতের আলো,—ভারতের রবি, শশী,
হে ভাই মুসলমান,
তোমাদের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান।

এ ভারতভূমি নহেক' তোমার, নহেক' আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ,—মুসলমানের রেখা;

—হিন্দুমনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে,
ইন্দ্রপ্রস্থে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে
পাটলীপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা
অজন্তা আর নালন্দা তার রটিছে কীর্ত্তিলীলা।
—ভারতী কমলাসীনা

কালের বুকেতে বাজায় তাহার নবপ্রতিভার বীণা।
এই ভারতের তখ্‌তে চড়িয়া শাহানশাহার দল
স্বপ্নের মণি-প্রদীপে গিয়েছে উজলি' আকাশতল।
—গিয়েছে তাহারা কল্পলোকের মুক্তার মালা গাঁথি'
পরশে তাদের জেগেছে আরব-উপন্যাসের রাতি।
জেগেছে নবীন মোগল-দিল্লী,—লাহোর,—ফতেহ্‌পুর,
যমুনা জলের পুরোনো বাঁশীতে জেগেছে নবীন সুর।
নতুন প্রেমের রাগে

তাজমহলের অরুণিমা আজও উষার অরুণে জাগে।
জেগেছে হেথায় আকবরী আইন,—কালের নিকষকোলে
বারবার যার উজল সোনার পরশ উঠিছে জ্বলে।
সেলিম,—সাজাহাঁ,—চোখের জলেতে এক্‌শা করিয়া তারা
গড়েছে মীনার মহলা স্তম্ভ কবর ও শাহদারা।
ছড়ায়ে রয়েছে মোগল-ভারত,—কোটি সমাধির স্তূপ
—তাকায়ে রয়েছে তন্দ্রাবিহীন,—অপলক, অপরূপ।
—যেন মায়াবীর তুড়ি

স্বপনের ঘোরে স্তব্ধ করিয়া রেখেছে কনকপুরী।
মোতিমহলের অযুত রাত্রি, লক্ষদীপের ভাতি
আজিও বুকের মেহেরাবে যেন জ্বালায়ে যেতেছে বাতি।
আজিও অযুত বেগম বাঁদির শূন্যশয্যা ঘিরে'
অতীত রাতের চঞ্চল চোখ চকিতে যেতেছে ফিরে'।
দিকে দিকে আজো বেজে' ওঠে কোন গজল-ইলাহী গান!
পথ-হারা কোন্‌ ফকিরের তানে কেঁদে' ওঠে সারা প্রাণ!
—নিখিল ভারতময়

মুসলমানের স্বপন-প্রেমের গরিমা জাগিয়া রয়।
এসেছিল যারা উষর ধূসর মরুগিরিপথ বেয়ে,'
আজিকে তাহারা পড়শী মোদের,—মোদের বহিন-ভাই;
—আমাদের বুকে বক্ষ তাদের,—আমাদের কোলে ঠাঁই।
'কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে,—ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,

মোস্‌লেম বিনা ভারত বিকল,—বিফল হিন্দু বিনা ;
—মহামৈত্রীর গান
বাজিছে আকাশ নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান !

নিখিল আমার ভাই

নিখিল আমার ভাই,
—কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই :
যে প্রাণ গুমরি' কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি,
কোন ফণী যেন আকাশ-বাতাসে তোলে বিষ-গরজনি ?
কি যেন যাতনা মাটির বুকেতে অনিবার ওঠে রণি',
আমার শস্য-স্বর্ণপসরা নিমেষে হয় যে ছাই ।
—সবার বুকের বেদনা আমার, নিখিল আমার ভাই ।
আকাশ হতেছে কালো

কাহাদের যেন ছায়াপাতে হায়, নিভে যায় রাঙা আলো ।
বাতায়নে মোর ভেসে আসে যেন কাদের তপ্তশ্বাস,
অন্তরে মোর জড়ায়ে কাদের বেদনার নাগপাশ,
বক্ষে আমার জাগিছে কাদের নিরাশা গ্লানিমা ত্রাস,
—মনে মনে আমি কাহাদের হায় বেসেছিনু এত ভালো !
তাদের ব্যথার কুহেলি-পাথারে আকশ হতেছে কালো ।
লভিয়াছে বুঝি ঠাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোনভাই ।
আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনাপীড়ায় দান,
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান,
আমার হৃদয়-যূপেতে তাহারা করিছে রক্তস্নান,
আমার মনের চিতানলে জ্বলে লুটায়ে যেতেছে ছাই ।
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে লভিয়াছে তারা ঠাঁই ।

পতিতা

আগার তাহার বিভীষিকাভরা—জীবন মরণময় ।
সমাজের বুকে অভিশাপ সে যে,—সে যে ব্যাধি,—সে যে ক্ষয় ;
প্রেমের পসরা ভেঙে' ফেলে' দিয়ে ছলনার কারাগার
রচিয়াছে সে যে,—দিনের আলোয় রুদ্ধ ক'রেছে দ্বার ।
সূর্যকিরণ চকিতে নিভায়ে সাজিয়াছে নিশাচর,
কালনাগিণীর ফণার মত নাচে সে বুকের পর ।

চক্ষে তাহার কালকূট ঝরে,—বিষ পঙ্কিল শ্বাস ;
সারাটি জীবন মরীচিকা তার,—প্রহসন-পরিহাস।
ছোঁয়াতে তাহার ম্লান হ'য়ে যায় শশীতারকার শিখা,
আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের যবনিকা।
সে যে মন্বন্তর,—মৃত্যুর দূত,—অপঘাত,—মহামারী,—
মানুষ তবু সে, তার চেয়ে বড়,—সে যে নারী, সে যে নারী ;

ডাহুকি

মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা অবনতমুখী,—
নিদাঘের রৌদ্রতাপে একা সে ডাহুকী
বিজন-তরুর শাখে ডাকে ধীরে ধীরে
বনচ্ছায়া-অন্তরালে তরল তিমিরে।
—আকাশে মন্থর মেঘ; নিরালা দুপুর।
—নিস্তব্ধ পল্লীর পথে ঘুঘুকের সুর
বাজিয়া উঠিছে আজ ক্ষণে ক্ষণে।
সে কোন্ পিপসা কোন্ ব্যথা তার মনে।
হারায়েছে প্রিয়ারে কি ?—অসীম আকাশে
ঘুরেছে অনন্ত কাল মরীচিকা-আশে ?
বাঞ্ছিত দেয়নি দেখা নিমেষের তরে।—
কবে কোন্ রুক্ষ কাল-বৈশাখীর ঝড়ে
ভেঙে গেছে নীড়, গেছে নিরুদ্দেশে ভাসি'!
—নিঝুম বনের তটে বিমনা উদাসী
গেয়ে যায় ; সুপ্ত পল্লী-তটিনীর তীরে
ডাহুকীর প্রতিধ্বনি-ব্যথা যায় ফিরে।
—পল্লবে নিস্তব্ধ পিক,…নীরব পাপিয়া,
গাহে একা নিদ্রাহারা বিরহিণী হিয়া।
আকাশে গোধূলি এল,…দিক্ হ'ল ম্লান,
ফুরায় না তবু হায় হুতাশীর গান।
—তিমিত পল্লীর তটে কাঁদে বারবার,
কোন্ যেন সুনিভৃত রহস্যের দ্বার
উন্মুক্ত হ'ল না আর, কোন্ সে গোপন
নিল না হৃদয়ে তুলি' তার নিবেদন।

শ্মশান

কুজ্ঝটির হিমশয্যা অপসারি' ধীরে
রূপময়ী তন্বী মাধবীরে
ধরণী বরিয়া লয় বারে-বারে।

—আমাদের অশ্রুর পাথারে
ফুটে' ওঠে সচকিতে উৎসবের হাসি,—
অপরূপ বিলাসের বাঁশী।
ভগ্ন-প্রতিমারে মোরা জীবনের বেদীতটে আরবার গড়ি,
ফেনাময় সুরাপাত্র ধরি'
ভুলে যাই বিষের আস্বাদ।
মোহময় যৌবনের সাধ
আতপ্ত করিয়া তোলে স্থবিরের তুহিন-অধর।
চির-মৃত্যুচর
হে মৌন-শ্মশান,
ধূম-অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে আবরি' বয়ান
হেরিতেছে কিসের স্বপন!
ক্ষণে ক্ষণে রক্তবহ্নি করি' নির্বাপন
স্তব্ধ করি' রাখিতেছে বিরহীর ক্রন্দনের ধ্বনি!
তব মুখ-পানে চেয়ে কবে বৈতরণী
হ'য়ে গেছে কলহীন।
বক্ষে তব হিম হয়ে আছে কত উগ্রশিখা চিতা
হে অনাদি পিতা।
ভস্মগর্ভে,—মরণের অকূল শিয়রে
জন্মযুগ দিতেছে প্রহরা,—
কবে বসুন্ধরা
মৃত্যুগাঢ় মদিরার শেষ পাত্রখানি
তুলে দেবে হস্তে তব,—কবে লবে টানি'
কঙ্কাল-অঙ্গুলি তুলি' শ্যামা ধরণীরে
শ্মশান তিমিরে,
লোলুপ নয়ন মেলি' হেরিবে তাহার বিবসনা শোভা
দিব্য মনোলোভা!
কোটি কোটি চিতা-ফণা দিয়া
রূপসীর অঙ্গ আলিঙ্গিয়া
শুষে নেবে সৌন্দর্যের তামরস-মধু!
এ বসুধা-বধূ।
আপনারে ঢালি' দেবে উরসে তোমার!
ধূক্-ধূক্—দারুণ তৃষ্ণার
রসনা মেলিয়া
অপেক্ষায় জেগে আছে শ্মশানের হিয়া!

আলোকে-আঁধারে
অগণন চিতার দুয়ারে'
যেতেছে সে ছুটে',
তৃপ্তিহীন তিক্ত বক্ষপুটে
আনিতেছে নব মৃত্যু-পথিকের ডাক,'
তুলিতেছে রক্ত-ধূম্র-আঁখি।
—নিরাশার দীর্ঘশ্বাস শুধু,
বৈতরণীময় ঘোর জ্ব'লে যায় ধু-ধু,
আসে না প্রেয়সী।

—নিদ্রাহীন শশী,
আকাশের অনাদি তারকা
রহিয়াছে জেগে তার সনে ;
শ্মশানের হিম বাতায়নে
শত শত প্রেতবধূ দিয়ে যায় দেখা,—
তবু সে যে প'ড়ে আছে একা,
বিমনা-বিরহী।

বক্ষে তার কত লক্ষ সভ্যতার স্মৃতি গেছে দহি',
কত শৌর্য্যে-সাম্রাজ্যের সীমা
প্রেম-পুণ্য-পূজার গরিমা
অকলঙ্ক সৌন্দর্য্যের বিভা
গৌরবের দিবা!
—তবু তার মেটে নাই তৃষা,
বিচ্ছেদের নিশা
আজো তার হয় নাই শেষ।
অশ্রান্ত অঙ্গুলি সে যে করিছে নির্দ্দেশ
অবনীর পক্কবিম্ব অধরের পর।
পাতাঝরা হেমন্তের স্বর
ক'রে দেয় সচকিত তারে,
হিমানী-পাথরে
কুয়াশাপুরীর মৌন জানালায় তুলে'
চেয়ে' থাকে আঁধারে অকূলে
সমুদ্রের পানে।
বৈতরণী খেয়াঘাটে মরণ-সন্ধানে
এল কি রে জাহ্নবীর শেষ ঊর্মিধারা।
অপার শ্মশান জুড়ি' জ্বলে লক্ষ লক্ষ চিতাবহ্নি,—কামনা-সাহারা।

মিশর

'মমী'র দেহ বালুর তিমির বাদুর ঘরে লীন,—
'স্ফীংক্স'-দানবীর অরাল ঠোঁটের আলাপ আজি চুপ।
খাঁ খাঁ মরুর 'লু'য়ের 'ফু'য়ে হচ্ছে বিলীন-ক্ষীণ
মিশর দেশের কাফন্ পাহাড়,—পিরামিডের স্তূপ।

নিভে' গেছে 'ঈশিশে'র বেদীর থেকে ধূমা ;
জুড়িয়ে গেছে লক্‌লকে সেই রক্তজিভার চুমা !
এপিসনেতে ফুরিয়ে গেছে কুমীরপূজার ঘটা,
দুলছে মরুশ্মশান—শিরে মহাকালের জটা !
ঘুমন্ত'দের কানে কানে কয় সে, 'ঘুমা,—ঘুমা'।

ঘুমিয়ে গেছে বালুর তলে ফ্যারাও,—ফ্যারাও'ছেলে,—
তাদের বুকে যাচ্ছে আকাশ বর্শা ঠেলে' ঠেলে'!
হাওয়ার সেতার দেয় ফুঁপিয়ে 'মেম্নে'রি বুক,
ডুবে' গেছে মিশর রবি, বিরাট 'বেলে'র ভুখ্
জিহ্বা দিয়ে গেছে জঠর দিয়ে গেছে তোমায় জেলে' !

পিরামিডের পাশাপাশি জাল্‌চে বালুর কাছে
স্থবির মরণ-ঘুমের ঘোরে সিশর শুয়ে আছে !
সোনার কাঠি নেই কি তাহার ? জাগবে নাকি আর !
মৃত্যু,—সে কি শেষের কথা !—শেষ কি শবাধার !
সবাই কি গো ঢালাই হবে চিত্রর কালির ছাঁচে।

নীলার ঘোলা জলের দোলায় লাফায় কালোসাপ।
কুমীরগুলোর খুলির খিলান,—করাত দাঁতের থাপ
ঊর্ধ্বমুখে রৌদ্র পোহায় ;—ঘুম পাড়ানি'র ঘুম
হানছে আঘাত,—আকাশ বাতাস হ'চ্ছে যেন গুম্ !
ঘুমের থেকে' উপচে' পড়ে মৃতের মনস্তাপ !
নীলা, নীলা—ধুক্‌ধুকিয়ে মিশর কবর পারে
রইল 'জেগে' বোবাবুকের বিকল হাহাকারে।
লাল আলেয়ায় খেয়া ভাসায় 'রামসেসে'র দেশ !
অতীত অভিশাপের নিশা এলিয়ে এলোকেশ
নিভিয়ে দেছে দেউটি তোমার দেউল-কিনারে।

কল্‌সীকোলে নীলনদেতে যেতেছে ঐ নারী

ঐ পথেতে চ'লতে আছে নিগ্রো সারি সারি ;
ইয়াঙ্কী ঐ,—ঐ য়ুরোপী,—চীনে-তাতার-মুর,
তোমার বুকের পাঁজর থ'লে ট'লছেরে হুড়মুড়,—
ফেনিয়ে তুলে' ধূনধারাবী,—খেলাপ্‌,—খবরদারী !

দিনের আলো ঝিমিয়ে গেল,—আকাশে ঐ চাঁদ !
—চপল হাওয়ায় কাঁকণ কাঁদায় নীলনদীর বাঁধ !
মিশর ছুঁড়ি গাইছে মিঠা শুঁড়িখানার সুরে
বান্দুর খাতে, প্রিয়ের সাথে,—খেজুরবনে ঘুরে !
আফ্রিকা এই,…এই যে মিশর, যাদু এ যে ফাঁদ !

'ওয়েসিসে'র ঠাণ্ডা ছায়ায় চৈতিচাঁদের তলে
মিশরবালার বাঁশীর গলা কিসের কথা বলে !
চ'লছে যাদুর চড়াই ভেঙে উটের পরে উট,—
এই যে মিশর,—আফ্রিকার এই কুহক পাথা পুট !
-কি এক মোহ এই হাওয়াতে,—এই দরিয়ার জলে !

শীতল পিরামিডের মাথা,—'গীজে'র মুরতি
অস্কবিহীন যুগ সমাধির মূকমমতা মথি'
আবার যেন তাকায় অদূরে উদয়গিরির পানে !
'মেম্‌নেন'র ঐ কণ্ঠ ভরে চারণ-বীণার গানে !
আবার জাগে খাণ্ডাকাণ্ডর,—জ্যোস্ন আলোর জ্যোতি !

পিরামিড্‌

—বেলা বয়ে যায় !
গোধূলির মেঘ-সীমানায়
ধূম্র মৌন-সাঁঝে
নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘন্টা বাজে !
শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে !
পান্থ ম্লান চিতার কবলে
একে একে ডুবে যায় দেশ, জাতি, সংসার সমাজ
কার লাগি হে সমাধি তুমি একা বসে আছ আজ
কি এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন !
অতীতের শোভাযাত্রা কোথায় কখন
চকিতে মিলায়ে গেছে;—পাও নাই টের !

কেন দিবা অবসানে গৌরবের লক্ষ মুসাফের
দেউটি নিভায়ে গেছে,—চলে গেছে দেউল ত্যজিয়া,
চলে গেছে প্রিয়তম,—চলে গেছে প্রিয়া।
মৃগাঙ্কের মণিময় গেহবাস ছাড়ি'
চকিতে চলিয়া গেছে বাসনা-পসারী
কবে কোন্ বেলা শেষে হায়
দূরে অস্তশেখরের গায়।
তোমারে যায় নি তারা শেষ অভিনন্দনের অর্ঘ্য সমর্পিয়া
সাঁজের নীহারনীল সমুদ্র মথিয়া
মরমে পশে নি তব তাহাদের বিদায়ের বাণী।
তোরণে আসে নি তব লক্ষ লক্ষ মরণ-সন্ধানী
অশ্রু ছলছল চোখে—পাণ্ডুর বদনে।
—কৃষ্ণ যবনিকা কবে ফেলে তারা গেল দূর দ্বারে বাতায়নে
জান নাই তুমি।
জানে না তো মিশরের মূক মরুভূমি
তাদের সন্ধান!
হে নির্বাক পিরামিড্,—অতীতের স্তব্ধ প্রেত-প্রাণ,
অবিচল স্মৃতির মন্দির।
আকাশের পানে চেয়ে আজো তুমি বসে আছো স্থির।
নিষ্পলক মুগ্ধভুরু তুলে'
চেয়ে আছো অনাগত উর্দ্ধের কূলে
মেঘ-রক্ত ময়ূখের পানে।
জ্বলিয়া যেতেছে নিত্য নিশি—অবসানে
নূতন ভাস্কর।
বেজে ওঠে আনহত মেম্ননের স্বর
নবোদিত অরুণের সনে
কোন্ আশা-দুরাশার ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলি-তাড়নে।
—পিরামিড্-পাষাণের মর্ম ঘেরি নেচে যায় দু'দণ্ডের
স্ফূর্তির ফোয়ারা
কি এক প্রগলভ উষ্ণ উল্লাসের সাড়া।
থেমে যায় পান্থবীণা মুহূর্তে কখন।
শতাব্দীর বিরহীর মন
নিটল নিথর
সন্তরি ফিরিয়া মরে গগনের রক্ত পীত সাগরের পর।
বালুকার স্ফীত পারাবারে
জোল মৃগতৃষ্ণিকার দ্বারে

'মিশরের অপহৃত অন্তরের লাগি
মৌন ভিক্ষা মাগি' !—
—খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুয়ার !
মুখরিত প্রাণের সম্ভার
মূর্চ্ছিত হইবে কবে কলহীন নীলার বেলায় !—
—বিচ্ছেদের নিশি জেগে আজো তাই বসে আছে
পিরামিড্ হায় !
কত আগন্তুক কাল,—অতিথি সভ্যতা
তোমার দুয়ারে এসে কয়ে যায় অসম্বৃত অন্তরের কথা।
তুলে যায়, উচ্ছৃঙ্খল রুদ্র কোলাহল !
—তুমি রহ নিরুত্তর,—নির্বেদী,—নিশ্চল !
মৌন, অনামনা !
—প্রিয়ার বক্ষের পরে বসি একা নীরবে করিছ তুমি
শবের সাধনা
হে প্রেমিক —স্বতন্ত্র সম্রাট্ !
—কবে সুপ্ত উৎসবের স্তব্ধ ভাঙাহাট
উঠিবে জাগিয়া
সম্মিত নয়ন তুলি কবে তব প্রিয়া
আঁকিবে চুম্বন তব স্বেদ-রুক্ষ পাণ্ডু, চূর্ণ,
ব্যথিত কপোলে !
মিশর-অলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্বলে' !
বসে আছো অশ্রুহীন স্পন্দহীন তাই !
—ওলটি' পালটি' যুগ-যুগান্তের শ্মশানের ছাই
জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি,—প্রেমের প্রহরা !
—মোদের জীবনে যবে জাগে পাতা-ঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলী,
অরুন্তুদ দুটি আঁখি মেলি'
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দুদিনের তরে শুধু,—নবোৎফুল্ল মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে !
—অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলে দিতে !

মরুবালু

হাড়ের মালা গেঁথে'—অট্টহাসি হেসে'
উল্লাসেতে টলছে তারা,—জ্বলছে তারা খালি !

ঘুরছে তারা লাল মশানে কপাল-কবর চেয়ে,'
বুকের বোমা বারুদ দিয়ে আকাশটারে জ্বালি'
পাঁয়জোরে কাল মহাকালের পাঁজর ফেড়ে' ফেড়ে'
মড়ার বুকে চাবুক মেরে' ফিরছে মরুর বালি।

সর্বনাশের সঙ্গে তোরা দস্তে খেলিস পাশা।
হেথায় কোন্ এক সৃষ্টিপ্রাতের সুপ্রপাতের ভূমি,
—শিশু মানব গ'ড়েছিল ঐ শাহারায় বাসা;
—সে সব গেছে কবে ঘুমের চুমার ধোঁয়ায় ধূমি।
অটল-আকাশ যাচ্ছে জরির ফিতার মত ফেঁড়ে',
জবান তোদের জ্বলছে যমের চিতার গেলাস চুমি'।

তোদের সনে 'ডাইনেসুরে'র লড়াই হ'লো কত,
আলুথালু লুটিয়ে বালুর ডাইনি ছায়ার তলে
আজকে তারা ঘুমিয়ে আছে,—চুন্নী শত শত
উঠলো জ্বলে তাদের হাড়ে,—তাদের নাড়ের বলে;
কাঁদছে খাঁ-খাঁ কাফনঢাকা বালুর চাকার নীচে
মুণ্ডু তাদের,—মড়ার কপাল ভৈরবীর গলে।

তোদের বুকে জাগছে মৃগতৃষ্ণা,—জাগে ঝড়।
নিস্ উড়িয়ে শিকার-সোয়ার ধোঁয়ার পিছে পিছে,—
মেঘে মেঘে চড়াও,—বাজের বুক চিরে' চক্কর।
নাচ্‌তে আছিস আকাশখানার গোখ্‌রাফণার নীচে,
আরব মিশর চীন ভারতের হাওয়ায় ঘুরে' ধুরে'
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হাপর খিঁচে খিঁচে।

তোদের ভাষা আস্ফালিছে শেখ্‌সেনানীর বুকে।
—লাল সাহারার শেরের সোয়ার,—বালুর ঘায়ে ঘেয়ো;
ধমক মেরে' আঁধির বুকে ছুটছে রুখে' রুখে'।
তোদের মতন নেইক' তাদের সোদর সাথী কেহ,
নেইক' তাদের মোদের মতন পিছু ডাকের মায়া,
নেইক' তাদের মোদের মতন আর্ত মোহ-স্নেহ।

দানোয়-পাওয়া আগুন দানা,—দারুণ পথের মুখে।
ঘায়েল করি' মেঘের বুরুজ বজ্রমেরি ঘর,
উড়িয়ে হাজার 'কেরাভেন' ও তাম্বুশিবির বুকে,
উজিয়ে মরীচিকার শিখা—কালফণা জর্জর,
—ট'লতে আছিস,—ঘ'লতে আছিস,—জ্বলতে আছিস ধু-ধু।
সঙ্গে স্যাঙাত্—মস্দু ডাকাত,—তাতার যাযাবর।

গড়্‌তে যাবে যারা তোদের বুকের মাঝে বাসা
হাড্ডি তাদের ফেক্‌রা হ'য়ে করবে বালুর মাঝে,
এইখানেতে নেইক' দরদ,—নেইক' ভালোবাসা
বর্শা লাফায়,—উটের গলার ঘুণ্টি শুধু বাজে ।—
ফুরিয়ে গেছে আশা যাদের,—জুড়িয়ে গেছে জ্বালা,
আয় রে বালুর 'কার্‌বালা'তে অন্ধকারের মাঝে ।

চাঁদিনীতে

বেবিলোন্ কোথা হারায়ে গিয়েছে, মিশর-'অসুর' কুয়াশাকালো ;
চাঁদ জেগে আছে আজো অপলক,—মেঘের পালকে ঢালিছে আলো !
সে যে জানে কত পাথারের কথা,—কত ভাঙাহাট মাঠের স্মৃতি ।
কত যুগ যুগান্তরের সে ছিল জ্যোৎস্না, শুক্লা তিথি !
হয়তো সেদিনও আমাদের মত পিলুবারোয়ার বাঁশিটি নিয়া
ঘাসের ফরাশে বসিত এমনি দূর্ পরদেশী প্রিয় ও প্রিয়া ।
হয়তো তাহারা আমাদেরি মত মধু-উৎসবে উঠিত মেতে'
চাঁদের আলোয় চাঁদ্‌মারী জুড়ি,—সবুজ চরায়,—সব্‌জী ক্ষেতে ।
হয়তো তাহারা দুপুর-যামিনী বালুর জাজিমে সাগরতীরে
চাঁদের আলোয় দিগদিগন্তে চকোরের মত চরিত ফিরে' ।
হয়তো তাহারা মদঘূর্ণনে নাচিত কাঞ্চীবাঁধন খুলে,
এম্নি কোন্ এক চাঁদের আলোয়,—মরু 'ওয়েসিসে'-তরুর মূলে ।
বীর যুবাদল শত্রুর সনে বহুদিন ব্যাপী রণের শেষে
এম্নি কোন্ এক চাঁদিনীবেলায় দাঁড়াত নাগরী তোরণে এসে' ।
কুমারীর ভিড় আসিত ছুটিয়া, প্রণয়ীর গ্রীবা জড়ায়ে নিয়া
হেঁটে' যেত তারা জোড়ায় জোড়ায় ছায়াবীথিকার পথটি দিয়া ।
তাদের পায়ের আঙুলের ঘায়ে খড়্ খড়্ পাতা উঠিত বাজি,'
তাদের শিয়রে দুলিত জ্যোৎস্না-চাঁচর চিকণ পত্ররাজি ।
দখিনা উঠিত মর্মরি' মধুবনানীর লতা পল্লব ঘিরে,
চপলা মেয়েরা উঠিতে হাসিয়া,—'এল বল্লভ,—এল রে ফিরে ।'
—তুমি চলে' যেতে দশমীর চাঁদ তাহাদের শিরে সারাটি নিশি,
নয়নে তাদের দুলে' যেতে তুমি,—চাঁদিনী-শরাব,—সুরার শিশি ।
সেদিনও এম্নি মেঘের আসরে জ্ব'লেছে পরীর বাসরবাতি,
হয়তো সেদিনও ফুটেছে মোতিয়া—ঝ'রেছে চন্দ্রমল্লীপাঁতি ।
হয়তো সেদিনও নেশাখোর মাছি গুমরিয়া গেছে আঙুর বনে,
হয়তো সেদিনও আপেলের ফুল কেঁপেছে আতুল হওয়ার সনে ।
হয়তো সেদিন এলাচির বন আতরের শিশি দিয়েছে ঢেলে'
হয়তো আলেয়া গেছে ভিজা মাঠে এমনি ভূতুড়ে প্রদীপ জেলে'—।

হয়তো সেদিনও ডেকেছে পাপিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া 'সরো'র শাখে,
হয়তো সেদিনও পাড়ার নাগরী ফিরেছে এমনি গাগরি কাঁখে।
হয়তো সেদিনও পান্‌সী দুলায়ে গেছে মাঝি বাঁকা ঢেউটি বেয়ে,
হয়তো সেদিনও মেঘের শকুনডানায় গেছিল আকাশ ছেয়ে'।
হয়তো সেদিনও মাণিকজোড়ের মরা পাখিটির ঠিকানা মেগে'
অসীম আকাশে ঘুরেছে পাখিনী ছট্‌ফট্‌ দুটি পাখার বেগে।
হয়তো সেদিনও খুর্‌ খুর্‌ ক'রে খরগোশ ছানা গিয়েছে ঘুরে'
ঘন মেহগিনি-টার্পিন-তলে—বালির জর্দা বিছানা ফুঁড়ে।
হয়তো সেদিনও জানালার নীল জাফ্‌রির পাশে একেলা বসি'
মনের হরিণী হেরেছে তোমারে—বনের পারের ডাগর শশী।
শুক্লা একাদশীর নিশীথে মণিহর্ম্যের তোরণে গিয়া
পারাবত-দূত পাঠায়ে দিয়েছে প্রিয়ের তরেতে হয়তো প্রিয়া।
অলিন্দ-কুঞ্জে হা-হা ক'রে হাওয়া কেঁদেছে কাতর যামিনী ভরি'।
ঘাসের শাটিনে আলোর ঝালরে 'মার্টল্‌' পাতা প'ড়েছে ঝরি'
'উইলোর' বন উঠেছে ফুঁপায়ে,—'ইউ' তরুশাখা গিয়েছে ভেঙে',
তরুণীর দুধ-ধবধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে'।
কোন্‌ গ্রীস,—কোন্‌ কার্থেজ, রোম, 'ত্রুবেদুর'-যুগ কোন্‌,—
চাঁদের আলোয় স্মৃতির কবর শফরে বেড়ায় মন।
জানিনা তো কিছু,—মনে হয় শুধু এমি তুহিন চাঁদের নীচে
কত দিকে দিকে—কত কালে কালে হ'য়ে গেছে কত কি যে।
কত যে শ্মশান,—মশান কত যে—কত যে কামনা-পিপাসা-আশা
অস্ত চাঁদের আকাশে বেঁধেছে আরব-উপন্যাসের বাসা।

দক্ষিণা

প্রিয়ার গালেতে চুমো খেয়ে যায় চকিতে পিয়াল রেণু।—
এল দক্ষিণা,—কাননের বীণা,—বনানী পথের বেণু।
তাই মৃগী আজ মৃগের চোখেতে বুলায়ে নিতেছে আঁখি,
বনের কিনারে কপোত আজিকে নেয় কপোতীরে ডাকি'।
ঘুঘুর পাখায় ঘুঙুর বাজায় আজিকে আকাশখানা,—
আজ দখিনার ফর্দা হাওয়ার পর্দা মানে না মানা।
শিশিরশীর্ণা বালার কপোলে কুহেলীর কালো জাল
উষ্ণ চুমোর আঘাতে হ'য়েছে ডালিমের মত লাল।
দাড়িমের বীজ ফাটিয়া পড়িছে অধরের চারিপাশে
আজ মাধবীর প্রথম উষায়,—দখিনা হাওয়ার শ্বাসে।
মদের পেয়ালা শুকায়ে গেছিল,—উড়ে গিয়েছিল মাছি,
দখিনা পরশে ভরা পেয়ালায় বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে নাচি'।

বেহালার সুরে বাজিয়া উঠিছে শিরা উপশিরাগুলি।
শ্মশানের পথে করোটি হাসিছে, হেসে খুন্ হোল খুলি।
এস্রাজ বাজে আজ মড়কের,—চিতোর রৌদ্রতপ
সুরের সুঠামে নিভে যায় যেন,—হেসে ওঠে যেন শব।
নিভে যায় রাঙা অঙ্গারমালা,—বৈতরণীর জলে
সুর-জাহ্নবী ফুটে ওঠে আজ মড়কের কোলাহলে।
আকাশ-বিথানে মধু-পরিণয়,—মিলন-বাসর পাতি'
হিমানীশীর্ণ বিধবা তারারা জ্বলে' ওঠে রাতারাতি।
ফাগুয়ার রাগে চাঁদের কপোল চকিতে হ'য়েছে রাঙা
—হিমের ঘোম্‌টা চিরে দেয় কে গো গরম বায়ুতে বাঙা।
লালসে কাহার আজ নীলিমার আনন রুধির-লাল,—
নিখিলের গালে গাল পাতে কার কুঙ্কুম-ভাঙা গাল।
নারাঙ্গি-ফাটা অধর কাহার আকাশে বাতাসে ঝরে।
কাহার বাঁশীটি খুন উথলায়,—পরাণ উদাস করে।
কাহার পানেতে ছুটিছে উধাও শিশু পিয়ালের শাখা।
ঠোঁটে ঠোঁট তলে—পরাগ ছোঁয়ায় অশোকফুলের ঝাঁকা।
কাহার পরশে পলাশ বধূর আঁখির কেশরগুলি
মুদে' মুদে' আসে,—আর বার করে কুঁদে কুঁদে কোলাকুলি।
পাতার বাজারে বাজে হুল্লোড়,—পায়েলার রুণু রুণু,
কিশলয়দের ডানা পেয়ে কে গো—চোখ করে ঘুম-ঘুম।
এসেছে দখিনা—ক্ষীরের মাঝারে লুকায়ে কোন্ এক হীরের ছুরি।—
তার লাগি তবু ক্ষ্যাপা শাল নিম, তমাল-বকুলে হুড়াহুড়ি।
আমের কুঁড়িতে বাউল বোল্‌তো খুনসুড়ি দিয়ে খসে যায়,
অঘ্রাণে যার ঘ্রাণ পেয়েছিল,—পেয়েছিল যারে 'পোষ্‌লো'য়,
সাতাশে মাঘের বাতাসে তাহার দর বেড়ে গেছে দশগুণ,—
নিছক হাওয়ায় ঝরিয়া পড়িছে আজ মউলের কসু' গুণ্।
ঠেলে ফেলে দিয়ে নীলমাছি আর প্রজাপতিদের ভিড়
দখিনার মুখে রসের বাগান বিকায়ে দিতেছে ক্ষীর!
এসেছে নাগর,—যামিনীর আজ জাগর রঙীন আঁখি,—
কুয়াশার দিনে কাঁচুলি বাঁধিয়া কুচ্ রেখেছিল ঢাকি'—
আজিকে কাঁচলী ফেড়েছে খুলিয়া,—মর্দ্দনে হায়।
নিশীথের দেব সাধুবাবা আজ করিছে দীক্ষায়।
রূপসী তরুণী বাসকসজ্জা, রূপালি চাঁদের তলে
বাদুর ফরাশে রাঙা উল্লাসে ঢেউয়ের আগুন জ্বলে।
ঘোল উতরোল শোণিতে শিরায়,—হোলীর হা রা রা চীৎকার,—
মুখে মুখে মধু,—সুধাসীধু শুধু,—তিত্ কোথা আজ—তিত্‌কার।
শীতের বাস্তুভিত্ ভেঙে' আজ এল দক্ষিণা,—মিষ্ট-মধু,
মদনের হুলে দুলে দুলে হুঁশ্-হারা হোল সৃষ্টি-বধূ।

যে কামনা নিয়ে

যে কামনা নিয়ে মধু-মাছি ফেরে বুকে মোর সেই তৃষা।
খুঁজে মরি রূপ, ছায়াধূপে জুড়ি',
রঙের মাঝারে হেরি রঙজুরি।
পরাগের ঠোঁটে পরিমল-গুঁড়ি,—
হারায়ে ফেলি গো দিশা।
আমি প্রজাপতি—মিঠা মাঠে মাঠে সোঁদালে সর্ষেক্ষেতে ;
—রোদের শফরে খুঁজি না ক' ঘর,
বাঁধি না ক' বাসা—কাঁপি থরথর
অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর
শুঁড়ির গেলাসে মেতে।
আমি দক্ষিণা দুলালীর বীণা, পউষ-পরশ-হারা।
ফুল-আঙিনার আমি ঘুমভাঙা।
পিয়াল চুমিয়া পিলাই গো রাঙা
পিয়ালার মধু,—তুলি রাতজাগা
হোলীর হা রা রা—সাড়া।

আমি গো লালিমা,—গোধূলির সীমা,—বাতাসের 'লালা' ফুল
দুই নিমেষের তরে আমি জ্বালি
নীল আকাশের গোলাপী দেয়ালী।
আমি খুশ্‌রোজী,—আমি গো খেয়ালী,
চঞ্চল—চুল্‌বুল্।

বুকে জ্বলে মোর বাসর দেউটি,—মধু-পরিণয়-রাতি।
তুলিছে ধরণী বিধবা নয়ন
—মনের মাঝারে মদনমোহন
মিলনমন্দির নিধুর কানন
রেখেছে রে মোর পাতি'।

স্মৃতি

থম্‌থমে রাত,—আমার পাশে ব'সল অতিথি,—
বল্লে,—আমি অতীত ক্ষুধা,—তোমার অতীত স্মৃতি।
—যৌবনগুলো সাঙ্গ হ'লো কড় বাদলের জলে,
শুষে গেল মেরুর হিমে,—মরুর অনলে,
ছায়ার মত মিশেছিলাম আমি তাদের সনে ;
তারা কোথায়?—বন্দী স্মৃতিই ক'াদছে তোমার মনে।

কাঁদছে তোমার মনের বাকে,—চাপা ছাইয়ের তলে,
কাঁদছে তোমার স্যাঁত্সেঁতে শ্বাস—ভিজা চোখের জলে,
কাঁদছে তোমার মুক মমতার রিক্ত পাথর যোগে',
তোমার বুকের খাড়ার কোপে ;—ধুনের বিষে ক্ষেপে' ।
আজকে রাতে কোন্ সে সুদূর ডাক দিয়েছে তারে,—
থাকবে না সে ত্রিশূলমূলে, শিবের দেউল দ্বারে ।
মুক্তি আমি দিলেম তারে,—উল্লাসেতে দুলে'
স্মৃতি আমার পালিয়ে গেল বুকের কপাট খুলে,
নবালোকে,—নবীন উষার নহবতের মাঝে ।
ঘুমিয়েছিলাম,—দোরে আমার কার করাঘাত বাজে ।
—আবার আমায় ডাকলে কেন স্বপনঘোরের থেকে ।
অই লোকালোক শৈলচূড়ায় চরণখানা রেখে'
র'য়েছিলাম মেঘের রাঙা মুখের পানে চেয়ে,
কোথায় থেকে এলে তুমি হিমসরণি বেয়ে' ।
ঝিম্‌ঝিমে চোখ,—জটা তোমার ভাসছে হাওয়ার ঝড়ে,
শ্মশান শিঙা বাজল তোমার প্রেতের গলার স্বরে ।
আমার চোখের তারার সনে—তোমার আঁখির তারা
মিলে গেল,—তোমার মাঝে আবার হ'লেম হারা ।
হারিয়ে গেলাম ত্রিশূলমূলে,—শিবের দেউলদ্বারে ;
কাঁদছ স্মৃতি—কে বেঁধে গো—মুক্তি বেঁধে তারে ।

সেদিন এ ধরণীর

সেদিন এ ধরণীর
সবুজদ্বীপের ছায়া—উতারোল তরঙ্গের ভিড়
মোর চোখে জেগে' ধীরে ধীরে হোল অপহৃত,—
কুয়াশায় ঝ'রে পড়া আতসের মত ।
দিকে দিকে ডুবে গেল কোলাহল,—
সহসা উজান জলে ভাটা গেল ভাসি' ।
অতি দূরে আকাশের মুখখানা আসি'
বুকে মোর তুলে' গেল যেন হাহাকার ।
সেইদিন মোর অভিসার
মৃত্তিকার শূন্য-পেয়ালার ব্যথা একাকারে ভেঙে'
বকের পাখার মত শাদা লঘু মেঘে
ভেসেছিল আতুর,—উদাসী ।
বনের ছায়ার নীচে ভাসে কার ভিজে চোখ

কাঁধে কার বাঁয়োয়ার বাঁশী
সেদিন শুনিনি তাহা ;—
ক্ষুধাতুর দুটি আঁখি তুলে'
অতিদূর তারকার কামনায় তরী মোর দিয়েছিনু খুলে' ।
আমার এ শিরা-উপশিরা
চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন,—
শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির-ক্রন্দন,
মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা,—তোমার ।
ডেকেছিল ভিজে ঘাস'—হেমন্তের হিম ঘাস, জোনাকীর ঝাড় ।
আমারে ডাকিয়াছিল আলেয়ার লাল মাঠ,—শ্মশানের
খেয়াঘাট আসি' ।
কঙ্কালের রাশি,
দাউ দাউ চিতা,—
কত পূর্ব জাতকের পিতামহ পিতা,
সর্বনাশ-ব্যসন-বাসনা,
কত মৃত গোক্ষুরার ফণা,
কত তিথি,—কত যে অতিথি,
কত শত যোনিচক্র স্মৃতি
করেছিল উতলা আমারে ।
আধো আলো—আধেক আঁধারে
মোর সাথে মোর পিছে এল তারা ছুটে' ।
মাটির বাঁটের চুমা শিহরি' উঠিল মোর ঠোঁটে,—রোম পুটে ।
ধু-ধু মাঠ,—ধানক্ষেত,—কাশফুল,—বুনোহাঁস, বালুকার চর
বকের ছানার মত যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া ।
—মাঝপথে থেমে গেল তারা সব,
শকুনের মত শূন্যে পাখা বিথারিয়া
দূরে,—দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে চলিলাম উড়ে',
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা,—অনন্তের শুক্র অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে ।
স্ফীত সমুদ্রের মত আনন্দের আর্ত কোলাহলে
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে ;
দূর ছায়াপথে ।
পৃথিবীর প্রেতচোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি, তারকা-দর্পণে মোর অপহৃত আননের
প্রতিবিম্ব খুঁজি' ।

ভ্রূণ-ভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এল বুক-ফাটা মিনতির ভরে,—
সঙ্গে নিয়ে বোবা শিশু,—বৃদ্ধ মৃত পিতা
সূতিকা-আলয় আর শ্মশানের চিতা।
মোর পাশে দাঁড়াল সে গর্ভিণীর ক্ষোভে,
মোর দুটি শিশু আঁখি-তারকার লোভে
কাঁদিয়া উঠিল তার পীনস্তন,—জননীর প্রাণ।
জরায়ুর ডিম্বে তার জন্মিয়াছে যে ঈপ্সিত—বাঞ্ছিত সন্তান
তার তরে কালে কালে পেতেছে সে শৈবালবিছানা,—
শাল তমালের ছায়া।
এনেছে সে নব নব ঋতুরাগ,—পউষনিশির শেষে ফাগুনের
ফাগুয়ার মায়া।
তার তরে বৈতরণী তীরে সে যে ঢালিয়াছে গঙ্গার গাগরী,
মৃত্যুর অঙ্গার মাখি স্তন তার বারবার ভিজা রসে উঠিয়াছে ভরি'।
উঠিয়াছে দূর্বাধানে শোভি',
মানবের তরে সে যে এনেছে মানবী।
মশলাদরাজ এই মাটিটার ঝাঁঝ যে রে,—
কেন তবে দুদণ্ডের অশ্রু—অমানিশা
দূর আকাশের তরে বুকে তোর তুলে যায় নেশাখোর মক্ষিকার তৃষা।
নয়ন মুদিনু ধীরে,—শেষ আলো নিভে গেল পলাতকা নীলিমার পারে,
সদ্য প্রসূতির মত অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি' আমারে।

ওগো দরদিয়া—

—ওগো দরদিয়া,
তোমারে ভুলিবে সবে,—যাবে সবে তোমারে ত্যাজিয়া,
ধরণীর পসরায় তোমারে পাবে না কেহ দিনান্তেও খুঁজে',
কে জানে রহিবে কোথা নিশিভোর নেশাখোর আঁখি তব বুজে'।
—হয়তো সিন্ধুর পারে শ্বেতশঙ্খ ঝিনুকের পাশে
তোমার কঙ্কালখানা শুয়ে রবে নিদ্রাহারা ঊর্মি'র নিশ্বাসে।
চেয়ে রবে নিষ্পলক অতিদূর লহরীর পানে,
গীতিহারা প্রাণ তব হয়তো বা তৃপ্তি পাবে তরঙ্গের গানে।
হয়তো বা বনচ্ছায়া লতাগুল্ম পল্লবের তলে
ঘুমায়ে রহিবে তুমি নীলাকাশে শিশিরের দলে;
হয়তো বা প্রান্তরের পারে তুমি র'বে শুয়ে প্রতিধ্বনিহারা;—
তোমারে হেরিবে শুধু হিমানীর শীর্ণকাশ,—নীহারিকা,—তারা,
তোমারে চিনিবে শুধু প্রেত-জ্যোৎস্না;—বধির জোনাকী।

তোমারে চিনিবে শুধু আঁধারের আলেয়ার আঁখি।
তোমারে চিনিবে শুধু আকাশের কালো মেঘ,—মৌন,—আলোহারা,
তোমারে চিনিয়া নেবে তমিস্রার তরঙ্গের ধারা।
কিম্বা কেহ চিনিবে না,—হয়তো বা জানিবে না কেহ
কোথায় লুটায়ে আছে হেমন্তের দিবাশেষে ধূমন্তের দেহ।
—হ'য়েছিল পরিচয় ধরণীর পান্থশালে যাহাদের সনে,
তোমার বিষাদহর্ষ গেঁথেছিল একদিন যাহাদের মনে,
যাহাদের বাতায়নে একদিন গিয়েছিলে পথিক-অতিথি,
তোমারে ভুলিবে তারা,—ভুলে যাবে সব কথা,—সবটুকু স্মৃতি।
নাম তব মুছে যাবে মুসাফের,—অঙ্গারের পাণ্ডুলিপিখানি
নোনাধরা দেয়ালের বুক থেকে খ'সে যাবে'কখন না জানি।
তোমারে পানের পাত্রে নিঃশেষে শুকায়ে যাবে শেষের তলানি,
দণ্ড দুই মাছিগুলো করে যাবে মিছে কানাকানি।
তারপর উড়ে যাবে দূরে দূরে জীবনের সুরার উল্লাসে,
মৃত এক অলি শুধু পড়ে রবে মাতালের বিছানার পাশে।
পেয়ালা উপুড় করে হয়তো বা রেখে যাবে কোনো একজন,
কোথা গেছে ইয়োসোফ্ জানেনা সে,—জানে না সে গিয়েছে কখন।
জানেনা সে,—অজানা সে,—আরবার দাবী নিয়ে আসিবে না ফিরে',—
জানেনা সে চাপা পড়ে গেছে সে যে কবেকার কোথাকার ভিড়ে।
—জানিতে চাহে না কিছু,—ঘাড় নিচু করে কেবা রাখে আঁখি বুজে'
অতীত স্মৃতির ধ্যানে' অন্ধকার গৃহকোণে একখানা শূন্যপাত্র খুঁজে'।
—যৌবনের কোনো এক নিশীথে সে কবে
তুমিই যে আসিয়াছিলে বনরাণী। জীবনের বাসন্তী-উৎসবে
তুমিই যে ঢালিয়াছিলে ফাগরাগ,—আপনার হাতে মোর সুরা পাত্রখানি
তুমি যে ভরিয়াছিলে,—জুড়ায়েছে আজ তার ঝাঁঝ,—গেছে ফুরায়ে তলানি।
তবু তুমি আসিলে না,—বারেকের তরে দেখা দিলে নাক' হায়।
চুপে চুপে কবে আমি বসুধার বুক থেকে নিয়েছি বিদায়—
তুমি তাহা জানিলে না,—চলে গেছে মুসাফের,
কবে ফের দেখা হবে আহা
কেবা জানে। (কবরের পরে তার পাতা ঝরে,—হাওয়া কাঁদে হা হা।)

সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়

চোখ দুটো ঘুমে ভরে,
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে।
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন,—স্বপন ক'দিন রয়।

এসেছে গোধূলি গোলাপী বরণ,—এ তবু গোধূলি নয়।
সারাটি রাত্রি তারাটিরই সাথে তারাটির কথা হয়,
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের পরে।
কেটেছে যে নিশি ঢের,—

এতদিন তবু অন্ধকারের পাইনি তো কোন টের।
দিনের বেলায় যাদের দেখিনি—এসেছে তাহারা সাঁঝে,
যাদের পাইনি পথের ধুলোয়—ধোঁয়ায়—ভিড়ের মাঝে,—
শুনেছি স্বপনে তাদের কলসী ছলকে,—কাঁকণ বাজে।
আকাশের নীচে,—তারার আলোয় পেয়েছি যে তাহাদের।

চোখ দুটো ছিল জেগে'
কতদিন যেন সন্ধ্যা ভোরের নট্‌কান্‌-রাঙা মেঘে।
কতদিন আমি ফিরেছি একেলা মেঘ্‌লা গাঁয়ের ক্ষেতে।
ছায়াধূপে চুপে ফিরিয়াছি প্রজাপতিটির মত মেতে'
কতদিন হায়।—কবে অবেলায় এলোমেলো পথে যেতে'
ঘোর ভেঙে গেল,—খেয়ালের খেলাঘরটি গেল যে ভেঙে'।

দুটো চোখ ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে।
ফুরায়ে গিয়াছে যা ছিল গোপন,—স্বপন কদিন রয়।
এসেছে গোধূলি গোলাপী বরণ,—এ তবু গোধূলি নয়।
সারাটি রাত্রি তারাটিরই সাথে তারাটিরই কথা হয়,—
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের পরে।

(শেষ)